নারায়ণ দেবনাথ

কমিক্স-সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ

কমিক্স-সমগ্র ৩

নারায়ণ দেবনাথের অলংকরণ ও কমিক্সের পূর্ণাঙ্গ ডকুমেনটেশনের নবতম প্রয়াস এই সংকলন। এই পর্বে থরে থরে সাজানো রয়েছে অগ্রন্থিত ও দুষ্প্রাপ্য বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, বাহাদুর বেড়াল, কৌশিকের অ্যাডভেঞ্চার কমিক্সের পাশাপাশি ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও ইন্দ্রজিৎ রায়ের গোয়েন্দাকাহিনি এবং গ্রাফিক্স-নভেল হীরের টায়রা সমেত কার্টুন, বুদ্ধির খেলার মতো আরও অনেক বিষয়।

শিল্পীর ষাট বছরেরও অধিক সময়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে তাঁর প্রচ্ছদ-অলংকরণের দুষ্প্রাপ্য অ্যালবামের মাধ্যমে।

এই খণ্ডে আরও একটি নতুন আকর্ষণ তাঁর লেখা দুটি ছোটো গল্প। এ ছাড়াও বাংলা কমিক্সের পাঠকদের সঙ্গে ব্যক্তি নারায়ণের পরিচয় করানো হয়েছে 'জানা অজানা নারায়ণ দেবনাথ' অধ্যায়ে। ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং নারায়ণ দেবনাথ।

প্রচ্ছদচিত্র- উদয় দেব

নারায়ণ দেবনাথ

চিত্র-সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ দেবনাথের জন্ম ১৯২৫ সালে হাওড়ার শিবপুরে। ষাট বছরের অধিক সময় ধরে দেড় হাজারেরও বেশি সিরিয়াস ও মজার কমিক্স সৃষ্টি করে বাংলার শিশু-সাহিত্যে এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বেশির ভাগ কমিক্সের কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও চিত্ররূপ তাঁর নিজেরই। এমন নজির বিশ্বে বিরল। তাঁর প্রথম মজার কমিক্স হাঁদা-ভোঁদা ২০১২ সালে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করেছে।

কমিক্সে জনপ্রিয়তা লাভের অনেক আগে থেকেই তিনি ছিলেন নিখুঁত অলংকরণ শিল্পী। সমকালীন প্রায় সমস্ত দিকপাল সাহিত্যিকদের লেখার অলংকরণ করেছেন। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ-অলংকরণগুলি বিশ্ব-প্রকাশনার এক দুর্লভ সম্পদ।

স্বল্পভাষী ও প্রচারবিমুখ এই শিল্পী আজ ৮৮ বছর বয়সেও সমান দক্ষতায় এঁকে চলেছেন পাঠকের মন জয় করা কমিক্স।

ISBN 978-93-81174-75-3

নারায়ণ দেবনাথ

কমিক্স-সমগ্র
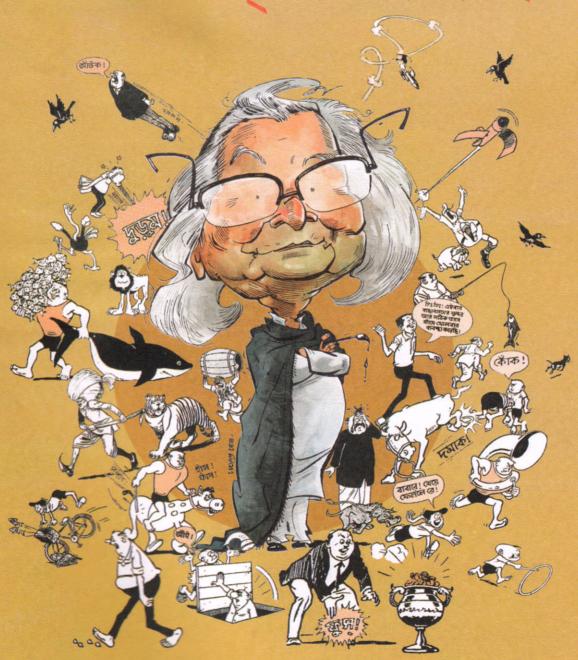
সম্পাদনা

প্রদীপ গরাই শান্তনু ঘোষ

লালমাটি

Narayan Debnath Comics-samagra-iii
Edited by
Pradip Gorai & Santanu Ghosh

ISBN 978-93-81174-75-3

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১৩

গ্রন্থনা স্বত্ব
লালমাটি

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২
Email- lalmatibooks@gmail.com

গ্রাফিক্স রিপেয়ার এবং পেজ মেকআপ
সুব্রত মাজী
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
উদয় দেব

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ৫৫০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার

ও

শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

কমিকস সমগ্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে, এবার তৃতীয় খণ্ডের মুখে এই ভূমিকা। এই তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে যে সব বিষয় এবং যাঁরা প্রাধান্য পেয়েছে তাদের সম্বন্ধে অল্পস্বল্প আমি শিল্পী হিসাবে এতকাল যে সব কাজ করে আনন্দ পেয়েছি তা হলো বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন গল্পের ছবি আঁকা। অর্থাৎ গল্পের ইলাস্ট্রেশন। এ ব্যাপারে বলতে হবে দীর্ঘ কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হয়। আর্ট শিক্ষার কলেজ থেকে বেরিয়ে তখন শুধু চিন্তা কি করবো। এখন এসব বিষয়ে যতো সুযোগ সুবিধা সেই সময় এসবের কিছুই ছিলোনা। ছিলো বলতে তখন নাম মাত্র আর্টস্টুডিও কিছু ছোট ছোট, পাবলিশারের ডিজাইন আর ঐ রকমই ছোট খাটো ব্যবসায়ীর কিছু সিনেমা স্লাইডের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ছবি হয়তো কোন কিছুর লেবেলের নাম বিজ্ঞাপনের ব্লকে দিয়ে স্লাইড তৈরি করে দেওয়া আর অন্য ছোট খাটো কাজ, মনমতো নয়, সে সময়ে নাম করা সিনেমা ছবির সফলতার ছিলো তার মাধ্যমে সিনেমার টাইটেল কার্ডও করে দিয়েছি, কিন্তু তাতে আমার মন ভরেনি। আমি তো চাইছি ছবি আঁকতে। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়। এইভাবেই দিন কাটছে নানাভাবে, তখন শুকতারা পত্রিকা বাজারে বেরিয়েছে একটি সংখ্যা আমার হাতে এলো। পত্রিকার মলাট ভেতরের সব গল্পের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশেষ করে প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি দেখে। মনে হলো এই পত্রিকায় আমিও যদি এরকম ছবি আঁকতে পারতাম। আমি তখন এক আত্মীয়ের ব্যাপারে প্রায়ই কলেজস্ট্রীট পাড়ায় যেতাম। সেখানে যার বাড়িতে যেতাম সেই বাড়িরই যিনি প্রবীন যার সাথে শুকতারা পত্রিকার প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটীরের প্রবীন শ্রী সুবোধ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সাথে প্রচুর লেখার বিষয়ে পরিচয় ছিলো, তিনি আমাকে একদিন বললেন চলুন আপনার সাথে সুবোধ বাবুর পরিচয় করিয়ে দেবো, সেদিন সেই কথা শুনে যে কি আনন্দ হলো তা বলার কথা নয়। পরে সেই কথা মতো একদিন নিয়ে গেলেন আমাকে সুবোধবাবুর কাছে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে ইনি ছবি আঁকেন আর এঁকে যদি আপনাদের পত্রিকায় ছবি আঁকার সুযোগ দেন তো খুব ভালো হয়।

সঙ্গে আমার আঁকা কয়েকটা ইলাসট্রেশনও নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি দেখলেন, দেখে বললেন ঠিক আছে। একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন যে আপনি শুকতারা অফিসে গিয়ে সম্পাদকের হাতে এই চিঠিটা দিন। আমি তাঁর কথামতো তখনকার শুকতারা সম্পাদকের হাতে চিঠিটা দিলাম — উনি সেটা পড়ে একটা লেখা বের করে ওর থেকে তিনটি ছবি আঁকতে দিলেন আমাকে লেখাটা না দিয়ে কিরকম ছবি করতে হবে সেটা একটা কাগজে লিখে দিলেন।

সেই শুরু রেখা এখনও চলছে। তবে এখন শুধু ছবি আঁকা অর্থাৎ ইলাসট্রেশন নয় এখন চলছে ছবিতে গল্প অর্থাৎ কমিকস। কিন্তু এই কমিকস শুরুর আগে আমি যে সব গল্পের ছবি এঁকেছিলাম সেই সব গল্পের ছবি অনেক পরিশ্রম করে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আমার অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী কমিক্স ও গ্রাফিক্স প্রকাশন এর কর্ণধার শান্তনু ঘোষ এবার এই তৃতীয় খণ্ডে সংযোজিত করেছে। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেও শ্রীমান শান্তনুর অবদান তুলনাহীন। আমি এখন শ্রীমানকে আমার ছোটভাই রূপে সম্বোধন করি। ওর এই অবদান না থাকলে এই কমিকসের বই বেরোত না।
আমার কমিকস-সমগ্র তিন খণ্ডে প্রকাশ করার জন্য শ্রীমান শান্তনুকে আমার অন্তরের ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা রইলো।

আর বেশি দীর্ঘ না করে ভূমিকা এখানেই শেষ করলাম।

নারায়ণ দেবনাথ
২৩·৬·২০১২

আমার কমিকস-সমগ্র পাঠকের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

গ্রন্থ চিত্রণ ও নারায়ণ দেবনাথ

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, যামিনী রায় ও রামকিঙ্কর বেজের মতো শিল্পীদের হাত ধরে ভারতীয় শিল্পকলার স্বর্ণযুগ শুরু। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে হাওয়া বদলের পালা আসে। এবং সত্তরের দশকে এসে যেসব বাঙালি চিত্রকর-শিল্পী প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন তাঁদের মধ্যে সোমনাথ হোর, গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য ও যোগেন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে চিত্রশিল্পের আর একটি ধারাও বিকশিত হতে শুরু করেছিল 'গ্রন্থ-চিত্রণ'-এর মাধ্যমে। মূলত বিভিন্ন শিশুপাঠ্য বই এবং পত্রপত্রিকা যেমন সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী, শুকতারা প্রভৃতিতে গ্রন্থ-চিত্রণের এই শাখাটি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বিভিন্ন প্রতিভাবান শিল্পী যথা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই রায়, সমর দে, সত্যজিৎ রায়, শৈল চক্রবর্তী, বিমল দাসের মতো আরও অনেক গুণী মানুষের চিত্রণে বাংলা চিত্রসম্পদ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিষয়বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনা ও পারিপাট্যে অনবদ্য গ্রন্থ-চিত্রণে দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে যিনি একটানা মুনশিয়ানা দেখিয়ে চলেছেন তিনি হলেন আর এক দিকপাল শিল্পী শ্রীনারায়ণ দেবনাথ। এই নিরহংকার ও সদাশয় প্রকৃতির মানুষটি তাঁর কাজের প্রতি যত্ন, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও নৈপুণ্যের গুণে পাঠকমহলের হৃদয় ছুঁতে পেরেছেন। বই ও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির সঙ্গে তাঁর আঁকা চমৎকার ছবিগুলি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করেছে। অনবদ্য সে-ছবি দেখে সংশয় জাগে— কাহিনি না ছবি, কোনটি বেশি ভালো! নারায়ণবাবুর আঁকা হরেকরকমের মেজাজের ছবিগুলি সাহিত্যের যে বিভিন্ন শাখায় সাবলীলভাবে সঙ্গদান করেছে তা হল— রম্যরচনা, জীবজন্তু ও শিকার কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার (ক্রাইম, গোয়েন্দা, কল্পবিজ্ঞান, ডাকাত, ভৌতিক) গল্প, কবিতা-ছড়া, বিদেশি অনুবাদ সাহিত্য, রূপকথা-উপকথা, ঐতিহাসিক-পৌরাণিক কাহিনি, প্রেম বিরহের গল্প এমনকি বর্ণশিক্ষা, টাইটেল কার্ড সহ বিজ্ঞাপন জগতেও প্রায় সর্বত্র তাঁর ছবির অবাধ বিচরন। তাঁর আঁকা বই-এর প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, প্রতিটি ছবিকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেন বিষয়টির সঙ্গে তার ফলে পাঠককুল সর্বদায় বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষজ্ঞের মতে তাঁর গ্রন্থ-চিত্রণে যে পরিমাণ 'ভিস্যুয়াল ইনফরমেশন' পাওয়া যায় তার জুড়ি মেলা ভার! বিশেষত তাঁর আঁকা সাদা কালো ছবিতে আলোছায়াযুক্ত ত্রিমাত্রিকতার নিখুঁত ব্যবহার ওঁর মতো নৈপুণ্যের সঙ্গে খুব কম শিল্পীই করেছেন। মানুষ তথা জীবজন্তুর অ্যানাটমি অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

সেই 'হিউম্যান অ্যানাটমি'র জ্ঞান ও ফিগার ড্রয়িং-এর পারদর্শিতার প্রতিফলন ঘটেছে টারজান সিরিজের 'মাসকুলার' অলংকরণে যা দেখে মন প্রাণ ভরে যায়। সিরিয়াস অলংকরণ ছাড়াও নারায়ণবাবুর দক্ষতার আর একটি নজির হল 'কমিক' ছবি যার 'হিউমার এলিমেন্ট' আর সকল শিল্পীর থেকে তাঁকে পৃথক স্থান দিয়েছে। নারায়ণ দেবনাথ বলতেই সাধারণের মনে ভেসে ওঠে তাঁর তিনটি জনপ্রিয় কমিক্স সিরিজ— 'হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল ও নন্টে-ফন্টে'। সেই 'একমুখী জনপ্রিয়তা'-র আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় তাঁর অনবদ্য অলংকরণ শিল্পসত্তা। সত্যি বলতে কী শুধু শিশুমহলে কেন বড়োদের কাছেও হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল ও নন্টে-ফন্টের আকর্ষণ দুর্বার। শিশুদের উপযোগী বিষয় নির্ধারণ করা এবং সেটাকে তাদের ভালোলাগার মতো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করা রীতিমতো আয়াসসাধ্য কর্ম। কিন্তু নারায়ণবাবুর ছবিতে গল্প বলার নিজস্ব এমন এক সহজ ভঙ্গি আছে যেটা তাঁর প্রতিভা বলেই তিনি এই কাজটি অনায়াসে করে চলেছেন।

গবেষকরা বাংলা চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের শিল্প নিয়ে পর্যাপ্ত পরিশ্রম করলেও নারায়ণ দেবনাথের গ্রন্থ চিত্রণ ও চিত্রকাহিনির এই দিকটা তাঁদের কাছে অধরাই থেকে গেছে। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে 'ফাইন আর্টস'-এ 'পেইনটিং' নিয়ে চর্চা করা নারায়ণ দেবনাথ যেভাবে একদিকে সিরিয়াস অলংকরণ, ক্যালিগ্রাফি ও অন্যদিকে মজার 'কমিক্স' তৈরি করে চলেছেন তা নিসন্দেহে এক গবেষণাযোগ্য বিষয়। নারায়ণবাবুর অলংকরণ ও কমিক্সের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ডকুমেনটেশন ও সেই সম্পর্কে গবেষণাধর্মী কাজের নবতম প্রয়াস এই সংকলন, ছোটোদের পাশাপাশি বড়োদের জন্যও। বড়োদের ক্ষেত্রে এই বই হাতে পাওয়া মানে, তাঁদের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকে ফিরে পাওয়া। এই নস্টালজিয়ার কোনো তুলনা নেই।

শান্তনু ঘোষ

মুখবন্ধ

জল রং ও ক্যালিগ্রাফিক রেখার দাপটে হাঁদা-ভোঁদা-বাঁটুলের মতো দামাল ছেলেদের 'ছবি লিখে' পরিচিত হয়েছেন এদেশের 'কমিক' ছবির অন্যতম পথিকৃৎ নারায়ণ দেবনাথ। মজার অভিব্যক্তি ও সংলাপ তাঁর 'ছবি লেখা'র পরিচিত বিষয়। রেখায় লেখায় সমান দক্ষতার সঙ্গে শিশুদের চিত্তজয়ী চিত্রকাহিনি এঁকে চলেছেন গত ৬০ বছরের অধিক যা পৃথিবীর ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করে। তাঁর প্যাশন আর ভালোবাসা তাঁকে দিয়ে ছবি লিখিয়ে নিচ্ছে। নারায়ণ দেবনাথের কমিক্সের চিত্র ও চরিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। পোশাক-আশাক, চালচলন এমনকী তাদের কথার ঢং—ও আমাদের বড়ো পরিচিত— বড়ো আপনার। ক্ষণিক পুলক সরালেই মনে হয়, এ কেমন করে সম্ভব? কী করে বুঝলেন, এভাবেই আঁকতে হবে কেল্টু বা ভজা-গজার মতো কমিক খল-চরিত্রদের? হাঁদা-ভোঁদা বা নন্টে-ফন্টের দুষ্টুমির সঙ্গী তো আমরাও। সেইসব জনপ্রিয় কাহিনির অভিনব চিত্রায়ণ, সংলাপ ও অভিব্যক্তির অবিশ্বাস্য রসায়ন। তার অসম্ভবের ছন্দে আজও তাল মেলায় বাঙালির শৈশব। এমনকী প্রাপ্তবয়স্ক-শিশুরাও! এ আকর্ষণ এড়াবে এমন সাধ্যি কার? যে রসায়ন ৬০-এর দশকের শিশুদের মজায় হাবুডুবু খাইয়েছে, সে কাহিনিচিত্রের পরিবেশনার ভাব-ভঙ্গি-গল্প উন্নত হয়েছে। কিন্তু আজ ২০১৩ সালে এসেও সেই আনন্দ উপকরণের ভাঁড়ারে টান পড়েনি একটুও। শুধুমাত্র হাঁদা-ভোঁদা বা বাঁটুলের জনক হয়েই তিনি অমরত্ব পেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের মন্ত্রই যে এগিয়ে চলা; নতুন, আরও নতুন, নতুনতর আনন্দের খোঁজে তাঁর এক জীবনেই অনেক জীবন বেঁচে থাকা। তাই সৃষ্টি করেছেন ডানপিটে খাঁদু, বাহাদুর বেড়াল, গোয়েন্দা কৌশিক, শুঁটকি-মুটকি, হীরের টায়রা, পটলচাঁদের মতো বিভিন্ন চরিত্রদের কমিক্স।

আর্ট কলেজে 'ফাইন আর্টস'-এর ছাত্র হলেও নিজস্ব প্রতিভার গুণে আয়ত্ত করেন কমিক্স শৈলী। বিভিন্ন শিশু পত্রিকায় তাঁর আঁকা কমিক্স প্রকাশিত হবার সময়ে তাঁর শিল্পখ্যাতি ছড়াতে শুরু করে। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স তৈরির আগে থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অলংকরণেও নিয়োজিত ছিলেন এবং শিশুমহলে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ ও অলংকরণ যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর অলংকৃত চিত্রগুলি বিশেষ অঙ্কন শৈলীর স্বাক্ষর বহন করে! হিউম্যান ফিগার ও রঙের শেডের উপর তাঁর দখল এক স্বকীয়ধারার সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্য শৈলীর রিয়েলিস্টিক ধারার সঙ্গে উজ্জ্বল রং ও আলো-আঁধারির রহস্যময়তার মিশেলে তৈরি করেছেন আন্তর্জাতিক গুণ সম্পন্ন ছবি। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর আঁকা বহু ছবিই আজ দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়াও আছে স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য অগ্রন্থিত কমিক্সও। সেই দুষ্প্রাপ্য কমিক্স ও অলংকরণ একত্রিত করার প্রচেষ্টায় নবতম প্রয়াস 'নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স-সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড। যার মাধ্যমে শিল্পীর ৮৮ বছরের বর্ণময় জীবনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর প্রতিভা, বিনম্র ব্যবহার এবং সারল্য মানুষকে মুগ্ধ করেছে। সেই গুণমুগ্ধরাই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহাসিক এই বইটির অসামান্য প্রচ্ছদ এঁকে কৃতজ্ঞ করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী উদয় দেব। মৌলিক অধ্যায় চিত্র সজ্জিত করেছেন তরুণ শিল্পী শ্রীসুমিত রায় এবং প্রতিকৃতি এঁকেছেন শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্তী। এই প্রয়াসটি আপনাদের ভালো লাগলেই আমাদের বই প্রকাশ সার্থকতা লাভ করবে।

প্রদীপ গরাই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীব্রাত্য বসু শ্রীউদয় দেব শ্রীসৌরভ পিঙ্কাই বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. দেবমাল্য গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীমতী ডালিয়া মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুমিত রায় শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীসৈকতশোভন পাল

শ্রীঅর্ক পৈতন্ডী শ্রীরুস্তম মুখার্জি শ্রীমহেশ চন্দ্র গুপ্ত শ্রীঅনমিত্র রায়

শ্রীমতী নমিতা দেবনাথ (মজুমদার) শ্রীস্বপন দেবনাথ শ্রীতাপস দেবনাথ

শ্রীতুষার মাজি শ্রীমতী ডালিয়া দাস শ্রীজয়ন্ত কর্মকার শ্রীস্যমন্তক চট্টোপাধ্যায় শ্রীবাপি বসাক

সূচিপত্র

অতীতের অ্যালবামে নারায়ণ দেবনাথ ও স্ত্রী তারা দেবনাথ
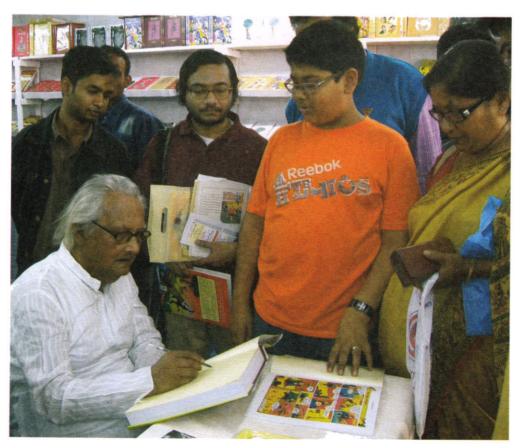
কলকাতা বইমেলা ২০১২ লালমাটি বুকস্টলে পাঠকদের সই বিরতণ করছেন নারায়ণ দেবনাথ

আলোক চিত্র : শান্তনু ঘোষ

শ্রীনারায়ণ দেবনাথ   জন্ম-১৯২৫

আলোকচিত্র সংগ্রহ - শান্তনু ঘোষ
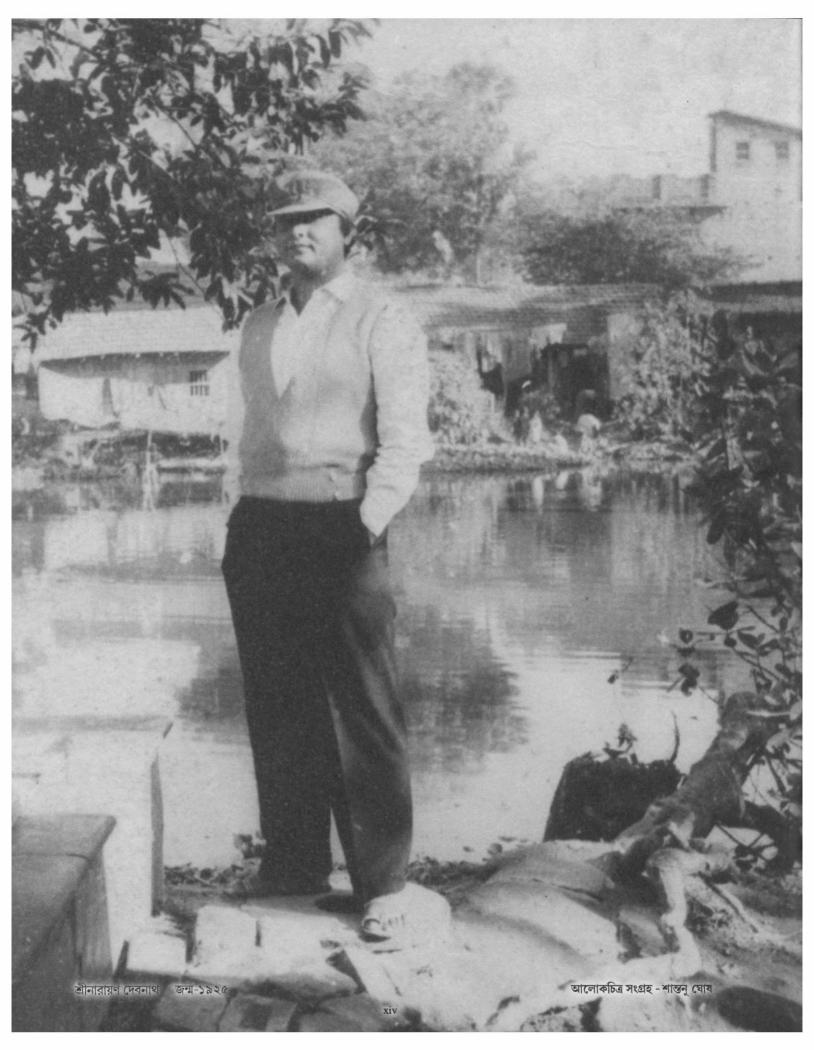
জনপ্রিয় মজার সিরিজ

গ্রাফিক্স শিল্পী- সুমিত রায়

বাহাদুর বেড়াল

অ্যাই!
মাছ ধরা নিষেধ
মরেচে! এযে স্বয়ং ঝিলের মালিক!

উরিব্বাস! খুব জোর বেঁচে গেছি!
তুই পালাতে পেরেছিস বাহাদুর কিন্তু আমি তোর মাছ ধরার সরঞ্জাম রেখে দিয়েছি।

হতচ্ছাড়া, পাজী! এখন নতুন আর একটা মাছ ধরার ছিপ কেনার জন্যে আমাকে কিছু রোজগার করতে হবে।

শহরে ফিরে
ভ্রমণ সাথী
সরকারী মৎস্যনিগম
সহকারী দরকার
চটপটে সহকারী চাই
ছুটির অবসর কাটাতে দেশ ভ্রমণ করুন
এবার কোন কাজটা আমি নেবো?

ভ্রমণ প্রতিষ্ঠান
পাহাড়
সমুদ্র
ঠিক আছে, বাহাদুর, কাজটা তুমিই পেলে।

পরে ঝিলের মালিক ভিতরে এলো-
সমুদ্র উপকূলের কোন মনোরম জায়গায় বেড়াতে যেতে চাই। দুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করুন।
ওহো!

হিঃ হিঃ! এবার তোমরা জানলে কেন আমি ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানে কাজ নিয়েছিলাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম কবে ঝিলের মালিক বেড়াতে যাবে!
মাছ ধরা নিষেধ

বাহাদুর বেড়াল

এই মরেছে! লাইব্রেরী বন্ধ আর এদিকে আমার বই ফেরত দেবার তারিখ পেরিয়ে গেছে।
লাইব্রেরী
অর্দ্ধদিবস বন্ধ
চিঠি

জানালাটা খোলা যেতে পারে। যদি ভিতরে ঢুকতে পারি তবে বইটা ফেরত দিয়ে দেবো।

বাঁচাও! আমার মাথা আটকে গেছে দমকলে খবর পাঠাও।

আমি যেভাবেই হোক বইটা ফেরত দেবো। আমি এই নলটা বেয়ে ছাদে উঠে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবো।

বাঁচাও! দমকলে খবর পাঠাও! আমি আবার আটকে গেছি!

তুমি এই চিঠি ফেলার বাক্স দিয়ে চেষ্টা করোনি কেন?

লাইব্রেরী

অর্দ্ধ দিবস
বন্ধ

ইঃ! আমার প্রেস্টিজ ফ্র্যাকচার হয়ে গেলো!

বাহাদুর বেড়াল

পার্কে আমি হুক হেডো ডাকাত বজ্রজিৎ সিং-এর একটা পাপেট শো করবো, তাতে যে টাকা উঠবে তাই দিয়ে একটা মাছ কিনবো।

হেঃ হেঃ! আমি জানি কি করে বাহাদুরের শো ভন্ডুল করতে হয়!
বাহাদুরের
পুতুল নাচ

যা বলটা গিয়ে নিয়ে আয়, খোঁচা!

পুতুল নাচ
ঘেউ, ঘেউ!

হাঃ-হাঃ!
অ্যাই! তুমি আমার শো পণ্ড করেছো!

দাঁড়াও! আমার এ কটা আইডিয়া এসেছে, আমার পাপেটই আমাকে একটা মাছ পেতে সাহায্য করবে!

হাঃ হাঃ! জল্লার পাহারাদার ভুলে গিয়েছে যে, আমার একটা পাপেটের হাতটা হুকের!
মাছ

বাহাদুর বেড়াল

হার্ডওয়্যার
আপনি আপনার বাথরুমে শাওয়ার ফিট করছেন না কেন?
দারুণ আইডিয়া! কিন্তু আগে আমাকে টাকা উপায় করতে হবে।

তাই-
ঘেঁটোকে তুমি ঘণ্টাখানেক হাঁটাও, বাহাদুর, ফিরলে পাওনা পাবে।

কিন্তু-
থাম বলছি, হতচ্ছাড়া কুকুর!

হেই!
ফ্যাসস!
অ্যাগস!

ইয়ো!

ওয়াফ!

ঘেঁটোর গায়ে কি নোংরা লাগিয়ে এনেছো, দেখো। আমি তোমাকে টাকা দেবোনা!
উফ!

বাহ! একমাত্র ঘরে তৈরি শাওয়ারই আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব!

বাহাদুর বেড়াল

এসো, এসো! পাঁচটাকায় গোলে শট মেরে পুরস্কার জিতে নাও!
খ্যাম! যার জায়গায় মেলা বসেছে তিনি ক্ষেপে যাবেন যদি–
দেখেন যে তারা ওঁর গাছের আপেল পাড়ছিস। বরং আমি ওঁর স্টলে গিয়ে প্রাইজ জেতার চেষ্টা করি!

জিততে হলে গোলকিকে ফেলতে হবে।

কি সর্বনেশে কাণ্ড!
মচাৎ!
দড়াম!

কেটে পড়ো, বাহাদুর! তুমি কিছুই পাবেনা, কারণ তুমি গোলকিকে ভ্যাঙে ফেলেছো!
কি ঝামেলা!

এখন আর ওঁর বলের দরকার নেই, বাচ্চুরা, তাই আমি এটা ধার নিয়ে ওঁকে এবার অন্য খেলা দেখাচ্ছি!

ঠিক আছে! তৈরি থাক!

টপাক
গদাম!
হিঃ হিঃ! কি দুর্দান্ত শট ছিলো, বাহাদুরদা!

বাহাদুর বেড়াল

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়োনো শরীর ফিট রাখার সঠিক রাস্তা!

ওভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়োলে শরীর ফিট হবে না, বাহাদুর! তার জন্যে দলাই মলাই দরকার।
আর আমরা তোকে সেটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই, ভক্কু! তুই কোথায়?
ভৌ!

তুই দারুণ ভালো কুকুর, ভুক্কো! তুই আমাকে দুটো পাজির হাত থেকে বাঁচাতে পারিস!
ভৌ! ভৌ!

থ্যাপাস!

ওটাকে পাকড়া ভুক্কো!
গরর!

তুই ওটাকে সামলা, ভুক্কো! আমি এটার নাকে হিট করে বুঝিয়ে দিই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়োলেও শরীর ফিট থাকে।
ইরক্!
ইঁয়াও!

বাহাদুর বেড়াল

আমার পুরোনো স্কেটটা খুব ভালো নয়, কিন্তু রেসের জন্যে আমি এটাতে ভালো করে তেল লাগাই।

এইসব উৎপাত না দূর হওয়া পর্যন্ত এই রেস শুরু করতে পারছি না।
হিঃ হিঃ! বাহাদুরকে রেস থেকে হঠাবার প্ল্যানটা ওখানে!

হাড্ডিটা জলদি ওর ল্যাজে বেঁধে দে তাহলে সব কুকুর ওর পেছনে ছুটবে!

উফ্! পাজি, হতচ্ছাড়ারা!
ঘেউ! ঘেউ!
গরর! ভৌ!

ইরক! একেবারে ঠিক সময়ে।

বাঁচা গেলো, সবগুলো বজ্জাতই ধরা পড়ছে।

বেওয়ারিশ কুকুর ধরতে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ! বাহাদুর! এই নাও তার পুরস্কার।
কি বরাত! একেবারে ছপ্পড় ফাড়কে!
১০০০ টাকা
ঐ টাকা দিয়ে আমি রেসের জন্যে একজোড়া হাই স্পিডের স্কেট কিনেছি!

বাহাদুর জিতেছে!

বাহাদুর বেড়াল

আশ্চর্য, এটার এখনো ভিজে রং?
ভিজে রং

হ্যাঁ, ভিজে রং। সরে যাও!
ওফ্‌স্‌!
ভিজে রং

হাঃ হাঃ!
উনি যদি পুলিশ না হতেন তাহলে ওঁর নাকে খামচে দিতাম!

এইরে! আমার নিজের বেড়াটারও রং করা দরকার!
বাহাদুর

ভালো করে লাগাতে হবে!

খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়েছে। এবার আমি একটা ভিজে রংয়ের নোটিশ তৈরি করে নিয়ে আসি!

মরেছে! এতো সেই একই পুলিশ বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।
ভিজে রং

দ্যাখো কি ঘটেছে!
ভিজে রং

নোটিশ টাঙাবার ভালো জায়গা এবার আমি পেয়ে গেছি!

আশ্চর্য, সবাই আমাকে দেখে হাসছে কেন?
ভিজে রং

বাহাদুর বেড়াল

সে কোথায়? যে আমাকে 'নাকু' বললো কোথায় সে?
এই যে, এখানে রে, নাকুয়া!

আমি তোকে দুরমুশ করে ছাড়বো, বাহাদুর!
হিঃ-হিঃ! আগে তো আমাকে ধর নাকুয়া!

ছপাৎ!
দ্যাখ নাকু! কি বলেছিলাম!

এজন্যেও তোকে ধরবো!

ইয়ো!
ঘটাস্!
হিঃ-হিঃ! একেবারে নাকে!

শুধু একটু অপেক্ষা কর!
আমি এই ক্লাব ঘরটায় ঢুকে পড়ি।

আঁকস!
আবার নাকে!

হিঃ-হিঃ! নাকুটা আবার আমাকে ধরার জন্যে আসবে। এবার ওর ওপর অন্য কৌশল খাটাতে হবে।

দড়াম!
ওফস!
ওয়াফ!

হিঃ-হিঃ! এখন একজোড়া নাকু!

বাহাদুর বেড়াল

আমি একশো টাকা বাজি ধরছি তুই আজ জলা থেকে একটা কিচ্ছু টেনে তুলতে পারবি না, বাহাদুর! আমি নিজে নজর রাখছি!
মাছধরা নিষেধ

আমি জলার মালিককে ঠকাবো। আমি একটা গোপন জায়গা জানি।

অ্যাই!
ওরে বাবা, মা! জলার মালিক আমাকে দেখে ফেলেছে!

পরে
হিঃ হিঃ! জলার মালিক কখনই এখানে আমার হদিশ পাবে না।

কিন্তু পাহারাদার পেলো
অ্যাই, পাজি, নচ্ছার!
মরেছে! জলার পাহারাদার—আর ও গাড়ি চালিয়ে সোজা আমার দিকেই আসছে!

ওপস! আমি পিছলে গেছি! আমি সময়মতো থামতে পারিনি!
নিষেধ

জলার মালিক এসে পৌঁছোলো—
ওখানে তুমি কি করছো, বুদ্ধু!
এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন! আমি আমার ব্রেকডাউন ট্রাকটা নিয়ে আসি।

মাছধরা নিষেধ
আপনি আমাকে একশো টাকা দেবেন, জলার মালিক, স্যার! আমি আজ আপনার জলা থেকে কিছু টেনে তুলে আনছি!
বাহাদুরের ব্রেকডাউন সার্ভিস
তুমি এর জন্যে দায়ী, পাহারাদার—তাই তোমাকেই ওকে টাকাটা দিতে হবে!
উলস! দ্যাখো এই দারুণ মাছটা আমি পাহারাদারের দেওয়া টাকায় কিনেছি।

বাহাদুর বেড়াল

আপনার কি একজন সহকারী দরকার, স্যার?
প্রবীণ ব্যক্তিদের কায়্যাক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
না! কেটে পড়ো!

এতে বেশ মজা হবে!
এবারে এটা হচ্ছে কায়্যাক নিয়ে পাক খাওয়া। দেখুন আমি কেমন করে কায়্যাকটা উল্টে জলের তলায় পাক খেয়ে তারপর সোজা হয়ে উঠে আসি।
কায়্যাক

প্রথমে আপনি দাদু। এখন আপনি একটা চেষ্টা করুন।

কিন্তু দাদু আতঙ্কিত হলো
গ্ল্যাবাউল

সকলেই একবার করে গেছে।

সুতরাং এখন এই সেই জায়গা যেখানে আমি কিছু টাকা করতে পারি।

আপনার দাঁত ফিরে পেতে একশো টাকা মহাশয়!
নকল দাঁত পুনরুদ্ধার
খপাৎ

বাহাদুর বেড়াল

উরি সাবাশ!
কি সুন্দর রসালো লাল টোমাটো!

কিছু হাতাতে পারলে দারুণ চাটনি খাওয়া যাবে! আগে ওই ছেলেটাকে ভাগাতে হবে।
এই যে, বাঁদরমুখো!
কি ব্যাপার!

আমি বাজি ধরতে পারি তুই তোর গোদা পা নিয়ে আমাকে ধরতে পারবি না।
বাহাদুর যা চাইছে তা আমি করবো না

রুরররর!

মরেচে!
ছোঁড়াটা গেলো কোথায়?

আমি ঠিক এখানে!
আমি ঝোপের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে এসেছি!
ওফ্!

হেঃ হেঃ! যা হোক তুমি তোমার টোমাটো পেয়ে গেছো বাহাদুর— একটা টোমাটোর মতো নাক!
রুহ্!

বাহাদুর বেড়াল
আমার বাড়িতে অনেক ইঁদুর বেড়েছে!
ইঁয়াও!
উঁয়াও!
ঝনাৎ!
একটা বর্ম পরে আমি ওদের ঠকাবো!
হাঃ হাঃ! এবার ওরা তীর ছুঁড়ে আর আমাকে উত্যক্ত করতে পারবেনা!
দু জনে এই খেল খেলতে পারে। আমরাও একটা বর্ম ব্যবহার করবো!
তুই চিজটা নির্ভয়ে তুলে নে, ঘেনো। ঐ ফাঁদ তোকে চোট দিতে পারবে না।
ওকেৎ! আশা করি তুই ঠিক বলছিস!
হিঃ হিঃ! এটা আমাকে মোটেই চোট লাগাতে পারেনি!
ঝনাৎ!
হোঃ হোঃ! ধরেছি, তোকে!
তুমি বুঝি তাই ভেবেছো, বাহাদুর!
হুরুক!
এটা ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে!
আমরা এবার বাহাদুরের ভাঁড়ার লুট করবো!

বাহাদুর বেড়াল

অ্যাই!
আমার ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরো হতচ্ছাড়ারা!

গরর!
এইযে! আমরা এই বলগুলি ওকে হতাশ করার জন্য ব্যবহার করবো।

ওগুলি ওদের নিয়ে যেতে দাও!

ইর্‌ক্!

উফ্!
দড়াম!

পরে-
আমি পিছনের ছোট ঘাসজমিতে বল পড়ার জায়গা তৈরি করি।

সেইমতো-
দ্যাখ্, ভাইসব! গলফ্ ম্যাচের জন্যে বাহাদুর বল গর্তে রাখার প্র্যাকটিশ করছে। চল এই তালে আমরা ওর ভাঁড়ার সাফ করে ফেলি!

হেঃহেঃ! আমি ম্যাচের জন্য গলফ্ প্র্যাক্‌টিশ করছিনা। আমি নেংটিগুলোকে বল থেরাপি লাগাচ্ছি!

বাহাদুর বেড়াল

স্বাগতম! বোটে উঠুন স্যার!
মাছধরার বোট ঘণ্টা ৫ টাকা

উরক! একটা বড়ো ফুটো!

আমার টাকা আমি ফেরত চাই!
ইয়াহু! আমি জল পছন্দ করিনা!

শুকনো থাকুন ছাতা কোং লিমিটেড
পরীক্ষক প্রয়োজন
মনে হচ্ছে এটা ভালো কাজ, আমি এখানে ভিজবো না।

এটা ধরে থাকো, আমি কলটা খুলি।

ওয়াহু! ফুটো ছাতা! আমি আবার ভিজে গেলাম!

সুন্দর-আয়েস বিছানা প্রস্তুতকারক
গদি পরীক্ষক প্রয়োজন সত্বর আবেদন করুন
সবচেয়ে ভালো কাজ! এখানে আমাকে ভিজতে হবেনা

আমারই ভুল! যে গদি ওরা বানাচ্ছে তা হচ্ছে জল গদি—আর একেবারে তার প্রথমটাই একটা ফুটোওয়ালা!
পরীক্ষা বিভাগ

বাহাদুর বেড়াল

বাহাদুরের ল্যাজ ধরে যখন টান মারবো তখন কি ঘটে দ্যাখো!

ইয়্যাক!
উল্‌্লুক!

বাঁচাও! এটা সেঁটে গেছে!
এরকমটা হবে ও সেটা ভাবেই নি।

বাড়িতে

ঠিক আছে! এবারে এটা ওকে দে।

হিঃ হিঃ হিঃ!
ওরে বাবা! আমাকে বোমা মারা হয়েছে!

পরদিন
বাৎসরিক
বেকারির বালক কর্মীদের রেস

বাহাদুর জিতেছে!
নোংরা কৌশল সত্ত্বেও আমার শিক্ষা সফল হয়েছে – আর আমাকে পুরস্কারের সঙ্গে ট্রে সমেত এই উপাদেয় জিনিসও দিয়েছে।
১ম

বাহাদুর বেড়াল

আজ খুব বড়ো ম্যাচ হবে! মোহনবেঙ্গল বনাম ইস্ট-বাগানের মধ্যে কাপ দখলের লড়াই!

বোঁটার
টয় রেল
বোঁটাদা! মনে হচ্ছে তুমি হতাশ!
হ্যাঁ! আমার কোন খদ্দের নেই। সব ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে।

খেলার মাঠে-
আহ! গরম পিঠে! ম্যাচ শুরুর আগে একটা নেবো।
গরম পিঠে

দুঃখিত, বাহাদুর! আমার ওভেন কাজ করছে না!

তুমি ঠিক হয়ে থাকো বোঁটাদা!
আমি পিঠে গরম করার হিটার নিয়ে ফিরে আসছি!

মোহনবেঙ্গল
দারুণ আইডিয়া বাহাদুর!
গরম পিঠে! এখান থেকে আপনার জন্যে গরম পিঠে নিয়ে যান!

বাহাদুর বেড়াল

বলে আমি দুর্দান্ত!

ঝনাৎ!
ওহ্! এবার বড্ড বেশী উঁচুতে উঠলো!
এইও, দেখে!

তুমি একেবারে মাটো ফুটবল খেলোয়াড় বাহাদুর!

আমরা তোমাকে ফুঁ-ফুটবলে হারাতে পারি বাহাদুর!
ঠিক আছে, আমি চা খাওয়ার পর!

ও মাছের পেস্ট লাগানো স্যাণ্ডউইচ দিয়ে চা খায়। আমরা এসেছি কড়া গঁদের আঠা লাগাতে।

চায়ের সময়-
তোমরা দেখতে পাবে বল দিয়ে আমি ওদের কেমন পিটোই!

হিঃ হিঃ! এবার আমরা তোমার ফুঁ-ফুটবল জেতা দেখবো, বাহাদুর!
এএ!
খেলা শুরু হলো-
ধ্যাৎ! আমি মুখই খুলতে পারছি না!
অপেক্ষা করো বাছাধনেরা, কি করতে হবে সেটা আমি জানি!
গোল!

ইয়ো!
আমরা ওকে যতোটা মাটো ভেবেছিলুম ও তা নয় দেখছি!

বাহাদুর বেড়াল

তোর ঐ খড় তোলার লম্বা কাঁটাটা দে তো, পুঁটকে — বাহাদুরকে একটা চমক লাগিয়ে দিই!

আমি এই কাঁটার খোঁচা দিয়ে ওকে চোঁ চাঁ দৌড় করাই!

খোঁচায় বাহাদুর উত্তপ্ত, এবার ওকে ঠাণ্ডা করা দরকার।

এই এক জাগ জল দিয়েই ঠাণ্ডা করার কাজ হয়ে যাবে, গুটকে!
হাঃ হাঃ!
এই হেনস্তার জন্যে তোদের আমি নাচিয়ে ছাড়বো।

বাহাদুর তামাশার জিনিস বিক্রয়ের দোকানে গেলো
এই গুটিগুলো চাপ পড়লেই ফাটবে, বাহাদুর। ভিতরে চুলকানি চূর্ণ আছে!
বাঃ! এতেই কাজ হবে।

কিছু পরেই দুজনের দেখা পেলো বাহাদুর
ঠিক লক্ষ্যে লেগেছে!
ওঃ!
আঃ!

ওদের এই তিড়িং নাচ যে এতো ভালো হবে সেটা আমি মোটেই আঁচ করতে পারি নি! হাঃহাঃ!

বাহাদুর বেড়াল

এই জলার মালিক বলেছে যে মস্ত ব্যাগ ভর্তি হাঁস শিকার করতে পারবে তাকে বিশেষ পুরস্কার দেবে।
বাহ্ ! আবার ফস্কালো! আমি কখনই এই পুরস্কার জিততে পারবো না!

হিঃ হিঃ! এই বেলুনটা আমাকে হাঁসগুলির কাছে নিয়ে যাবে:

দুম!
অ্যাই মরেচে!

গেছিরে!
দমাস!

এবার আমি এই পুরস্কারটা পাচ্ছি, শুধু আমি কি বানাচ্ছি সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করো।

এটা একটা ঝোলানো গ্লাইডার আর আমি আবার ওদের মধ্যে!

ঠকঠক!
ওরে, বাবা! একটা কাঠ ঠোকরা!

কি সাংঘাতিক!
ঝপাস!
হাঃ হাঃ! আমি ধপাসে করে একেবারে হাঁসের ঝাঁকের ওপর পড়েছি আর পুরস্কার জিতে নিয়েছি

বাহাদুর বেড়াল

একি! ফ্রিজ একদম খালি! খাবার কিচ্ছু নেই!
আমাকে একটা মাছ ধরতে হবে!

মাছ ধরা নিষেধ
আজ খুবই নজর রাখবে! বাহাদুর আজ যেন আবার মাছ ধরতে না পারে!
ঠিক আছে!
মরেছে! ভেড়ির মালিক আজ সকাল সকালই পাহারা বসাচ্ছে।

পরে-
অ্যাই! তুই এদ্দিকে আয়!
মাছ ধরিবে না
মরেছে!

ভাবিনি এতো জোর ধরার চেষ্টা চালাবে!

ও এখনো আমার পিছনে- আর আমি হাঁপিয়ে উঠেছি!

আমরা দুজনেই হাঁপিয়ে গেছি পাহারাদার দাদা! তাই আমি একটা চুক্তি করতে চাই।

সেই মতো-
দারুণ করেছো। এবার এটাকে তালা বন্ধ করে রাখো!

এবং পরে-
চাকুম-চুকুম
মচর-মচর
দারুণ!
ভিতরে ওখানে হচ্ছেটা কি?

সাবাশ বাহাদুর! দারুণ বুদ্ধির খেল দেখিয়েছো!
অ্যাই! এখুনি দরজা খোলো, জলদি!
ধড়াম!
ধড়াম!

বাহাদুর বেড়াল

ঝট করে ধরার খেলা খেলবে, বাহাদুর?
অবশ্যই খেলবো।

বেশ! তাহলে এই ব্যাগ থেকে ঝট করে কিছু তুলে নাও, বাহাদুর!

হাঃ হাঃ! ব্যাগের মধ্যে আমি একটা ইঁদুর ধরা কল রেখেছিলাম!
কড়াক!

বাহ্! পাজি জোকারটার ওপর আমাকে বদলা নিতে হবে।
চিড়িয়াখানা

পরে-
এই, ঘোঁটনা—আমি অন্য একটা ঝট্ ধরা খেলা খেলবো। তাতে কি একজন সঙ্গী আমি আনতে পারি?
নিশ্চয়! আমার পক্ষ থেকে স্বাগত!

হাঃ হাঃ! এই কুমিরটাই ঝট ধরার ব্যাপারে আমার চেয়েও ভালো ধরতে পারবে!
চিড়িয়াখানা
ইরক্!
খপাৎ!

বাহাদুর বেড়াল

আমি আমার গদিটাকে একটু রোদ্দুরে দিয়ে দিই।

বাহ্! কাকগুলো বাসা করার জন্যে গদি ছিঁড়ে তুলো নিয়ে যাচ্ছে।

?

বাহাদুরদা আরো একটা গদি পেয়েছে। বেশ সুন্দর নরম।
ভাবছি কাকগুলো গেছে কিনা?

না,তারা যায়নি-

ফটাস!
দুম!
দুম!
এবার তোমরা জানতে পেরেছো যে বেলুনগুলি কোথায় গিয়েছিলো।

হাঃ হাঃ! এবার আমি একটা আরামদায়ক পালকের গদি পাব!

বাঁটুল দি গ্রেট

বাঁটুল দি গ্রেট

আমাদের মাথার সোজা পাহাড়ের ওপর যেন পাথর নড়ার শব্দ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কারও কুমতলব আছে।

এই পাথরগুলো ঠেলে বাঁটলোর ঘাড়ে ফেলি আয়।

বাঁটুলদা! ওরা পাথর ফেলছে!

ফুঃ!
একিরে গুলে! কি হল বলতো?

ওরা বোধহয় পালিয়েছে, কি বলিস লম্বকর্ণ!
হ্যাঁ! ছুটে পালাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

কিছুক্ষণ পরে
বাঁটুলদা! আমি যেন পাহাড়ের ওপর জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

ঠিক বলেছিস! ওখান দিয়ে একটা ঝর্ণা নামছে বটে!
ওখানে নয়। আমাদের ওপর দিয়ে।

আঃ! ঝর্ণার জলে বেশ আরাম লাগছে।
ওরে বাবা! জলের সঙ্গে যে পাথরের চাঁই আসছে!

এত পাথর পড়ছে? নিশ্চয়ই ওপরে কেউ আছে!
ওফ্‌!

নিশ্চয়ই ওপর থেকে কেউ বাঁদরামি করছে!

ঐ যে রে গুলে!
এ্যাঃ! এটা কি? ভুষো কালির বস্তা?

ছুঁচোগুলো গেল কোথায়?
বাঁটলোটা আমাদের দেখতে পায়নি!

হঠাৎ শিলাবৃষ্টি! আরে, ঐযে ওরা ওখানে!
চড়বড়! চড়বড়!
উহুঁ!
গেছিরে!

এতবড় শিল এলো কোত্থেকে? ও বুঝেছি, তখন ফুঁ দিয়ে যে পাথরগুলো উড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেগুলো মেঘের ওপরে উঠে আবার বরফ জমে নেমে এসেছে।

বাঁটুল দি গ্রেট

কিরে লম্বকর্ণ! আমার পেছনে লাগবার কেউ নেইতো এখানে?
না বাঁটুলদা! আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমার গায়ে কিছু ছুঁড়ে মারবার জন্যে দুজনে পরামর্শ করছে!

শ্-শ্! আমি বেড়ার ওপাশে ওদের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! আমি যখনই বলব তখনই মাথা নিচু করবে।

নিচু হও!
ফুঃ!
বাঁটুলদা নিচু না হয়ে ওদের দিকে ফুঁ দিয়েছে!

স্-স্!
হেঃ-হেঃ! বাঁটুলদা ওদের ছোঁড়া পচা টমাটো ওদের মুখেই ফিরিয়ে দিয়েছে!

বেশ করেছ বাঁটুলদা! হিঃ-হিঃ!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার গায়ে পচা জিনিস ছোঁড়বার মজা দ্যাখ!

আমাদের পচা টমাটো ছোঁড়বার কথা বাঁটলোটা আগে থাকতেই বুঝলো কি করে বলতো?
কি জানি!

বাড়িতে
আমি শুনতে পাচ্ছি—ওরা দরজার কাছে এগিয়ে এসে দরজার চাবির গর্ত দিয়ে কিছু ফুঁ দিয়ে ঢোকাবার জন্যে দম নিচ্ছে!
ওদের আগেই আমি ফুঁ দেবো!

তুমি ওদের আগেই ফুঁ মেরে দিয়েছো বাঁটুলদা!
হু স-স!

ওরা নস্যি দিতে এসেছিলো বাঁটুলদা! ওদের নস্যি ওদেরই নাকে ঢুকেছে!
হ্যাঁচ্চো!

বাঁটুলের স্যাগরেদটা বোধ হয় আমাদের ওপর নজর রাখছে— আর সব বলে দিচ্ছে। চ' আমরা এখান থেকে সরে পড়ি!

ঘরের মধ্যে
কোথায় যেন কি হচ্ছে— ও রান্নাঘরে একটা নেংটি ইঁদুর কি যেন খাচ্ছে!
ঠিক কোনখানে বল—আমি এক্ষুণি থামিয়ে দিচ্ছি!

মাঝের তাকটার ওপর!
ঠিক আছে— দ্যাখ আমার এই ফুঁ-নল দিয়ে কেমন পেরেক ছুঁড়ছি!

তুমি একটুর জন্যে ফসকেছ বাঁটুলদা! আমি একটা চিৎকার আর ছুটে পালানোর শব্দ শুনেছি। কিন্তু দাঁড়াও! আমি এখন একটা নতুন শব্দ শুনছি!

তুমি একটাকে লাগিয়েছ বাঁটুলদা! তোমার পেরেক রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে পাশের ঘরটায় গিয়ে পৌঁচেছে!
কি চমৎকার কান রে তোর লম্বু! আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিনা!

ওদের কান্না আর কথা, কাছাকাছি কোথাও থেকে এই ঘরের মধ্যে আসছে!
বোধ হয় জানলায় আটকানো এই নলটা দিয়ে আসছে!

ও এটা বাগানে জল দেবার নল, পাশের ঘর পর্যন্ত গেছে! কিন্তু ওখানে কি হচ্ছে?
ফোঁ-ফোঁ!
গ্যাস

নলটা কাঁদানে গ্যাসের সিলিণ্ডারের সঙ্গে লাগিয়েছিল— আমাদের ঘরে পাঠাবার জন্যে! কিন্তু তোমার পেরেক গায়ে বিঁধতেই পড়ে গিয়ে ভেঙেছে!

উঁ-হুঁ-হুঁ! আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা আমাদের এত ফন্দি বার বার কি করে পণ্ড করে দিলো!

বাঁটুল দি গ্রেট

এ জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, কোন লোকজনের হৈ-চৈ নেই নারে লম্বকর্ণ ?
না বাঁটুলদা! মনে হচ্ছে কাছাকাছি কেউ আছে।

তোমার মুখে পচা ডিম ছুঁড়েছিল সেদিন — সেই ছেলেটা বোধ হয়। ঐখানটায় আছে।
ও, সেই গুটলে হতভাগাটা !

কিন্তু এবার তুই ভুল শুনেছিস। ওই মরা গাছটার আশে-পাশে বা পেছনে কেউ লুকিয়ে নেই !
না, না, পেছনে নয়, ঐ মরা গাছটার ভেতরে বোধহয় লুকিয়ে আছে।

ভেতরে কি করছে কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছিস?
ভীমরুলের বোঁ-বোঁ আওয়াজের জন্যে কিছু শুনতে পাচ্ছি না বাঁটুলদা!

ঠিক বলেছিস। একটা ভীমরুলের চাক আছে বটে দ্যাখ কি করি।

বোঁ-ও-ও

উঃ !
আঃ !

হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কেমন জব্দ !
ইয়ো !
বোঁ-ও-ও

ইস্!

বাঁটুলদা টের পেল কি করে, যে আমি এর মধ্যে আছি!

বাড়ি এসে
জলের পাইপ সারানোর জন্যে বাড়ির সামনে এই গর্ত খুঁড়েছে! আমি এর ওপর কাগজ চাপা দিয়ে ঘাস পাতা দিয়ে ঢেকে দি। বাঁটুলদা এর ওপর পা দিলেই ব্যাস!

কিছু পরে
পাজি, বুদ্ধু, প্যাঁচামুখো বাঁটুল! তোকে মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো!
আমাকে গাল দিচ্ছেরে লম্বু! ব্যাটাকে দু'ঘা দিয়ে আসি!
দাঁড়াও বাঁটুলদা! মনে হচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁপা! কারণ ঐ চড়াইটা ওখানে বসতেই ধপ করে শব্দ হলো!

হতভাগা আমাকে গর্তে ফেলবার জন্যে ঐ ঘরটা থেকে চেঁচাচ্ছে!
না, না ও ওঘরে নেই। ও ওপরে তোমার বিছানায় বসে নল দিয়ে ওঘরে কথা পাঠাচ্ছে!

তাই নাকি! তাহলে এই দ্যাখ কি করি!

বাঁচাও!
দমাস্!

বাঁটুলটা আবার আমার মতলব পণ্ড করে দিলো! কিন্তু অবাক হচ্ছি এসব ও আগে থাকতেই জানছে কি করে!
দ্যাখ লম্বকর্ণ! নিজের ফাঁদে নিজেই কেমন পড়েছে!

বাঁটুল দি গ্রেট

আরে! একটা কালো খরগোস্ আমার ক্ষেতের বাঁধাকপিগুলো খাচ্ছে!

এ্যাঃ! আলোর তারটার জন্য লক্ষভ্রষ্ট হয়ে বাঁধাকপিতে লাগল।

মাঝখান থেকে জুতোর ঘায়ে কপি শুদ্ধু খরগোসটাকেই পাঁচিলের পার করে দিলুম।

পরদিন
ঐযে,ব্যাটা আবার এসেছে!

আঃ! এবারে খাটটার জন্যে লক্ষভ্রষ্ট হয়ে আমড়া গাছটা ভেঙে গেলো

আর হতচ্ছাড়া খরগোসের পালাবার সুবিধা হয়ে গেল!

তার পরের দিন
এবারে ব্যাটা আমার মুরগীর খাবার খাচ্ছে!

ইস! মুরগী শুদ্ধু মুরগীর ঘরটাই চুরমার হয়ে গেল! জল পড়বার টিনের চালাটাতে জুতোটা আটকে গিয়ে সব মাটি করল!

আর নচ্ছার খরগোসটার পাঁচিল ডিঙোবার ব্যবস্থা হয়ে গেল!

পরের পরদিন
এইরে! এবার আমার রজনীগন্ধা গাছগুলোকে খাচ্ছে।

যাঃ! জানালাটা এবার সব মাটি করল! ওটা যে বন্ধ মনেই ছিলনা।

ইঃ! জুতোর ঘায়ে রজনীগন্ধার সব ঝাড়গুলিই বরবাদ হয়ে গেল!

এভাবে হবেনা, তার চেয়ে ব্যাটাকে তাড়া করি— এই যাঃ! লাফিয়ে পড়াতে মাটি চার ফুট গর্ত হয়ে জলের নলের ওপর পা পড়ল!

নাঃ! মেজাজটা বড় খিঁচরে গেল— যাক ওপাড়ায় নাকি ম্যাজিকে দেখানো হচ্ছে! দেখে আসি।

জাদু প্রদর্শনীতে
জাদুকর টুপি থেকে কিছু বার করছে। নিশ্চয়ই খরগোস নয়—

-হ্যাঁ খরগোস? আর সেইটা!

এবারে ঠিক লাগিয়েছি!

আঃ! মেজাজটা এতক্ষণে ঠিক হলো!

বাঁটুল দি গ্রেট

তোকে নিয়ে দেশে ভ্রমনে যাবোনা, তুই গেলেই যত গণ্ডগোল!
বয়েই গেল! আমি একাই যাবো।

দরকারি জিনিসের এই সামান্য পোঁটলা নিয়ে খোলা-মেলা জায়গায় ভ্রমন, কি আনন্দের!

আহা, কি সুন্দর স্থান! পাহাড় থেকে নদী নেমে আসছে! কি দৃশ্য! এখানেই তাঁবু খাটাই।

কিছু পরে
যাক, আমার লোহার পাতের তাঁবুটা খাটিয়েছি, এবার নদী থেকে জল নিয়ে আসি।

এখানটা বাঁধ দিয়ে একটা সাঁতারের জায়গা তৈরি করি!

বাঃ! জলে এবার আস্তে আস্তে বাড়ছে!

অন্যদিকে
দ্যাখ পটকা! বাঁটলো না আসাতে কেমন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটছে!

আশ্চর্য! পা টা যেন ভিজে ভিজে লাগছে!

এঃ! পায়ের পাতা ডুবে গেছে! নিশ্চয়ই বন্যা শুরু হয়েছে!

অবাক কাণ্ড! বন্যাতো এখানে কোনদিন হয়নি!
আর এখানে থাকছি না! নিশ্চয়ই কাছাকাছি বাঁটুল আছে, চ' গুলে আমরা অন্য জায়গায় যাই।

পরদিন সকালে
ওঃ! কানায় কানায় জলে উঠেছে। এইবার চমৎকার সাঁতার কাটা যাবে।

দেখি জলের নিচে কতদুর সাঁতরাতে পারি।

এ্যাঃ! কিসে যেন ধাক্কা লাগল!

অবাক কাণ্ড! জল যেন বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে!

নদীর অন্যদিকে
অহো, এ জায়গাটি বেশ! আর বাঁটুলের ভয়ও নেই। এখানেই থাকি।

ওরে বাবা! এখানেও বান যেরে গুলে!

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এত জল আসছে কোত্থেকে!
ধেৎ! বেড়ানোর নিকুচি করেছে! আজই বাড়ি চলে যাব।

বাড়ি এসে
সব্বনাশ হয়েছেরে গুলে! দরজার চাবি যে বাঁটুলের কাছে।

তিনদিন পরে
হতচ্ছাড়া! তোর কোন কারসাজিতেই আমরা বন্যায় ভেসে যাচ্ছিলুম, আর এখন বাড়ির বাইরে বসে আছি।

আমি ওদের কাছেই নেই, তবু বলে কিনা আমার কারসাজিতেই ওরা জলে ডুবছিলেন! আমি কি এমন করেছি, বলতো ভাই তোমরা?

বাঁটুল দি গ্রেট

কি খাসা আপেলারে লম্বু! কিন্তু একটুর জন্যে নাগাল পাচ্ছিনা!
বাঁটুলদা! বেড়ায় বেশী চাপ দিও না!

এই সেরেছে! বাঁটুলদা তুমি বেড়া ধ্বসিয়ে দিয়েছ!

হাঃ-হাঃ; বাঁটুলদা তুমি এমন জোরে পরেছ যে, ঝাঁকুনি খেয়ে সব আপেল গাছ থেকে পড়ে গেছে!
দমাস!

বাঁটুলদা! আমি মাইল খানেক দূরে দুটো ছেলে ফিস ফিস করে কথা বলছে শুনতে পাচ্ছি। ওরা বোধহয় যার গাছ তাকে বলতে যাচ্ছে।
বটে!

ওই দিকে ওদের কথা শুনেছিস? ঠিক আছে এই দ্যাখ ওদের যাওয়া বন্ধ করছি!

বাগানের মালিককে ডেকে এনে বাঁটুলটাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেবো!

ঠকাস!
ইঃ!
ঠকাং!
উফ্!

উঃ! মাথাতেও একটা করে আপেল গজিয়ে উঠেছে রে!
এ নিশ্চয়ই বাঁটলোর কাণ্ড!

তোমার ছোঁড়া আপেল ঠিক গিয়ে লেগেছে বাঁটুলদা! আমি ওদের গ্যাঙরানি শুনতে পেয়েছি!
হাঃ-হাঃ!

দ্যাখ লম্বু! কি চমৎকার ডাঁসা পেয়ারা! একটা খেতেই হবে।

ইস্! একটুর জন্যে নাগাল পাচ্ছি না! কুছপরোয়া নেই— ল্যাসো দিয়ে পাড়বো।

বাঁটুলদা! ওরা আবার এটাও টের পেয়েছে! ওরা বোধ এবার পুলিশ ডাকতে যাচ্ছে!

ছোঁড়া দুটোর ওপর রাগের জন্যে হ্যাঁচকাটা জোর হয়ে গেলরে। গাছটা উপড়ে এলো!

লুফে নিয়েছি!
যাঃ! তুমি ঝট করে গাছটা লুফে নেওয়ায়, ঝাঁকুনি লেগে সব পেয়ারা ছিটকে বেরিয়ে গেল!

সিপাইজী- সিপাইজী!

কৌন রে — ইক্!

হাঃ-হাঃ! আয় লম্বকর্ণ, এবারে নিশ্চিন্ত মনে পেয়ারা খাওয়া যাক।

বাঁটুল দি গ্রেট

গোঁ-ও-ও-ও! ঘর্-র-র-র!
পোঁ-প্যাপ! পোঁ-প্যাপ

পোঁ-প্যাঁপ! পোঁ-প্যাঁপ! গোঁ-ও-ও! ঘর-র-র!
ওঃ! একটু যে নিশ্চিন্তে ঘুমুবো সে উপায় নেই! খালি নানারকম হট্টগোল! কানে তুলো গুঁজে রাখতে হবে দেখছি!

কিন্তু হট্টগোলের চেয়ে বেশি গোলমেলে, পাড়ার দুই মূর্তিমান!
এই পুরোনো কামানটা দিয়ে বাঁটলোটাকে কেমন জব্দ করবো দ্যাখ!

দ্যাখ! বাঁটলো বেরিয়েছে! ওকে নিশানা কর!
ঠিক লাগিয়ে দেবো দেখিস!

কিন্তু হঠাৎ
পোঁও-ও-ও-প্যাঁপ!

ওঃ! বাঁশির খোঁচা খেয়ে সরে যাওয়াতে গোলার গুঁতো থেকে রেহাই পেলাম!
গুড়ুম!

ফস্কে গেলি!
এবারে বাঁশিওলা নেই! এবারে আর ফস্কাবো না!

ঐ যে আসছে! নে গোলাটা চটপট ভরে দে!

কালা নাকি! আমি আসছি শুনতে পাচ্ছোনা!
পিপ্! পিপ্!
ধমাস!

ইয়াঁও!
আরে! এবারেও ধাক্কার জন্যে বেঁচে গেলাম!
গুড়ুম!

কারা যে আমাকে লক্ষ্যভেদ করতে চাইছে বুঝতে পারছি না! সেই চ্যাংড়া দুটোও তো মনে হচ্ছে ধারে কাছে নেই!

যাকগে! লোহার গোলা গুলোকে বেড়ার ওধারে ফেলেদি!

উঃ!
অ্যাঁও!

আরে! কামানের গোলা দুটো এবার ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে দেখছি!

বাঁটুল দি গ্রেট

ভাবছি বাঁটলোর ঘাড় ভেঙে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না!
সমুদ্র সৈকতে
প্রমোদ ভ্রমনে আসুন

বাঁটুলদা! আমাদের সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে?
এ্যাঃ! সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে! লাগাবো তিন গাঁট্টা!

বলে কিনা গাঁট্টা মারবে! কি করা যায় বলতো?
দাঁড়া! ওর নাম করে আমরা চাঁদা আদায় করবো তারপর সেই পয়সায় ভ্রমন!

একটু পরে
বাঁটুলদার দুঃস্থ সাহায্য ভাণ্ডারে কিছু চাঁদা দিন!
কেন দেবো?

এই জন্যে দেবেন! নিন চটপট ঝাড়ুন দেখি একখানা দশটাকার নোট!
নি-নিশ্চয়! এ-এইযে নাও!
কি দয়ালু আপনি!

খানিক পরে
এইযে ভোম্বলবাবু! দুঃস্থ সাহায্যের একটা দশ টাকার লটারির টিকিট কিনুন!
আমার দরকার নেই!
ঠিক আছে, ফিরিয়ে দিন!

একিরে বাবা! এযে তোলা যাচ্ছে না!
হিঃ-হিঃ-হিঃ! আমাদের টিকিট একবার নিলে আর ফেরৎ দেওয়া যায়না! আচ্ছা, টাকাটা আমরাই নিয়ে নিচ্ছি!

আরে- আরে!
আ- আ- আলগ্!
আমাদের টিকিট কেউ ফেরৎ দিতে পারেনি, কি বলিস?

আগল্!
চটচটে লটারি টিকিট! এ সব কি জিপাইজ্জী?
এ তো ডাকাতি হায়!
ই তো ঠিক বাৎ!

একটা ঘরে ওরা টাকা পয়সা গুণছে
আমাদের কালেক্‌সন্‌ বেশ ভালই হয়েছে! বেশ কিছুদিন বেড়ানো যাবে!

মরেচে! বাঁটলো আসছে যে রে! ওর নাম করে চাঁদা তুলেছি! ধরতে পারলে একেবারে পুঁতে ফেলবে!

দে পাথরটা বাঁটলোর ওপর গড়িয়ে! তারপর ও বেড়াতে যাবে হাসপাতালে আর আমরা সমুদ্রের ধারে!

ফুকাস!

হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাঁটুল এতক্ষণে কুপোকাৎ!

অ্যাঁক!
উফ্‌!

যাক, আমার নাম করে যখন চাঁদা তুলেছিস তখন আমিই সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসি—আর তোরা হাসপাতালে গিয়ে রেস্ট নে!
যা ব্বাবা! এযে উল্টো বুঝলি রাম হয়ে গেল!

বাঁটুল দি গ্রেট

ঢিল মেরে থানার সার্শির কাঁচ ভেঙেছিস — কিন্তু এই লটারির টিকিটটা কিনলে সেজন্যে কিছু না ও বলতে পারি!

আমরা আর কাউকে এই টিকিটটা গছিয়ে আমাদের টাকাটা তুলে নেব!
কিন্তু কাকে?

কি করতে হবে মনে আছে তো তোমার?
হ্যাঁ! বাঁটুলকে এই টিকিটটা দিয়ে ওর কাছ থেকে একটা টাকা এনে তোমাদের দেবো!

বাঁটুল! তোমার টাকার ব্যাগটা আমার বড় দরকার, বুঝেছ?

হতচ্ছাড়া! বাঁটুলের মানিব্যাগ আর টিকিট শুদ্ধু নিয়ে পালাচ্ছে — ধর ব্যাটাকে!

মরেছে! এখানে আবার কি হচ্ছে!
গদাম্!
দমাক্!
ধাঁই!

ওঃ, তোরা দারুন ওস্তাদ! আমার খোয়া যাওয়া টাকা আবার ফিরিয়ে এনেছিস!

তোদের লটারির টিকিটটা পড়ে গেছে! আমার কাছে এটা বেচে দেনা!
নি-নিশ্চয়— এক টাকা!

আচ্ছা, টিকিটটা যে বাঁটলোকে দিয়ে দিলুম, ওটাতে যদি ফার্স্ট প্রাইজ উঠে থাকে ?
কাল খবরের কাগজেই জানা যাবে।

পরদিন সকালে
আরে ব্বাস ! বাঁটলোকে বেচে দেওয়া আমাদের সেই টিকিটটাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে !
যে করেই হোক ওটা আমাদের ফেরত নিতেই হবে।

ঐ যে বাঁটলো ! মর্ণিংওয়াক করতে বেরিয়ে বেঞ্চিতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে ! এই তালে লটারির টিকিটটা ওর কাছ থেকে সটাশট্ করে দি!
ফুর্‌র্‌র্ ফোঁৎ !

জেগে উঠে বাঁটলো দেখবে প্রাইজ পাওয়া টিকিট বেপাত্তা — হিঃ-হিঃ-হিঃ !

শিগগীর চ' ! ফার্স্ট প্রাইজে নিশ্চয় দারুন জিনিস !

ঐ যে মস্তানেরা প্রাইজ নিতে আসছেন, ওদের জন্যে একটা স্পেশাল পুরস্কার ঠিক করে রেখেছি !

এই যে এসেছো ! এই নাও তোমাদের পুরস্কার !
বেশ ভারী প্রাইজ মনে হচ্ছে !

ভাগ্যিস আমার কাছ থেকে টিকিটটা গ্যাঁড়া দিয়েছিলি তাই ওজনদার প্রথম পুরস্কার তোরাই পেয়ে গেলি !
গদ্দাম্ !
দমাক্ !

বাঁটুল দি গ্রেট

মস্তানগুলোকে সব পাড়া ছাড়া করবো !
হিক্ !

ওদিকে দুই মস্তান
ঠক্ ! ঠকাস্ !
ঠক্ ! ঠকাস্ !

এবারে আমরা যে কল বানিয়েছি তাতে বাঁটলো বাছাধনের আর কোন জারিজুরি খাটবে না ! ওকে এবার দেশ ছাড়া করবো !
তারপর আমরা যা ইচ্ছে করে বেড়াবো !

বাঃ-বাঃ ! আমার কোন ভক্ত উপহার পাঠিয়েছে ! খুলে দেখি ভেতরে কি আছে !
বাঁটুলকে উপহার

শিগগির বাক্সটা খোল ! আমি ওর মধ্যে লুকোবো, পুলিশ তাড়া করেছে !
মরেছে ! গুপে গুণ্ডা !
বাঁটুলকে উপহার

এ্যাঁ-এ্যাঁক্ !
বাঁটুলকে উপহার

খাসা কাজ করেছ বাঁটুল, গুপেটাকে বাক্স বন্দী করে ! ব্যাটা আমাকে বড্ড হয়রান করে মেরেছে !
ওটা আমার জন্যেই পাঠানো হয়েছিল !
হুউউস্ !
বাঁটুলকে উপহার

গুপেটাকে ধরার পুরস্কার তুমিই পাবে বাঁটুল!
শিগগির আমাকে বেরোতে দাও!
ফের দেখে নেবো!
বাঁটুলকে উপহার

স্থানীয় জেলখানায়
বেশ নিখুঁত করে কাটবি! বেরোবার সময় যেন জামা-টামা না ছেঁড়ে!

বেরিয়েছি! বেরিয়েছি!

ইতিমধ্যে
এটাকে সাবাড় করে ওর গাড়িটা নিয়ে কেটে পড়ব—ইক!
জেল পালানো কয়েদী!
দুম!
দুম!
পিং

দাদারে! ভাইরে! যেখান থেকে বেরিয়েছি ভালয় ভালয় সেখানেই ফিরে যাইরে!

এদিকে দুই মস্তান
ঐ যে বাঁটলো গাড়ি চড়ে এদিকেই আসছে! এবার এই স্পেশাল খানা ঝাড়লেই গাড়ি শুদ্ধ বেপাত্তা হয়ে যাবে!

দুড়ুম!

?
!

এখানকার আবহাওয়া এখন আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক! তাই আমরা কিছুদিন হাওয়া বদল করে আসি!
প্রথমে গুপে, তারপর দুজন জেল পালানো আসামী আর শেষে এই দুটো বিচ্ছু! তুমি আজ ত্রি-মুকুট লাভ করেছ বাঁটুল!

বাঁটুল দি গ্রেট

আসছে আসছে! সার্কাসের শোভাযাত্রা আসছে রে!
শিগগির আমাদের জায়গায় চ'!
কুইক্!

হাতি কখনো ভোলে না! মনে হয় এও ভুলবে না!
হোঃ! হোঃ!

ঠিকই ভোলেনি

হিঃ, হিঃ! হাতি ঠিক লেগিয়েছে — ইক্!
ঠ্যাং!
ঠ্যাং!
হোঃ হোঃ!
উফ্!

এই ব্যাপারের জন্যে আমি সত্যি খুব দুঃখিত বাঁটুল! হাতিটা কিন্তু কখনো এমন করেনা! যাক, এই নাও একখানা সার্কাস দেখার জন্যে বিনামূল্যে টিকিট!
আরে না না! ও আমি কিছু টেরই পাইনি!

বাঃ! মাঝখান থেকে আমরা বাঁটলোকে সার্কাসের একটা ফ্রি টিকিট পাইয়ে দিলুম!
কুছ পরোয়া নেহি! আমরা ওকে নতুন প্যাঁচে ফেলে ওর কাছ থেকে টিকিটটা ছিনতাই করবো!

সার্কাসে
এই যে আমার টিকিট!
কোথায় যেতে হবে, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি!

এই গেট দিয়ে সোজা গিয়ে একেবারে শেষ মাথায়!

মরেছে! এযে সিংহের ডেরা!
গররররর!

তোদের গজরানো বের করছি! এই ডাণ্ডা পেটা করেই তোদের ঠাণ্ডা করবো!
সপাং!
সপাং!

আরে ব্বাস! বাঁটুল সিংহগুলোকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছে!

সাতদিন ধরে চেষ্টা করেও আমি সিংহগুলোকে পোষ মানাতে পারিনি, আর তুমি দু'মিনিটেই ওদের ঠাণ্ডা করে দিলে। আমার হয়ে কিছু কাজ করে দেবে?
নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি যদি আমার হয়ে একটা কাজ করেন!

পরে
দুটি বিশেষ মনোজ্ঞ আকর্ষণ
এরা বলেছে — আজকের খেলা নাকি টেরিফিক্‌!

হাঃ হাঃ! এর নাম হচ্ছে মস্তান পোষ মানানো খেলা!
ফটাস্‌!
হোঃ হোঃ!

পৌষ ১৩৭৬

বাঁটুল দি গ্রেট

কাল বাঁটলো আমাকে যা বেধড়ক ঠেঙিয়েছে মাইরি কি বলবো! আজ তার বদলা নিতেই হবে!
ঠিক দোস্ত! আমাদের নতুন ক্রেপশাস্ত্র বাঁটলোর আসবার পথে পেতে রেখেছি!

ঐ যে আসছে হতচ্ছাড়াটা! এই ক্রেপশাস্ত্রে যা ওজনের একখানা ছাড়ছি তাতেই ও কুপোকাৎ হয়ে যাবে!
রেডি! ফায়ার!

হুস্-স্-স্-স্!
আরে, কি সুন্দর একটা বেড়াল বাচ্ছা!

গদাম্!
স্-স্-স্!

সাবাশ!
তোরা ঐ খুনে গুণ্ডাটাকে ঘায়েল করেছিস!

কি হলো বলতো মাইরি! চাইলাম বাঁটলোটাকে ঘায়েল করতে, আর হয়ে গেল কিনা ঐ হতচ্ছাড়া গুণ্ডা! কুছ্‌পরোয়া নেই, আমরা আবার এ্যাটাক্ করবো!

ঐ যে বাঁটলো এবারে ব্যাঙ্ক বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। এবারে নির্ঘাত লাগিয়ে দেবো!
ব্যাঙ্ক

এই যাঃ!
আপনার টাকার একটা বাণ্ডিল পড়ে গেল!

হুইস্-স্-স্!
ধ্মাস্!

সাবাশ! সাবাশ!
এবার যেটাকে কাত করেছিস সেটা ব্যাঙ্ক লুটেরা!

ঐ যে বাঁটলো এবারে সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছে! এবার আর নিস্তার নেই!

কি ব্যাপার আবার ডাকাতি। চাদ্দিকে হরদম খালি লুঠ তরাজ হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে তো।
দুম! দুম!

মরেছে! চাকা পাংচার হয়ে গেল যে!
ফুস্-স্!
ফটাস্!

আমার নাকের ওপর দিয়ে ডাক লুট করে পালাবে?

হুস্-স্!
ধাঁই!

আরে ব্বাস! আজ তোরা তিন তিনটে ডাকাত ঘায়েল করেছিস!
অথচ আমরা বাঁটলোটাকেই বারবার টার্গেট করেছি!

কিছু পরে
ঐ দুটো ছোঁড়া, যত নষ্টের গোড়া!

হাঃ-হাঃ! মনে হচ্ছে ক্ষুদে ডাকাতরাও এবারে ঘায়েল হবে।
বাঁচাও! হেল্প!

বাঁটুল দি গ্রেট

এভাবে কাঁহাতক আর চুপচাপ থাকা যায়! একটা কিছু কর মাইরি!
কি করা যায় তাই ভাবছি!

ঠিক হয়েছে! আমরা সরস্বতী পুজো করবো
দি আইডিয়া! আর সেই সঙ্গে নিজেদের পুজো— হিঃ-হিঃ!

ভালো করে চাঁদা নিতে হবে। মোটা চাঁদা আদায় করবার কল নিয়েছিস তো?
হিঃ-হিঃ! সে কথা আর বলতে!

এক বাড়িতে
দাদা, আমাদের ডিগবাজী সমিতির পুজোর চাঁদা।
চাঁদা চাঁদা করে সব জ্বালিয়ে মারলে। এই নাও পঁচিশ পয়সা।

কিন্তু আমরা যে আপনার নামে পঁচিশ টাকা ধরেছি দাদু!
কী! একি মগের মুলুক? আমি তোদের— হেঃ-হেঃ পঁ-পঁচিশ টাকাই দেবো!

আপনার পঞ্চাশ!
বটে! পঞ্চাশ! যা ইচ্ছে তাই— আ-আহ্ আরে হ্যাঁ পন্-চাশই তো দেবো, এই নাও।

কয়েক ঘন্টা পর
কি রকম হচ্ছে বলতো?
দারুণ! এবার বাঁটলো!

কি চাই?
বাঁটুল দাদা, চাই গো চাঁদা। বেশী নয় শ'দুই!

দুশো? ওরে আমার চাঁদু রে! দু'পয়সাও তোদের দেবোনা। ভালো চাস তো কেটে পড়!
ঠিক আছে। আমরাও দেখে নেবো।

পরদিন
ঐ ষাঁটলো আসছে। তুই ছ' ইঞ্চি নিয়ে আর আমি এই ডাণ্ডা দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করবো!

মটাং!

দাদারে, ভাইরে! শিগগির চ কেটে পড়ি!

তাইতো বলি, এখানে মাথায় কে টোকা মারছে! এবার যাবি কোথায়?

ঢাই!
হেল্প!
গেছিগো!

শ দুয়েক ঠোকার পর
আর চাই চাঁদা?
ছেড়ে দাও গো দাদা! এই নাক মলছি কান মলছি, চাইবো না আর চাঁদা!

বাঁটুল দি গ্রেট

রকেট, বোমা, পটকা আর বাজী এখনো আসেনি। বিকেলে আসবে ডাক গাড়িতে!

ঐসব বোমা পটকা ঐ মস্তান দুটোর হাতে পড়লে আমার জীবন অতীষ্ঠ করে তুলবে! সুতরাং আমাকে দেখতে হচ্ছে!

সেদিন বিকেলে
আঃ! ঐ যে ডাকের গাড়ি আসছে!

টাকার বাক্সটা চটপট আমার হাতে তুলে দাও দিকি চাঁদ!
টাকা
বাজী

হিঃ-হিঃ! ডাকাত ব্যাটা একটা দারুণ চমক খাবে!

কিন্তু একটু পরে আরো একজন
বড্ড দেরি করে ফেলেছি! টাকার বাক্সটা আর একজন নিয়ে গেল। এখন শুধু বাজীর বাক্সটা আছে!
ঐটাই আমার চাই!

যাক, আমি বাজীর বাক্সটাই পেয়ে গেছি!

অয় বাপ! এযে টাকা! বোম, পটকা গেল কোথায়?

থানায় পৌঁছে
ব্যাপার হচ্ছে, আমরা রাস্তায় ডাকাত গুণ্ডাদের বোকা বানাবার জন্যে বাজীর বাক্সর মধ্যে টাকা আর টাকার বাক্সতে বাজী ভরে আনছিলাম! কিন্তু একজন ডাকাত বাজীর বাক্স চাওয়ায় সে বাজীর বদলে টাকাটাই নিয়ে গেছে!
হুম্-ম্!

মাপ করবেন, এটাই কি সেই হারানো টাকার বাক্স?
সাবাশ! টাকার বাক্সটা তুমি উদ্ধার করেছ? সত্যি বাঁটুল, তোমার তুলনা নেই! সরকার থেকে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে!

বুঝতে পারা গেল যে, বাঁটলোই হচ্ছে দ্বিতীয় ডাকাত! তাহলে প্রথম বাক্সটা বোধ হয় বোঁচাই নিয়েছে! ওর আস্তানা চিনি, চ' সেখানে গিয়ে ওর কাছ থেকে বাজীগুলো নিয়ে আসি!

বোঁচাইয়ের আস্তানায়
এই ছোট্ট ডিনামাইট দিয়ে বাক্সর তালা ভেঙে ফেলা যাক!

শ-শ-শ্! এই হচ্ছে বোঁচাইয়ের লুকোবার আস্তানা!

ফস্‌স!
দুম্!
ঠকাং!
ঠকাং!
ফট্!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! বোঁচাই নিজেই এখন রকেট হয়ে উড়ে চলেছে!

আবার দারুণ কাজ করেছ বাঁটুল! তুমি ফেরারী দাগী আসামী বোঁচাই গুণ্ডাকে ধরেছ! এর জন্যেও সরকার থেকে পুরস্কার পাবে তুমি!

সরকারি পুরস্কারের বদলে সরকারকে এই দুটোকে ফাউ দেবো!

বাঁটুল দি গ্রেট

আজ বিকেলে পাশের গাঁয়ে আমার নেমন্তন্ন। যাক, বিকেলটা তাহলে ভালই কাটবে।

ঐ একই পিয়ন হেঁপো গুণ্ডাকেও একটা চিঠি দিলো
ডিয়ার হেঁপোদা! বাঁটুলের ছদ্মবেশে একজন লোক বেশ মালকড়ি নিয়ে আজ বিকেলে ঘোড়ার গাড়ি করে যাবে। অতএব দাঁও মারবার এই আপনার মওকা।

হেঁপো গুণ্ডাটা যদিবা বাঁটুলটাকে ফসকায়, গাড়িতে রাখা আমাদের টাইম বোমাটা কিন্তু ফসকাবে না!
হিঃ-হিঃ-হিঃ!

বাপস্! কি এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে রে বাবা!

মরেচে! ঝাঁকুনির চোটে জানলা গলে আউট হয়ে গেলুম যে!

এবারে বাকি রাস্তা পায়দলেই মারতে হবে।

একি! গাড়িটা যে ডাকসড়ের খপ্পরে পড়েছে!
কই, এখানে তো বাঁটুল ফাঁটুল কাউকে দেখছিনা! নিশ্চয়ই কেউ আমাকে ধোঁকা দিয়েছে।

এই যে বাঁটুল! তুমিও ছিটকে বাইরে পড়ে গেলে, আর তার কিছু পরেই একটা ডাকাত তোমাকে খুঁজছিলো।

দেখো, গাড়ি চালানো কাকে বলে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবো!

হঠাৎ
মড়াৎ!

এ্যাই মরেচে!

গেলুম!
দুম!
গাড়ি ফট হয়ে গেল—মানে গাড়িতে বোমা রাখা ছিল। ব্যাপারটা যেন চেনা চেনা লাগছে!

দুই মস্তানও একটা চিঠি পেলো
হতচ্ছাড়ারা! তোদের চিঠির ধাপ্পা আমি ধরে ফেলেছি। তাই শহরে গিয়ে নিলাম থেকে বেশ সস্তায় পাঁচশো খুব সুন্দর বেতের ছড়ি কিনেছি—এবং সেগুলো কেমন টেকসই তা তোদের পিঠের ওপর পরখ করার জন্যে নিয়ে আসছি।
ওরে দাদা!

পাঁচশো ছড়ি আর আমাদের একসঙ্গে থাকার পক্ষে এই স্থান বড়ই ক্ষুদ্র, তাই ছড়িদেরই এখানে থাকিবার অগ্রাধিকার দিয়া আমরা কাটিয়া পড়িতেছি। বাই-বাই!
হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বাঁটুল দি গ্রেট

ঐ আমাদের টার্গেট বাঁটুলোটা আসছে।

আরে, আরে!
হুস্ সস্!

বিচ্ছু দুটোর ওপরে এসে পড়েছি!

আমার নৌকো ডুবিয়েছিস। শিগগির আমার নৌকো এনে দে।
বাঃ!

বাঁটুলদা, এই নাও। মনের আনন্দে নৌকো বাও।
চমৎকার!

হিঃ হিঃ!
এ্যাই মরেচে!
হুউস্সস!

এদিকে:
সেদিন আমাকে কোঁৎকা লাগিয়েছিল, আজ মজা দেখাচ্ছি।

আঁাই!

খুব বাঁচিয়েছ বাঁটুল! আমি তোমার বোট জোগাড় করে দিচ্ছি।
ধন্যবাদ! এবার তাহলে ঐ মিলের পুকুরে।

কিছু পরে মিলের পুকুরে
যাক, এখানে কেউ ঝামেলা করবে না।

স্লুইস গেটটা খুলে দি। বাঁটলো তাহলে খুব জোর চমক খাবে।

খেয়েচে!

চুবুনির হাত থেকে বাঁচা গেল।

ঠিক সময়ে তোমাকে তুলেছি বাঁটুল! তোমার আর কিছু কাজ থাকলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি
হাঁ! সব নষ্টামির মূল ঐ উঠতি মস্তান দুটোকে ধরতে হবে।

সামান্য কিছু পরে
এই নাও বাঁটুল! দুটোকে এক সঙ্গেই ধরেছি।
বেশ হয়েছে! এবার ওদের আমি চমক লাগাবো।

মিলের পুকুর এখন খালি। তাই আমার মিসিং লাঠির বাক্সটা দেখতে পাচ্ছি।
ইঃ! ভুলেই গিয়েছিলাম যে, লাঠির বাক্সটা এই পুকুরে ফেলেছি

আর একটা দেখি। এটাতে ফাট ধরেছে।
কোন চিন্তা নেই। এখনো অজস্র রয়েছে।
বাবারে!
গেছিরে!

বাঁটুল দি গ্রেট

এসেছিস, একটা আলোচনার জন্যে তোকে ডেকেছি।

এবার শোন। বাঁটলোটাকে ঢিট করার একটা নতুন রাস্তা খুঁজে বার করেছি। বাঁটলো খুব গ্রহ রাশি মেনে চলে জানিস তো। এবার তাহলে----

একটু পরে
মনে হচ্ছে টবটাতে যে ফুলটা ফুটেছে তার চারটে পাতা। সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে এটা আমি নেবো!

নাঃ! এটা দেখছি তিন পাতার ফুল। এ সৌভাগ্যের প্রতীক নয়!

গেল বছর জেলে পাঠাবার বদলা এবার আমি বাঁটুলের ওপরে নেবো। এই টবটা ওর তালুতে ভাঙবো!

ইডিয়েট! তুই ভুল ফুল এ টব বোমাতে রেখেছিলি। ঠিক মতো গুণে দেখিসনি যে কটা পাতা আছে!

ইস্! খুব জোর ঝামেলা এড়িয়েছি! কিন্তু আশ্চর্য কি করে কি ফাটলো বুঝছি না!

মইয়ের তলা দিয়ে যাওয়া ঠিক নয়! বাইরে দিয়েই ঘুরে যাই!

মানিব্যাগটা চটপট পকেট বদল করো দেখি চাঁদবদন!

মইয়ের তলা দিয়েই সরে পড়ি!
উঁহু চাঁদ! যাওয়া অতো সোজা নয়!

দমাস!

ধুর! আবার ভুল লোক ঘায়েল!
মইয়ের তলা দিয়ে যাওয়ার ফল দেখছি বেশ ভালোই

একেবারে ঘোড়ার নাল! সত্যিই বরাত ভালো!
হিঃ হিঃ! ঐ ঘোড়ার নালটা আগুন থেকে তুলে এনে রেখেছি!

বাঁটুল নিচু হতেই

আবার লাফিয়ে উঠতেই

তাজ্জব! এখানে আবার তীর এলো কোত্থেকে?
সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। বাঁটলোটাকে কিছুতেই কায়দা করা গেল না!

বাঁটুল দি গ্রেট

আমার জন্যে একটা হাতঘড়ি কিনবো রে লম্বু! কোত্থেকে কিনি বলতো?
বেশতো চলো. আমার জানা ভালো দোকান আছে।

বাঁটুলদাকে বেশ ভালো একটা হাতঘড়ি দিন দেখি দাদা!
হ্যাঁ হ্যাঁ! নিশ্চয়ই! বেশ ভালো ঘড়িয়া আছে তাই দিচ্ছি।

খুব ভালো ঘড়ি দিলুম। পাঁচ বছরের গ্যারান্টি। এর মধ্যে ঘড়ির কিছু হবে না।

ভালো ঘড়ির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ!

দুঃখিত! এটা ইচ্ছাকৃত নয়। খুশীর চাপড়ের প্রেসারটা কিঞ্চিৎ বেশী হওয়াতে এটা হয়েছে।

একি! ঘড়ি যে ভেঙে গেছে! আর বললেন যে পাঁচ বছরে কিছু হবে না!

ঠিক আছে, আর একটা ঘড়ি দিচ্ছি। এটারও পাঁচ বছরের গ্যারান্টি। কিন্তু দয়া করে এবার আর আমাকে ধন্যবাদ দিতে যেওনা!

এঃ! ঘড়িটার সময়টা ঠিক করে দিতে ভুলে গেছে। ফিরে গিয়ে সময়টা ঠিক করে নিয়ে আসি।

দোকানদার নেই দেখছি। কাউন্টারে হাত ঠুকে আমাদের উপস্থিতিটা জানিয়ে দি। এই যাঃ! আবার ঘড়িটা ফেটে গেল!

ওহ্! না, আর না!
তার মানে? বলছেন পাঁচ বছরের গ্যারান্টি, আর এদিকে পাঁচ মিনিটেই ফট! পাল্টে নতুন ঘড়ি দিন।

ঠিক আছে, আর একটা দিচ্ছি। এরও পাঁচ বছরের গ্যারান্টি। কিন্তু এবারে ঘড়ি পরে হাতটা গলার সঙ্গে কাপড় দিয়ে ঝুলিয়ে রাখো।
বেশ তাই রাখবো।

হোঃ হোঃ! দ্যাখ, কে যেন বাঁটুলদাকে ধরে বাঁ হাত মুচড়ে দিয়ে অকেজো করে দিয়েছে।

কী! আমার হাত মুচড়ে অকেজো করে দিয়েছে? তবে এই দ্যাখ, অকেজো না কেজো!
বাঁটুলদা থামো। তোমার ঘড়ি!

ওরে বাবা! এক ঘন্টায় তিনটে ঘড়ি খতম! আমার দোকান উঠে যাবে। একটা ছোট ঘড়ি আছে সেটাই এবার দিচ্ছি।

এবারে আর কোনমতেই বাঁ হাত নাড়বো না রে লম্বু! খুব সতর্ক থাকবো।

ঘড়িটা মন্দ নয়, তবে আমার পক্ষে একটু ছোট হয়ে গেছে। আরে! হতচ্ছাড়া মশা বসেছে আমার হাতে! বসাচ্ছি!

আমাকে কামড়াবার মজাটা বোঝ! আরে যাঃ! সঙ্গে ঘড়িটাও যে গেল!
পটাস্!

পাঁচ বছরের গ্যারান্টির ঘড়ি পাঁচ মিনিটও টিকছে না! এটাও পাল্টে নতুন একটা—যাঃ, দোকানই উঠে গেছে! বাজে জিনিস রাখলে কি আর দোকান টেঁকে!
ঘরভাড়া
দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া হইবে

বাঁটুল দি গ্রেট

প্রফেসার গাব্বুর শো দেখার একটা ফ্রি টিকিট পেয়েছি!
হিঃহিঃ! বাঁটলো জানেনা যে, আমরাই গাব্বুকে বলে ওকে ফ্রি টিকিট পাঠিয়েছি!
আজ
বিখ্যাত সম্মোহনবিদ প্রফেসার গাব্বু তাঁর খেলা দেখাবেন

আরে! বাঁটুলদা এসেছো! চলো তোমাকে বসার জায়গা দেখিয়ে দি। আমরা এখানে দর্শকদের বসার জায়গা দেখোবার কাজ করছি।
বেশ, চল।

এই দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে চলে যাও বাঁটুলদা!

একটু এগোলেই তোমার জায়গা পেয়ে যাবে।
আলোটা নেবালি কেন? চোখে যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!

ঝপ্! পাস!

দু মিনিট পরে
কিছু মনে করো না বাঁটুলদা! তুমি বোধ হচ্ছে ভুল দিকে গিয়েছিলে। এসো আমার সঙ্গে!
খবদ্দার, এবারে আলো নেবাবি না!

এখানটা বড্ড অন্ধকার যে রে!
এই যে তোমার সীট বাঁটুলদা!

আঃ! এই থামটার জন্যে স্টেজের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!

বাঃ! এবারে ঠিক হয়েছে!
দ্যাখ, বাঁটলো ছাদ ধ্বসিয়ে দিচ্ছে! যা হোক কিছু একটা কর!

হাঃ হাঃ হাঃ ! বেশ মজার শো তো ! এই যাঃ ! এতো জোরে হেসেছি যে, চেয়ারটা দুমড়ে চেপ্টে গেল !
বাঁটুলদা ! চলো তোমাকে ভালো বসার জায়গায় নিয়ে যাই !

কলার খোসাটা সিঁড়ির ওপর ফেলে ওদিক দিয়ে সরে পড়ি !

কাজ হয়েছে !

ঝপপাস !

বাঁটুলদা ওটা এ্যাকসিডেন্টলি হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না। ওদিকে প্রফেসার গাব্বু স্টেজে তোমাকে শীগগীর ডাকছেন।

এদিকে এসো। এবারে এই যে হারটা এদিক ওদিক দুলছে, এটার দিকে চেয়ে থাকো। তুমি আমার ক্রীতদাস।

তুমি আমা-র ক্রী-ক্রী !
ঠিক আছে, তোমার হয়ে আমিই এটা ধরে আছি।

এবারে যাও, ঐ শয়তান বিচ্ছুদুটোকে কোতল করো !
আচ্ছা প্রভু !

বাহ্‌ ! আমরা বাঁটলোটাকে তাড়াবার জন্যে সম্মোহনবিদ গাব্বুকে ওর ওপর লেলিয়ে দিলাম, আর ওই উল্টে ওকে সম্মোহিত করে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিলে !

বাঁটুল দি গ্রেট

আরে, শয়তান দুটো গেল কোথায়? ওদের বলে গেলুম ইতিহাস মুখস্থ করতে! দেখি খুঁজে!

এটা আবার কি! ভ্রাম্যমান সিনেমা! নতুন ধরনের মনে হচ্ছে! শয়তানেরা নির্ঘাত ভেতরে ঢুকেছে। এই লাঠি ওদের পিঠে ভাঙবো!

হোঃ হোঃ! ভ্রাম্যমান ঠিকই, তবে এটা মোটেই সিনেমা নয়!

বেশ জোরসে ধাক্কা লাগা। নিচেই নদী, গড়গড়িয়ে একেবারে ঝপাৎ হয়ে যাবে!
ভ্রাম্যমান সিনেমা

এর গড়ানোকে থামাই কি করে!

ভ্রাম্যমান সিনেমা
ধমাস!

ওহো! আমি ভেবেছিলাম গড়িয়ে নদীর ধারে এসে পড়েছি!

বেচারা বাইসনের নিরাপত্তার জন্যেই আমাকে ছুটতে হচ্ছে!
অবোধটা জানেনা আমার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হলে ওর কি অবস্থা হবে!

দুম!

যাক, বেচারাকে আপনি ঠিক সময়েই থামিয়েছেন! আপনার বন্দুকটা বেশ সুন্দর দেখতে তো!
আমি ওটাকে মারতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু ফস্কে গেল!

আমার বন্দুকটা পছন্দ? নাও দেখো!
ধন্যবাদ!

আমি বন্দুকের শব্দ শুনেছি! কে বাইসন শিকার করছে?
এ-এ-এই যে, ও করছে!
!

বিনা অনুমতিতে বাইসন শিকার বে-আইনী!
আরে আমি বন্দুক ছুঁড়িনি! নাঃ, ওকে বোঝাতে পারবো না। বেগে গিয়ে হাত ফাত চালিয়ে দেওয়ার চেয়ে সরে পড়ি!
নদী এই দিকে

আল্লুস্! বাঁটলো যে রে! সোজা নদীর দিকেই নামছে!

বরাত ভালো জলে নামতে হলো না! গাছের গুঁড়ি পেয়েছি!

আহ! এসব হচ্ছে কি? বিনা অনুমতিতে আবার মৎস শিকার!
মরেচে! এ যে সরকারি পাহারাদার। ধরতে পারলেই আটক তারপরেই ফাটক! শীগগীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়!

ঝপাস!

এই যে, দুজনেই এখানে। ভালোই হয়েছে! এবার বল দেখি চেঙ্গীস খাঁর ঠাকুদ্দার বাবার নাম কি? যত তাড়াতাড়ি বলতে পারবি তত তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠতে পারবি।
বাহ্!

বাঁটুল দি গ্রেট

যা বলেছি সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো রে ভ্যাবলা ?
হিঁ দাদারা ঠিক মনে আছে।

বাঁটুলদা, বাঁটুলদা! চোরে তোমার কলম নিয়ে পালাচ্ছে!
মনে হচ্ছে এই পরিকল্পনায় কাজ হবে।

এই যে তোমার গাড়ি বাঁটুলদা। এতে করে চট করে ওকে ধরতে পারবে।

ওকে বলেছি ডিনামাইটটা বাঁটলোর গাড়িতে রেখে দিতে আর গাড়োলটা এখানে বসে নাক ডাকাচ্ছে!

দেখি যদি এখনও আমি এটা ছুঁড়ে বাঁটলোর গাড়িতে ফেলতে পারি।

ইঁয়াও!
আরে! এ আবার কি ব্যাপার!
দুড়ুম!

খুব ভালো করেছিস। তোদের জন্যেই শয়তানটাকে চট করে ধরতে পেরেছি।
যাচ্চলে! ডিনামাইটটা বাঁটলোটাকে ওভারটেক করে শেষে পার্টনারের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো।

বাঁটলোকে টাইট দিতে তোকে আর একটা কাজের ভার দেবো। খবরদার, এবার আর ঘুমিয়ে পড়বি না।

ঐ রোলারটাকে উঁচু টিলাটার ওপরে তুলবি। কিন্তু তার আগে এই ব্যবস্থা তোর ঘুম ছাড়াতে সাহায্য করবে।

আ-আ-হাঁই! আবার
আমার ঘুম পাচ্ছে।
আ আ-হাঁই!

রোলারটা ড্যাবলার হাত ছেড়ে গেল
কররর!

বাঁটলো যখন সৌভাগ্যের প্রতীক এই ঘোড়ার নালটা তোলবার জন্যে নীচু হবে, ড্যাবলা তখন ওর কাজ ঠিকমতোই করবে!
চেয়ে দ্যাখ, আগেই করে রসে আছে।

গুড়ুড়ুড়ুম!
এ্যাঁয়াও!
ইয়ুঁফ্!

হিঃ হিঃ! বাছাধনেরা উঠে যখন আমার লাগানো এই নোটিসটা পড়বে, তখন বেশ মজা হবে।
আমাদের একবার যে ঠেঙিয়েছিলো, সেই বোঁচার ঘরে ড্যাবাটা রয়েছে!
বোঁচার ঘরে ড্যাবলা

ভ্যাবাকে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।
বোঁচার আড্ডা-ঘর

আমার আস্তানার খবর তোদের কে দিলে র‍্যা ক্ষুদে শয়তানেরা?
ওরে বাবারে! এ তো বোঁচা নয়রে! এ যে খুনে জগা! শীগগীর চ' বাঁটুলদার কাছেই সারেণ্ডার করি!

বাহ্!
হোঃ হোঃ! পুরো গ্যাংই হাজির! মৃদু লাঠি চালনা করে এক্ষুণি তোদের সঙ্গীর ঘুম তাড়াতে যাচ্ছিলাম। যাক, তোরাও এবার এর ভাগ পাবি।
গররর!
ফরররর ফোঁৎ

বাঁটুল দি গ্রেট

ছোঁড়া দুটো বল
নিয়ে মেতে আছে।
এই জন্যে আজকের
কাগজটা পড়ে নি!

হতচ্ছাড়ারা বলে লাথি মেরে
যেখানে সেখানে পাঠাচ্ছে।
সোজা মারতে পারে না!

বাঁটুলদা! আমাদের
বলটা ছুঁড়ে ফেরত
দাও!
এই যে নে!
তোরা জানলা দিয়ে
বল গলিয়ে আমার
খবরের কাগজ
ছিঁড়েছিস! তাই
জানলার সামনে
থেকে কেটে পড়!

এই ছুড়লাম—
লুফে নে!
মরেছে! আমি
বেড়ার গায়ে লাগিয়ে
দিয়েছি!

পরে
আমারও এবার ফুটবল খেলার
একটা বেগ আসছে। পাথরের
এই বলটাকেই কাজে লাগাই।

ফাঁকা জায়গায়
কসরৎ করি!

এখানে খেললে
কারো কোন ক্ষতির
আশঙ্কা নেই!

ওপর থেকে নামা বলকে এবারে সোজা সামনে কিক্ করি!
আরিব্বাস!
বলের গুঁতোয় সব গাছ কচাং হয়ে গেলো!

চমৎকার! আমি এই বনে মনের আনন্দে বল খেলে এবং আরো গাছ ফেলে জঙ্গল সাফ করে ফেলি!

আহ্হা! এবারের পদচালনা একটু বেশী জোরে হয়ে গেলো!

সংঘর্ষের শব্দ যেন! নিশ্চয় বলটা কোন কিছুতে লাগিয়েছি!
ঝনাৎ!

পাড়ায় ফিরে
প্রায় সব শার্সিই ভেঙেছে!
কেউ আমাকে দেখে ফেলবার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়ি!

মরেছে! পুলিশ আমার জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করছে! ঠিক আছে, আমি ধরা-ই দেবো!
তুমি এসব কি বলছো হে বাঁটুল?

শোনো বাঁটুল! পাড়ার প্রায় সব শার্সিই ছেলেরা ঐ দুটো উঠতি মস্তানের সঙ্গে রাস্তায় বল খেলে ভেঙেছে। তাই ওদের সব বল বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলুম। আবার ওরা পাড়ার একমাত্র বলের দোকানে ছুটেছিলো আরো কিনতে— কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম বাঁটুল, কারন—

তুমি শুধু একটাই জানলা ভেঙেছো, সেই বলের দোকানের জানলা। আর সেই সঙ্গে দোকানের সব বলও তুমি ফাটিয়েছো!

বাঁটুল দি গ্রেট

মাছ ধরার পক্ষে আজকের দিনটা খুব চমৎকার বাঁটুলদা! আজ ইস্কুলে যাবো কি না ভাবছি!
হুঁ! আজ স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার মতলব

ছিপগুলোকে আলমারির ওপর লুকিয়ে রাখি!

চটপট তৈরি হয়ে নে! আর এই নে মুখে লাগাবার নতুন একটা সুগন্ধী ক্রীম!
আচ্ছা বাঁটুলদা!

কিছুক্ষণের মধ্যেই
বাঁটুল! ওই বিচ্ছু দুটো আজ স্কুলে যায় নি!
কী!

ছিপগুলোও নেই, আর জানলাটাও খোলা দেখছি!

আহা! এখানে আমি ওদের গন্ধ পাচ্ছি! মনে হয় আমি ওদের ঠিক খুঁজে বের করতে পারবো!
শুঁস! শুঁস!

হ্যাঁ! এখানেও ওদের ক্রীমের গন্ধ পাচ্ছি! ওরা এই বাগান দিয়ে বেরিয়ে গেছে

গন্ধটা ক্রমশঃ বেশ জোরদার হয়ে উঠছে!
দ্যাখ, বাঁটলো ব্লাডহাউণ্ডের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের ধরতে আসছে মাইরি!

স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরা? ছিপ এখানে ফেলে চল— তোদের স্কুলে রেখে আসি!

স্কুলে
ভুলে যাস না — বাঁটলো যে নতুন ক্রীমটা আমাদের মাখবার জন্যে দিয়েছে, তার গন্ধটা একটু বিশেষ ধরণের আর বেশ উগ্র! এই জন্যেই ও আমাদের ঠিক খুঁজে বের করেছে!
চ' টিফিনের সময় পালিয়ে আবার আমরা মাছ ধরতে যাবো! এবারে কায়দা করে ঐ গন্ধ দিয়েই বাঁটলোকে ফাঁকি দিতে হবে!

ঐ বিটকেল দুটো টিফিনের সময় আবার ভেগেছে বাঁটুল!
আবার!

গন্ধটা এখানে বেশ কড়া! এই ঢালুাই রাস্তা ধরেই ওরা নদীর দিকে নেমেছে বলে মনে হচ্ছে!

মরেচে!
কেউ সারা রাস্তাময় তেল ঢেলে রেখেছে!

থামতে পারছি না! হড়কে সোজা নদীতে গিয়ে পড়তে যাচ্ছি!

শোন! জলে ঝপাস শব্দ শুনেছিস? রাস্তায় তেল ঢেলে রেখে আমি বাঁটলোকে জলে ফেলে আজকের মতো আমাদের খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছি!
ঝপাস!

ওরে বাবা! একি ব্যাপার হচ্ছে!
আমাদের কি মাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

আচ্ছা বাঁটুলদা! ডাঙায় না হয় তুমি আমাদের গন্ধের জন্যে ধরেছো, কিন্তু জলের ভেতরে থেকে তুমি আমাদের হদিশ করলে কি করে?
খুব সহজে! আমি জলের তলায় দুটো বঁড়শি বাঁধা সুতো খুঁজে বেড়ালুম! তারপর নজরে পড়তেই সুতো ধরে সামান্য হ্যাঁচকা!
স্কুল এই দিকে

বাঁটুল দি গ্রেট

আড্ডাখানায়
এই শুনেছিস, বাঁটলো না কি একটা কারখানার ক্যাশঘরের পাহারাদার হয়েছে।
তাই না কি! কোন কারখানার ক্যাশ পাহারাদার রে?

আরে! ঐ তো বাঁটলো যাচ্ছে। নিশ্চয় পাহারার কাজে।
ভালোই হলো! চল চটপট ওর পিছু নিয়ে আস্তানাটা দেখি— তারপর কারখানার টাকা সিন্দুক ফাঁকা করে আমাদের পকেটে নিয়ে আসতে বেশীক্ষণ লাগবে না।

হদ্দিশ মিলে গ্যাছে, এবার ক্যাশ হাতিয়ে নিতে যা দেরী। তুই চটপট যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আয়।

এই রুটিটুকু দিয়ে ফ্লাস্কের চা টুকু খেয়ে নি— কিন্তু রুটিকাটা ছুরিটা কোথায় গেলো রে বাবা!

চুলোয় যাক ছুরি আমি হাত দিয়ে রুটি কেটে নি।

মরেচে! ঠোকাটা অসাবধানে একটু জোরে হয়ে গেলো।

টেবিলটাকে চেপে যতখানি সম্ভব ঠিকঠাক করে রেখে দি।

আর টেবিল জোড়া দিতে হবে না। ভালোয় ভালোয় এখন চাবিটা দাও, আমরা মনের আনন্দে সিন্দুকের টাকাগুলো ফাঁকা করি।

সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে নেই— কুছপরোয়া নেই। ডিনামাইট ফাটিয়ে আমরা সিন্দুক খুলবো!
তোরা কি বোকা রে! ডিনামাইটের বিকট শব্দ করিয়ে সিন্দুক খুলবি?
দ্যাখ, কতো সহজে কাজ হাসিল হয়ে গেলো, অথচ কোন শব্দ হলো না!
এতোদিনে বাঁটলাকে আমাদের কাজে লাগানো গেলো। পয়সার জন্য ফুর্তি জমছিলো না, এবার ঢালাও ফুর্তি করা যাবে মাইরি!
হাঃ হাঃ! সিন্দুকের ক্যাশ সব ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ইঃ! সিন্দুক একদম খালি! এত্তো আশা সব ফটাশ হয়ে গেলো!
আমাদের সঙ্গে চিটিংবাজীর ফল এখুণি পাইয়ে দিচ্ছি হতচ্ছাড়া!
এখানে থাকা আর সমীচিন নয়, চটপট কেটে পড়!
আরে! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ওদিকে নয় ওদিকে নয়—
—এদিকে। তোদের পেলে একজন খুব খুশী হবে— না না কষ্ট করে হেঁটে যেতে হবে না, আমিই টোকা মেরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাঁটুল দি গ্রেট

ও পাড়ার ঘটিরামবাবু বিশেষ কি দরকারে ডেকেছেন, একবার দেখা করি।

বড় বিপদে পড়েছি বাঁটুল! দুটো মস্তান ভয় দেখিয়ে কাঠ কাটিয়েদের ধর্মঘট করিয়েছে। অথচ কাঠের যোগান না দিতে পারায় কতো ক্ষতি হচ্ছে।
কোন চিন্তা নেই। আমি কেটে দিচ্ছি।

দড়াম!
দুড়ুম!

স্পীডটা কিঞ্চিৎ বেশী হয়ে গেছে।

মরেছে! অন্যমনস্কভাবে মৌচাক ভেঙেছি!

বোঁওওও!
ওঃ, এতো মৌমাছির কাছ থেকে সরে পড়াই ভালো!

সেই ছোড়াদুটো ঘটিরামবাবুর বাড়ির দিকে যাচ্ছে। মতলব ভালো মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!

আমাদের দাবী, সিন্দুকের চাবি। শীগগির, শীগগির, না হলে ভুঁড়ো পেট এখুনি গুঁড়ো হয়ে যাবে!
ওরে বাবা! দিচ্ছি, এখুনি দিচ্ছি!

ইয়াপ্পি! সিন্দুক ভর্তি তাড়া তাড়া নোট!
এবার তবে শূন্যপথে ছোট!

এক নম্বর—
হঁউক!

আর এই দুই নম্বর!

বাঃ! কোথায় হাওয়াগাড়ি চেপে হিলি-দিল্লি ঘুরবো— তার বদলে ঠ্যালাগাড়ি চেপে ফাটকে যাচ্ছি!

বাঁটুল দি গ্রেট

চল, বাঁটলো আসার আগে আমরা ওর পাঠশালায় গিয়ে ওকে ঘায়েল করার জন্যে ফাঁদ রেখে আসি!

ঠকাং!
ঠকাস!

এই যে, ভালো আছিস তো? যাতে আগে এসে আমাকে বেকায়দায় ফেলার কারসাজী না করতে পারিস সেজন্যে কাল রাত্রে আমি পাঠশালায় তালা এঁটে রেখে গেছি!

সমুগল, বাড়ির কাজের খাতা বের করো। দেখে ঠিক করে দি!

নিশ্চয় বের করবো বাঁটুলদা!
এই যে আমি দিয়ে দিলুম। তবে হাতের বদলে নাক দিয়ে ধরো!

আমি ডেস্কের ঢাকনায় রবারের ফেনার গদী লাগিয়ে রেখেছি! তাই ছুঁড়ে দেওয়া খাতা এবার তোদের মাথা তাগ করে ছুটে যাচ্ছে!
পোয়াং!
পোয়াং!

ঠকস! উল্টে আমাদেরই নাক যে ঢাক হয়ে গেলো রে!
ওফ্!
টপাক!
ফটাং!

মনে হচ্ছে চকের বাক্সটা এই দেয়াল-আলমারিতে রেখেছি!

এ কি!
হোঃ-হোঃ!
পরশু আমরা আলমারির তলায় গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলুম!

ঐ বিকট আওয়াজটা কিসের রে?
একটা ঘুর্ণিঝড়—এদিকেই আসছে!

পাঠশালা ঠিক ওটার রাস্তাতেই পড়লো
গেছিরে
ইয়ো

বাহ্‌! গর্তে থেকে বাঁটলো দিব্যি রেহাই পেয়ে গেলো!
মরেছে! পাঠশালা কোথায়?

চারদিকে ওপড়ানো ঘর বাড়ী পড়ে আছে! চল আমার পাঠশালাটা খুঁজে বের করি। মনে হয় ওটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি!

পাঠশালাটা খুঁজে পেয়েছি! এবার ওটা যেখানে ছিলো সেখানে নিয়ে চল!
উফ্‌স্‌! ও মনে করেছে আমরা ষাঁড়!

জায়গায় বসাবার পর
আমরা বড়লোক! জায়গাটা টাকায় বোঝাই!
এখনি থানায় খবর দিতে হবে!

একটা সাধারণ ভুল বাঁটুল! তুমি তোমার পাঠশালার বদলে আমার ব্যাঙ্ক নিয়ে এসেছো!
টাকাগুলো ফেরত দাও হে ছোকরারা!

আমার ব্যাঙ্ক খুঁজে দেওয়ার জন্যে এই নাও একশো টাকা!
ধন্যবাদ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার!
টাকাটা খরচ করতে বাঁটুলকে আমরা সাহায্য করবো!

আমাদের কুড়ি টাকা করে দিতে হবে!
ঘরে ঢুকে পড়বার আগে ওকে পাকড়া!
সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ি!

হোঃ হোঃ! আবার দেরী করে ফেলেছিস! আমি আগেই দরজায় তালা এঁটে দিয়েছি!
ধকাস!
ধমাস!

বাঁটুল দি গ্রেট

রেসে প্রথম হওয়া ঘোড়া শের-এ-হিন্দ দেখছি, আমাকে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরলেই খুব কাহিল হয়ে পড়ে।

অ্যাই! স্কেট বোর্ডে চড়ে কোথা দিয়ে যাচ্ছিস খেয়াল করিস না!
হুউউস!

এটা একটা খাসা মতলব! আমার একটা স্কেটবোর্ড থাকলে শের-এ-হিন্দের আমাকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার পরিশ্রম লাঘব হতো।

আমি আমার জন্যে বেশ পোক্ত করে একটা তৈরি করেছি।

এখন আমার একটু প্র্যাকটিসের দরকার।

মরেচে! এখন থামি কি করে?
জেল

সেরেচে আমি যে সোজা একেবারে ফাটক ফুটো করে বেরিয়ে এলুম!
গদাম্!
গদাম!
জেল

দেখো, কি করেছো বাঁটুল। সেই দুটো বিচ্ছু ক্ষুদে মস্তান তোমার তৈরি ফুটো দিয়ে পালিয়ে গেলো।
ইয়াপ্পি!

ঐ যে ওরা রেলের লাইনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে!
ইয়াহু! একটা হাত ট্রলি!

হিঃহিঃ! স্কেটবোর্ড নিয়ে বাঁটলো আর রেল লাইন দিয়ে আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবে না।

ওরা রেলওয়ে পুলের কাছে পৌঁছবার আগে আমি ওদের কাটিয়ে ওখানে পৌঁছে যাই।

দ্যাখ, সামনে বাঁটলো!
ঠিক আছে, আমরা ওর ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবো!

লাইনটাকে তুলে ধরি।

ধমাক!
হুসসস!

এইযে আপনাদের জেল পালানো শয়তান দুটোকে ধরে এনেছি। মনে হয়না ফাটকের ফুটো সারানোর আগে ওরা জাগবে।

বাঁটুল দি গ্রেট

দেখি, একটা টাকা দিয়ে পেট ভরে কি খাওয়া যায়। ওঃ! টাকাটা বের করতে গিয়ে পড়ে গেলো!
কাফে

এই যে, টাকাটা পেয়ে গেছি!

ধমাস!

এটা কি হাতুড়ির ঘা মারার জায়গা?

আঃ আমি দুঃখিত বাঁটুল। আমি এই খুঁটিটা পুঁততে চেষ্টা করছিলাম।

আমি সাহায্য করছি!

তুমি এটাকে বড্ড বেশী ঢুকিয়ে দিয়েছো! কি করে এটা আবার আমি বের করি?

আমি যদি এটার পাশে কিঞ্চিৎ জোরে পদাঘাত করি, তবে ওটা সাঁৎ করে ছিটকে উঠে আসবে।

ঐ যে!

ঝট করে টাকার ব্যাগের মালিক বদল করুন ...আগহ্!
টাই!

মনে হচ্ছে তুমি একটু বেশী জোরে লাথি হাঁকিয়েছো!

ঠক!
ঢকাম!

সুবিধের জায়গা নয়। মানে মানে সরে পড়ি!
হোঃ হোঃ! তুমি ভয়ানক দুর্দান্ত এক লোককে জাগিয়েছো বাঁটুল!

এই গাছটা থেকে আমরা একটা নতুন ভালো খুঁটি তৈরি করতে পারবো।
!
মড়াৎ!

সবাই পালাও! একপাল গরু এদিকেই ছুটে আসছে!

হাঃ হাঃ! বাঁটুল ওদের থামিয়েছে!

উলপস! আমি এক টাকা হারিয়েছি, কিন্তু আশপাশের ভদ্রবৃন্দ আমার জন্যে যে সামান্য জলযোগের আয়োজন করেছেন তার দাম নির্ঘাত একশো টাকা!

বাঁটুল দি গ্রেট

আর এখন আমাদের তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই বাঁটুল। কাউকে পাকড়াবার দরকার হলে এখন আমরাই পারবো।
নিশ্চয়! আমরাই এখন এখানে আইনের সুদৃঢ় লৌহস্তম্ভ।

ভাগিয়েছি! সমস্ত বদলোকগুলোকে ও একাই সব পাকড়াবার ফলে জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রেস্টিজ আলগা হয়ে যাচ্ছিলো!

ওদিকে
ঐ একটা খাসা মোটা ব্যাঙ্ক। আর এই যন্ত্র ডাকাত আমাদের জন্যে ওটা ফাঁকা করে টাকা আনবে। হেঃ হেঃ হেঃ!
ব্যাঙ্ক

ইরক! এটা আবার কি?
মড়াৎ!

আর এগিও না! এই রকম বিদঘুটে পোষাকে সেজে আছো তোমার মতলবটা কি হে?

দমাস!

ওরে ব্বাস! ওয়ে সোজা ব্যাঙ্কের দেয়াল ছ্যাঁদা করে ভেতরে চলে গেলো!
ব্যাঙ্ক

অ্যাই! শিগগির ঐ টাকা আবার ফেরত রেখে এসো!

যান্ত্রিক মানুষ শক্ত আঘাত দেবার জন্যে তৈরি হলো

কিন্তু
আচ্ছা, তাহলে এই পথেই তুমি কথা বলতে চাও!
ঢকাস!

ঠিক আছে, তাহলে আমি যা বলি শোনো আর টাকা ফেরত রেখে এসো!

ও হরি— এই টিনের খাঁচার ভেতরে কেউ নেই! এটা একটা যান্ত্রিক মানুষ!

আরে বাঃ! দারুণ একটা মতলব মাথায় এসেছে তো!

হেঃ হেঃ! দ্যাখ দোস্ত আমাদের যন্ত্রটা কেমন কাজ হাঁসিল করে মালকড়ি নিয়ে আসছে! এবারে কোথায় বাঁটলো? ওস্তাদি করতে গেলে চাঁট খেয়ে হাড়গুড়ো হবে! নে এবারে টাকার বোঁচকা নিয়ে কেটে পড়ি!

নিশ্চয়! কিন্তু বড্ড ভারী, তাই তোদের মাথায় করে নিতে হবে! হিঃ হিঃ হিঃ!
দমাস!

আরো দুজন খুবই খারাপ অপরাধী স্যার! আইনের লৌহস্তম্ভদের এরা প্রায় মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলো!
বাহ! আমাদের কলের মানুষ শেষকালে বাঁটলো হয়ে আমাদের আশার ফানুস ফাটিয়ে দিলে মাইরি!

বাঁটুল দি গ্রেট

উফ! আজ একেবারে ঝলসে দেওয়া হয়! ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে আমাকে সাঁতার কাটতেই হবে!

দুঃখিত বাঁটুল! নদী শুকিয়ে গেছে আর সুইমিং পুল ভর্তি করার জন্যে কোথাও জল নেই।

হুঁ! যাওয়া অসম্ভব! একটা ঘোড়া ভাড়া করে সাঁতার কাটার জন্যে সমুদ্রের দিকে যাওয়া যাক।
ঘোড়া ভাড়া দেওয়া হয়

খুবই দুঃখিত বাঁটুলবাবু! গরমের ধাক্কায় ঘোড়াগুলো কুপোকাত হয়ে পড়েছে।

এই পুরোনো লোহা লক্কড় দেখে আমার একটা চমৎকার মতলব এসেছে।

হিঃ হিঃ! নিজে এই গোদা স্কেটবোর্ডটা তৈরি করেছি! এবার ঝটপট সমুদ্রে পৌঁছে যাবো।
আবর্জনা ফেলার স্থান

এই খাড়া উঁচু পাড় থেকে ঝাঁপ দিই। এটাই সমুদ্রে পড়বার সোজা রাস্তা।

ঠাণ্ডা জল ছুঁতে না পারা পর্যন্ত শান্তি নেই!

ইর্‌ক!

আঃ। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হলুম।

আমাদের জাহাজটা গেলো। কেউ নির্ঘাত রকেট ছুঁড়েছে!

সর্বনাশ!
একটা ডুবন্ত জাহাজ! ওতে একটা ছ্যাঁদাও রয়েছে দেখছি!

আমি এই বড় পাথরটা দিয়ে ছ্যাঁদাটা বন্ধ করে দি।

জাহাজ এখন জলে ভর্তি, তাই আমি ডেকটা তুলে ফেলেছি। এবার এটাকে বাড়ি টেনে নিয়ে যাই।

চমৎকার! এখন আমি আমার বাড়ির সামনেই সুইমিং পুল বানিয়ে নিয়েছি!

বাঁটুল দি গ্রেট

ঢকাস!
হুস্‌স্‌!

তোদের নিজেরই দোষ! কেন রোলার স্কেট পরে এভাবে বেহুঁসের মতো ঘুরে বেড়াস?
উফ্‌! তুমি ইঁটের দেয়ালের চেয়ে মনে হয় শক্ত বাঁটুলদা!

রোলার স্কেট রেসের জন্যে আমরা প্র্যাকটিস করছি।
রোলার স্কেট রেস
আকর্ষণীয় পুরস্কার

আমার দুটো পুরোণো রোলার স্কেট এখনো আছে। আমিও রেসের জন্যে প্র্যাকটিস করি।

মাইলখানেক যাবার পর
একিরে বাবা! আমার স্কেট যে দেখছি ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছে।

এঃ! আমার গতিবেগের কাছে দাঁড়াতে না পেরে এগুলো ক্ষয়ে গেছে!

এই পরিত্যক্ত খনিটার ট্রলিগুলো দেখে আমার একটা মতলব এসেছে।

ওপরের অংশে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

এবার আমি ভাড়িক্যার মজবুত একজোড়া স্কেট পেয়েছি এবং এখনও রেসের সময় আছে।

মরেচে! আমি এটা ঠিক ভালো করে চালনা করতে পারছিনা! আমি সোজা দেয়ালের দিকে চলেছি!

এহে! এযে নদী!
ধড়াম!
হুসসস!

এই যে বাঁটুল, তাড়াতাড়ি করো! ওরা এখুনি রেস শুরু করছে।
আ-আমার সর্দি লেগে গেছে আমি…আআ

অ্যাই সেরেচে! ও এতো জোরে হেঁচেছে যে, তার ঠ্যালায় পেছনে ছুটতে শুরু করেছে!
হ্যাঁচ্চো!

গ্র্যাণ্ড স্কেটিং রেস
হ্যাঁচ্চো!
হ্যাঁচ্চো!
হুসসস!

যাচ্চলে! কি কারবার রে মাইরি! বাঁটলো হাঁচির পাওয়ারকে কাজে লাগিয়ে ব্যাক গীয়ার মেরে জিতে গেলো!
হ্যাঁচ্চো!
হ্যাঁচ্চো!
হ্যাঁচ্চো!
হুসসস!

বাঁটুল দি গ্রেট

বিশ্রি ঠাণ্ডা লেগেছে! এখনি গিয়ে ডাক্তার পাণ্ডার ঠাণ্ডার ওষুধ কিনে নিয়ে আসি!

পনেরো টাকা? ওরে বাবা! এ আমি কিনতে পারবো না! আহ্—আবার আমার নাক সুড়সুড় করে হাঁচি আসছে—আঁ আঁ...
ডাঃ পাণ্ডা
ডাঃ পাণ্ডার ঠাণ্ডার ওষুধ ১৫ টাকা

হ্যাঁচ্চো!

তাড়াতাড়ি চলুন, ডাক্তার! আপনি বাঁটুলের সর্দি সারিয়ে দিন! যখন ও হাঁচে শহর তছনছ করে দেয়! এভাবে হাঁচতে থাকলে কাউকে আর বাঁচতে হবে না!

হ্যাঁচ্চো!

হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!
পালাও পালাও! বাঁটুলের এই হাঁচি থেকে পালিয়ে বাঁচি!

হিঃ হিঃ! শহরের লোক আতঙ্কে দিশেহারা! ব্যাঙ্কে জনগণের জমানো টাকা কমানোর কি দারুণ সুবর্ণ সুযোগ, দোস্ত!
বাঁচাও!

দাদা! গুলি খেয়ে কাদা না হতে চাইলে জলদি সিন্দুকের মাল আমাদের হাতে তুলে দিন!

ওরে বাবা! বাঁটুল আবার হাঁচবার উপক্রম করেছে!
এবার হাঁচিটা ভূগর্ভে চালান করি, তাহলে কেউ আর পড়ি মরি করে ছুটবে না!

হাঃ হাঃ! ক্যাশগুলো কিন্তু বাঁটুলের হাঁচিতে উড়ে যায় নি মাইরি!
এবার আমরা এই ক্যাশ নিয়ে ফুর্তির স্বর্গে উড়বো ব্রাদার!
আঁ আঁহ

আরে আরে! তুমি যে সত্যি স্বর্গের দিকে উড়ে যাচ্ছো দোস্ত!
হাঁচ্চো!

ঘটাস!

খটাং!

দারুণ কাজ করেছো! বাঁটুল! তুমি ব্যাঙ্কের টাকা বাঁচিয়েছো! তোমাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে!
ব্যাঙ্ক

আর ভয় নেই! এবার সবাই নির্ভয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। বাঁটুল এবার ঠিক ওর প্রয়োজন মতো ডাঃ পাওয়ার ঠাওার ওষুধের একটা বড় শিশি কিনতে পেরেছে।

বাঁটুল দি গ্রেট

তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি, বাঁটুল! তুমি জাহাজের কয়লা রাখার জায়গায় কয়লা বোঝাই করতে পারো।

এই চামচে সাইজের ঠেলাগাড়ি দিয়ে খামচে খামচে তুলতে সারাদিন লেগে যাবে।

এই ট্রাকটা আমাকে তাড়াতাড়ি কয়লা বোঝাই করতে সাহায্য করবে।

এই ট্রাকটা কি করে চালনা করে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত নই; তাই আমি বরঞ্চ এটা দিয়েই কয়লা তুলে নি।

এই যে—এতেই বেশ তাড়াতাড়ি হচ্ছে!

বাঁটুল এখনো বেশী কয়লা বোঝাই করেনি।

ইয়ুফস্‌!

গরর! ধরে তুলবার জন্যে ঐ যন্ত্রটা কেন ব্যবহার করোনি বুদ্ধু কোথাকার?

অন্য জায়গায় বস্তাগুলো রাখো, আর এবার ঐ ক্রেনটা ব্যবহার করো।

ক্রেনটা কি ভাবে চালাতে হয় তা আমার সঠিক জানা নেই — তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বোঝাই করার এটাই সোজা রাস্তা!

দেখি বাঁটুল কি ভাবে এবার মাল তুলছে।

গদাম!

এবার তুমি ক্রেন ব্যবহার করো। এই বাক্সের ভেতরের যন্ত্রাংশের ওজনে এক টন!

আমি . . . ইয়ে . . . এইসব যান্ত্রিক ব্যাপার আমি ভালো বুঝিনা, তাই নিজেই ওটা বয়ে এনেছি!
উরিব্বাস!

এটা যে জাহাজের তলা গলে সোজা চলে গেলো!

তোকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে এই যান্ত্রিক জিনিসটা ব্যবহার করতে হয়!
ইস! বেচারা একেবারে ক্ষেপে গেছে ওর নিরাপত্তার জন্যেই আমাকে এভাবে সংঘর্ষ এড়াতে হচ্ছে।
খনাৎ! খনাৎ!

বাঁটুল দি গ্রেট

আমি আমার মজবুত সাইকেলে চেপে একটু পাক দিয়ে আসি।

আরেঃ! সামনে দেখছি শেরিফের গাড়ি! আমি আগে ওকে ধরি তারপর চমকে দেবো!

এই যে, শেরিফ!
চ্যাটাং!

গরর! দেখুন, উজবুকটা কি করেছে! আমার তালুতে আলু ফুটিয়েছে! ওকে থামান শেরিফ! ও যতক্ষণ না গাড়ি চালনা পরীক্ষায় পাস হচ্ছে ততক্ষণ রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারবে না— আর আমি পরীক্ষা করবো!

তুমি গাড্ডায় পা ফেলেছো, বাঁটুল। তুমি সেদিন আমার গাড়িকে পেরিয়ে যাবার সময় গাড়িতে চাপড় মেরে ফাঁপরে পড়ে গেছো। রাজধানী থেকে আসা আমার গাড়িতে বসা ঐ ট্র্যাফিক ইনস্পেকটরের টাক তুমি প্রায় দু'ফাঁক করে ফেলেছিলে। উনি বলেছেন যতক্ষণ না তুমি গাড়ি চালনায় পাস করছো ততক্ষণ তোমাকে গাড়ি চালাতে দেবেন না। তুমি একটা সাইডকার লাগালে উনি তোমার সঙ্গে যেতে পারেন!

পরদিন
ঠিক আছে ইনস্পেকটর, এই যে আমার সাইডকার উঠে পড়ুন!
বেশ! আমার সব নির্দেশ পালন করবে আমি ভয়ানক কড়া লোক

প্রথমেই আমি দেখতে চাই তুমি এটা থামাতে পারো কিনা! যখন আমি চেঁচিয়ে বলবো থামো— তখুনি থামবে— আর যদি চট করে তা না করতে পারো তোমার পাস করাও ফক্ট হয়ে যাবে!

থামো!

গেছি রে!
হুউসস!

ওঁয়াফ্স!

আবার
দেখে চলো, এই বাঁকের পরে সামনেই ট্র্যাফিক জ্যাম।

দেখলেন তো, ইনস্পেকটর? আমি কেমন সুন্দরভাবে ট্র্যাফিক জ্যাম কাটিয়ে এলুম!

থামাও! থামাও! রাস্তার বাঁক ঘোরার সময় আমার টাক ঘেমে, আমি প্রচণ্ড কাহিল হয়ে পড়েছি, থামো সামনে রেলের লেভেল ক্রসিং!

ইঁয়োক!
আমি ঠিক থামিয়েছি!

ওহ্ না! আমি এখানেই থাকি! আমি এই শহর ছেড়ে বেরিয়ে বাড়ি চলে যেতে চাই!
কিন্তু ওটা তো মেচেদার গাড়ি রাজধানীর নয়।
তার জন্যে কোন পরোয়া নেই, টা টা!

পরে
এই যে, বাঁটুল! তুমি কি পরীক্ষায় পাস?
বোধহয়! কিন্তু সেটা আমাকে বলার জন্যে না দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করে ইনস্পেকটর সরে পড়লো!

বাঁটুল দি গ্রেট

আমার এই নতুন রোদ পোয়াবার বিছানায় আমি একটু দিবানিদ্রা দিয়ে নি।

এই অঞ্চলে থাকে সেই শক্ত লোকটা কোথায়? আমি তাকে দেখাতে চাই যে আমিই সবথেকে সেরা শক্ত মানুষ!
পদাস

ও হয়তো এই ঠাণ্ডা পানীয়র দোকানে থাকতে পারে।
এতো সেই ক্ষ্যাপা ন্যাপা ঢালি! ও সত্যিই খুব শক্তিশালী!
লেমোনে

ঠাণ্ডা লেমোনেড এক গ্লাস—ফেনা হয় যেন! জলদি!

বাঁটুলদা! শিগগির ওঠো! একজন শক্ত লোক এসে সবাইকে তার ভক্ত বানাতে চাইছে! ধ্যাৎ! আমি ওকে জাগাতেই পারছি না!
ফোঁররর! ফোঁসস্!

বাহ! এতো করেও ওর ঘুম ছোটানো যাচ্ছে না!
ঠ্যানাৎ!
ঠনাৎ!
ঠনাৎ!

নাঃ! আমার দ্বারা হলো না!
ফোঁরর ফোঁসস্!

বাঁটুল নড়ে উঠলো
আচ্ছা, ঐ তাহলে শক্ত বলশালী লোক! আমি ওকে আমার ডান হাত বুলিয়ে আবার কাত করে রাখি!

ইআাই!
গদাস!

আউফ্‌স্‌!

অনেকক্ষন রদ্দুরে শুয়েছি! এবার এটাকে ভেতরে নিয়ে যাই।

আরেব্বাস! এসব কি হচ্ছে?

এইরে! বেচারা অভাগা পুরোনো দিনের কামানটার মধ্যে ছিপির মতো নিজেকে গুঁজে দিলো!

মরেচে! এতো সত্যি গোঁজের মতো আটকে গেছে! আমি ওকে ঝোঁকে বের করতে পারছি না!

উল্টো দিকে ঘুঁসি মেরে বেচারাকে কামানের সঙ্গে যুক্ত থাকার থেকে মুক্ত করা গেলো!
ঘড়াক!

বাপস! জান আর প্রাণ নিয়ে এই বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে শিগগির সরে পড়ি!
হিঃ হিঃ! বড়াই করে লড়াই করতে আসা গোদাটার খোঁতা মুখ বাঁটুলদা কিছু না জেনেই ভোঁতা করে দিয়েছে!

বাঁটুল দি গ্রেট

ক.স.III - ১৫

রন-পা নিয়ে এখন খেলার সময় নয়, বাঁটুল! ঐ ডাকাতদুটোর পেছনে ধাওয়া করো!
এটা বাঁধা হয়ে গেলে আমি ঠিক সেটাই করবো।

অন্য রাস্তা ধরে গিয়ে ওদের আগে নদীর ধারে পৌঁছোনোর এটাই সহজ উপায়!

চমৎকার! আমি ওদের আগেই এসে গেছি। বিচ্ছুদুটোকে এই পুলের ওপর দিয়েই যেতে হবে!

হোঃ হোঃ! ধোঁকা দিয়ে এবারে বাঁটলোটাকে বোকা বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছি!
আরে সব্বোনাশ! পোল যে গোল হয়ে যাচ্ছে, ব্রাদার!

উওওওওওওও!
হেঃ হেঃ! তোদের হাঁক ডাক শুনে মনে হচ্ছে পাক খাওয়াটা তোদের বেশ ভালোই লাগছে!

মাথাঘোরা একজোড়া ব্যাঙ্ক ডাকাত আর তাদের লুটের মাল, সিপাইজী! হোঃ হোঃ!
হাঃ হাঃ! তুমি এদের একেবারে হাঁড়ির হাল করে ছেড়েছো, বাঁটুল!

বাঁটুল দি গ্রেট

উত্তরপাড়া আমাদের দক্ষিনপাড়াকে দড়ি টানাটানির খেলায় চ্যালেঞ্জ করেছে। তুমি কি আমাদের প্র্যাকটিসে সাহায্য করবে, বাঁটুল?
নিশ্চয়!

আহ্ — কফি স্টলটার ঝাঁপ দেখছি খুলেছে! ঝট করে এক কাপ খেয়ে নিলে মন্দ হয় না।
হুইয়ো!

এক কাপ কফি আর একটা কবিরাজী, জলদি!

এই যে তোমার কবিরাজী, বাঁটুল।

এর ওপরে বেশী সস্ আমার পছন্দ।

মরেছে! আমি দড়ির কথা একদম ভুলে ওটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছি!
আঁইইই!

ইস্! এটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো।
কাঠের গোলা
হুসসস!
মড়াৎ!

দেখো, তুমি কি করেছো, বাঁটুল! গোটা দল একেবারে হীনবল হয়ে পড়ে আছে। এদের আর উত্তরপাড়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অবস্থা নেই।

এটা তোমার দোষেই ঘটেছে, সুতরাং উত্তরপাড়ার বিরুদ্ধে তোমাকে একলাই খাড়া হয়ে মহড়া নিতে হবে!

এই হচ্ছে বাঁটুল। দড়ি টানাটানির খেলায় আমাদের একমাত্র প্রতিযোগী!
একজন মাত্র? এতো একেবারে ওয়াক-ওভার!

অতো নিশ্চিন্ত হয়ো না! বাঁটুল খুবই কড়া, তাই ওর সঙ্গে লড়া খুব সহজ নাও হতে পারে! এর জন্যে আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে।

এই গাছটায় দড়িটার এই মাথাটা বেঁধে দিলে ও আর আমাদের টেনে লাইনপার করাতে পারবে না! হিঃ হিঃ!
হাঃ হাঃ!

ওঃ! যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে এটা শক্ত দল! আর আমি বোধহয় একটু জোর দিয়ে টানিনি।

এই রকম একটু কড়া টান মনে হয় ওদের নড়াতে পারে—

মড়াৎ!

তুমিই জিতেছো, বাঁটুল! দক্ষিণপাড়ার হয়ে তুমিই কাপটা পেলে। উত্তরপাড়ার ওরা কাপ পাওয়ার বদলে হাঁফ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলো!

বাঁটুল দি গ্রেট

উফ্‌স্‌! আজ ভয়ানক গরম! এখানে ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ সাঁতরালে ভালো লাগবে!
সুইমিং পুল

জলে পড়ার জন্যে আমার আর তর সইছে না!

গ্রদাস!

দুঃখিত, বাঁটুল, আমাদের জল নেই! ইঞ্জিনীয়াররা ওপর-নদীতে বাঁধ তৈরি শেষ করে আমাদের জলের জোগান বন্ধ করে দিলো!

আঃ, দারুণ! এর পরিবর্তে নদীর গভীর জলে ডুবসাঁতার কাটা যাবে!
নদী

থ্যাকাৎ!

ইকিরে দাদা! এযে স্রেফ কাদা! ওরা নদীর জলও আটকে দিয়েছে!

এটা বরদাস্ত করা যায় না! কি ব্যাপার আমাকে দেখে আসতে হচ্ছে!

এই যে! আমাদের জন্যে ঐ জলের একটু ব্যবস্থা করলে হয় না?

অনেক দেরী হয়ে গেছে! তুমি এখন এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না!

করতে পারবো না?

ঢপ
ঢপ
ঢপ

তাজ্জব! ও ঘুঁষি মেরে আমাদের বাঁধে একটা ফুটো করে ফেলেছে!

আমার বরাতটাই দেখছি খারাপ! জল এই শুকনো নদীতে না পড়ে ঐ পুরোনো বাতিল জাহাজটায় পড়ছে!

শুকনো নদীতে না পড়লেও জল যেখানে পড়ছে তাতে ফল খারাপ হয়নি! আমরা নতুন রকমের সুইমিং পুল পেয়েছি!
আমরাও এসে গেছি, বাঁটুলদা!

বাঁটুল দি গ্রেট

যে মাছ আমি বেশী পছন্দ করি সেই মাছ আমি ভাজা খাবার জন্যে কিনেছি।
মাছের বাজার

আমার মাছ নিয়ে ফিরে আয় বলছি হতচ্ছাড়া বেড়াল!

বেড়ালটা বেশ জোরে ছুটতে পারে তো!
রাস্তার কাজ

ঢকাং!

ভট ভট! ভট ভট!

ধড়াম!

দেখো, বাঁটুল! তুমি আমাদের যান্ত্রিক খনকের কি অবস্থা করেছো! এবার আমরা কি করবো বলো?

বাঃ, এই অংশটা দেখছি ঠিক আছে। আমি আপনাদের হয়ে নালি খুঁড়ে দিচ্ছি।

দুর্দান্ত! যন্ত্র দিয়েও হতো না ও যে রকম জলদি মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে!

এই যে, বাঁটুল! শোনো, ওটা বন্ধ করো!

ইর্‌ক্! কেউ আমার রেস্টুরেন্ট খুঁড়ে ফেলছে!
ঘড়াম!

এই জিনিসটার পেছনে থাকাতে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে কোথায় যাচ্ছি।

মরেছে আমি নদীতে!

বাহ্! তুমি আমার রেস্টুরেন্ট ভেঙে দিয়েছো!
তার জন্যে দুঃখ করবেন না! আমি এই মাত্র কোন ফাঁকে মাছের ঝাঁকের মধ্যে পড়েছিলাম! আপনাদের সকলের সেই মাছের ভোজে নেমন্তন্ন রইলো!

বাঁটুল দি গ্রেট

আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?
অবশ্যই! তুমি এই ঘোড়ার নালগুলো তৈরি শেষ কর ফ্যালো।

ইরক! কি সব হচ্ছে!
ঠ্যাঙাস! ঠঙাস! ঠ্যাঙাস!

বাহ! দেখো কি করেছো! তেড়ে হাতুড়ি মেরে নেহাইটাকে একেবারে মাটিতে পুঁতে ফেলেছো!
দুঃখিত!

হ্যাঁ, তোমার জন্যে একটা কাজ আছে, বাঁটুল! এই পাথরের চাঁই গুলো হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে বাড়ি তৈরির জায়গা থেকে সরিয়ে ফ্যালো।

কষ্ট করে ভাঙার প্রয়োজন নেই। আমি এগুলো টেনে তুলে এই জায়গার বাইরে ফেলে দি!

বাপরে! এবার পাথরের গোলাবর্ষণের মধ্যে পড়েছি!
মচাৎ!
জ্যাপ!

বাহ! বাঁটুল যতক্ষণ শহরে সব রকম উটকো কাজ করবে ততক্ষণ আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো না ডেপুটি।

ওকে বলা হোক না যে শহরের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের পুরোনো গুহার মধ্যে সোনা পাওয়া গেছে? তাহলে ওকে এখান থেকে সরিয়ে রাখা যাবে।
চমৎকার মতলব!

সোনা— পুরোনো গুহার মধ্যে? ইয়াপ্পি!
গুহাটা এইদিকে, বাঁটুল!

এই যে এসে গেছি! আমি ধনী হতে যাচ্ছি!

এতোখানি এসেও সোনার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু আমি খুঁড়ে যাবো!

শহর
এখনো সোনার দেখা নেই! কিন্তু আমিও হাল ছাড়ছি না!

এতক্ষণে শান্তি, ডেপুটি শেরিফ! এটা অবশ্যই তোমার একটা খাসা মতলব! হিঃ হিঃ!

গড়গড়! হুড়ুস! দুড়ুস!
ওরে বাবা! শহরটা মাটিতে বসে যাচ্ছে!
ইরক! নির্ঘাত ভূমিকম্প!

বাঁটুল ব্যাঙ্কভল্টও খুঁড়ে ফেললো...
আরিব্বাস! এই তো সোনা!
থলিতে বাঁধা অবস্থায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

গরর! আর কোন চমৎকার মতলব ডেপুটি?
মরেছে! বাঁটুল শহরের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে মাটি ধ্বসিয়ে সব ঘরবাড়ি পাতালে বসিয়ে দিয়েছে!

বাঁটুল দি গ্রেট

সারাদিন একটা ভালুকের দেখা পেলুম না! এবারের এই শিকার অভিযানে একটাও চামড়া পেলুম না।

আরে! আমি যেন ঝোপের মধ্যে শব্দ শুনলুম!
খচমচ! খচমচ!

কে ওখানে? বেরিয়ে এসো!
খটাং!

বন্দুক চালিও না, বাঁটুল! আমরা তোমার কাছেই এসেছি!
আমি গুলি চালাতে পারবো না! আমার বন্দুক ভেঙেছে!

তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে, বাঁটুল? আমরা শিকারে যাওয়ার ফাঁকে দুটো ছিঁচকে, মিচকেশয়তান আমাদের জাতীয় ঠাকুর নিয়ে পালিয়েছে।
আপনার জন্যে আমি ওদের দিকে লক্ষ্য রাখবো, সর্দার।
হিঃ হিঃ! আমরা এটা স্মারকচিহ্ন সংগ্রহকারীদের কাছে মোটা দাঁওয়ে ঝেড়ে দিয়ে তেড়ে আমোদ ফূর্তি করে বেড়াবো!

বাঁটলো আসছে রে, দোস্ত! ওকে দমন করতে না পারলে আমাদের ফাটকে গমন করতে হবে!

এই পাথরটাকে গড়িয়ে ফেলে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি!

এককালে ফুটবল টীমে আমি সেরা বল হেডার ছিলাম!

মরেছে! ও যে ওটা হেড মেরে আমাদের দিকেই ঝেড়ে দিলো মাইরি!

চপাস!

গরর! আমরা ওকে এই ঠাকুর দিয়ে খোঁচা মেরে একেবারে বোঁচা বানিয়ে ছেড়ে দেবো!

লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে বাগিয়ে চেপে ধরি।

এই দ্যাখ্, আমি আবার একজন চ্যাম্পিয়ান জ্যাভেলিন নিক্ষেপকারীও বটে!
ওরে বাবা, গেলুম!
গেছি রে! ঝুলে থাকতে থাকতে হাত না খুলে যায়!

ঘ্যাপাৎ!

ভালো হয়েছে, বাঁটুল! আমাদের লৌকিক ঠাকুর বেশ আরো উঁচু হয়েছে! ওরা এখানেই থেকে ঠাকুরের সঙ্গে শুধু ফুল জলের পুজো পাবে।

বুনোরা তাদের ঠাকুর পেয়ে খুশি আর আমি খুশি ওদের দেওয়া ভালুকের চামড়া পেয়ে!

বাঁটুল দি গ্রেট

কুখ্যাত দাগী টেকো মস্তান জেল থেকে পালিয়েছে, বাঁটুল। আমার ইচ্ছে সন্ধান চাই এর পোস্টারগুলি তুমি শহরের চারদিকে পেরেক ঠুকে লাগিয়ে দাও।
সন্ধান চাই
টেকো মস্তান

হিঃ হিঃ! বাঁটুল যতক্ষণ এই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ আমরা শহরের পাহাড়ী প্রান্তে গিয়ে টেকোটাকে কব্জা করে ফেলবো। আর পুরস্কারটাও বাগাবো!
সন্ধান চাই
পেরেক ঠোকার কিছু নেই দেখছি। হাত দিয়েই ঠুকে দি

এই রে! পেরেকের ওপর হাতের ঘা মারাটা একটু জোরে হয়ে গেলো!
ঘড়াস!

ঠিক আছে, ফেকুলাল! পুরোনো কামানের এই ভারী গোলাটা তুমি কতদূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারো আমরা দেখি।

হিঁয়াক!
খ্যাঁচ!

ঘটনার জন্যে দুঃখিত! আশা করি আমার পেরেক আপনার গোলা নিক্ষেপ পণ্ড করেনি!
নিশ্চয় নয়! এটা ওকে এই গোলাটা অন্য অনেকের থেকে অনেক বেশী দূরে নিক্ষেপ করিয়েছে! হাঃ হাঃ!

এসো, বাঁটুল। তুমি এই গোলাটাকে কতদূরে ফেলতে পারো আমরা দেখি।

ঠিক আছে— এই যাচ্ছে!

আরিব্বাস! ওটা ও সোজা একেবারে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিলো!
আমাকে গিয়ে ওটা আবার খুঁজে আনতে হবে।

তোমাকে পেয়েছি, টেকো! মাথার ওপর হাত তোলো!

ধ্রড়াক!
হাঃ হাঃ! কি বরাত! আমার সাহায্যের জন্যে কোত্থেকে ঝড়াৎ করে লোহার গোলা এসে পড়লো!

ধুত্তোর! আবার কে একজন এদিকে আসছে! আমি বরঞ্চ লুকিয়ে পড়ি!

আঃহা! ঐতো কামানের গোলাটা!

আমি এটাকে ছুঁড়ে আবার শহরে পাঠিয়ে দি— বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।
হুঁক!

বাপরে! গেছি!
মরেচে! এ আবার কোত্থেকে উদয় হলো?

ইইইই!
দড়াম!
জেল

টেকো মস্তানকে আর খোঁজার দরকার নেই, স্যার, ও জেলের মধ্যেই অবতরণ করেছে! এখন আপনাদের কাজ শুধু ছাদটা মেরামত করা।
হিঃ হিঃ!
ওকৎ!
জেল

বাঁটুল দি গ্রেট

এই যে, বাঁটুলদা — তুমি একটা গোল করতে পারো কিনা দেখি!

এতো সোজা!
মরেচে! সাফ বেড়ার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেলো!
মড়াৎ!

ইস্! শহরের রাস্তায় সব সময় টন ও জনের জঞ্জাল পড়ে থাকে!

পৌর প্রতিষ্ঠান

সব বরবাদ! আর এ কাজের সাধ নেই। আমি এর চেয়ে সহজ — সিংহ শিকারের কাজ নিতে যাচ্ছি!
তোমারই দোষ, বাঁটুল! তাই তোমাকেই সব জঞ্জাল তুলতে হবে!

উরিব্বাস! এভাবে যে মাসখানেক লেগে যাবে!

ধুত্তের! ও আমার গাড়ির চাকা ফুটো করে হাওয়া বের করে দিলো!

আগ্হ! তোমার ঐ শলাকা ব্যবহার বন্ধ করো, বাঁটুল!

বুরুশ নিয়ে কাজ করলে তবু কিছু তাড়াতাড়ি হয়।

মরেচে! বুরুশটাকে আমি ঠুঁটো করে ফেলেছি!

আরে! একটা মৃদু বাতাস এক টুকরো জঞ্জালকে উড়িয়ে জঞ্জাল ফেলার জায়গায় নিয়ে গেলো। এটা আমাকে দারুণ একটা জিনিসের ধারণা এনে দিয়েছে!
জঞ্জাল ফেলার স্থান

পুরোনো ঠ্যালাগাড়ির চাকা দিয়ে আমি একটা পাখা তৈরি করেছি।

এবার আমি হাওয়া দিয়ে রাস্তা সাফ করতে পারবো!
হুস্‌হুস্‌!

বাঁচাও!
আগ্‌হ!

শহর পরিষ্কার রাখার এই হচ্ছে উপায়! সমস্ত জঞ্জাল উড়িয়ে জঞ্জাল ফেলার জায়গায় নিয়ে ফেলা হয়েছে।

এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শহরবাসীকে! তুমি আমাদের সকলকে এখানে উড়িয়ে এনে ফেলেছো।
জঞ্জাল ফেলার স্থান

বাঁটুল দি গ্রেট

এখানকার ব্যাঙ্কের টাকা ফাঁক করাটা নেহাত ছেলেখেলার মতোই হবে, গুবলে! আমরা মাল কব্জা করেই ঘোড়া হাঁকিয়ে শহর থেকে সরে পড়বো।

হেলপ! আমার ঘোড়াটা হুট করে ছুট লাগিয়ে পালাচ্ছে, বাঁটুল!

লোহালক্কড়
ফেলার জায়গা
ওটাকে কিছুতেই ধরতে পারবো না—এটা শহরের সেরা দৌড়বাজদের মধ্যে একটা!

ঘাবড়াবার কিছু নেই—আমি ওটাকে ধরছি!
উঁরিব্বাস!

আমি ওকে প্রায় ধরে ফেলেছি!

ওকে ধরেছি!

এই যে আপনার ঘোড়া ফিরেছে।
ধন্যবাদ, বাঁটুল! এই ঘোড়া না পেলে আমি একরকম খোঁড়া হয়ে থাকতুম!

ধুত্তোর! এই বাঁটুল আমাদের সহজেই ধরে ফেলবে যদি আমরা ঘোড়ায় চেপে পালাতে যাই!

দ্যাখ্‌--এই হচ্ছে সমস্যার সমাধান! আমরা ঘোড়ার সঙ্গে এই নতুন মোটর-বাইকটা বিনিময় করে নেবো!
হেঃ হেঃ!
নিশ্চয়, গুবলে!
বিক্রির জন্য

বাঁচাও! ব্যাঙ্ক লুট করে পালাচ্ছে!
ব্যাঙ্ক

বরাত খারাপ, বাঁটুল! তুমি আমাদের আর নাগাল পাবে না!
হিঃ হিঃ!

কামারশালা
মাপ করবেন, আপনার নেহাইটা আমার দরকার!

হাপ্‌!

ইর্‌র্‌ক্‌

ঝড়াম্‌!

এই যে, সিপাইজী! এই পাজীদুটো নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আপনার কাছে নিজেদের জমা দিয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছে!

বাঁটুল দি গ্রেট

এটাই শহরের চালা লাগাবার শেষ কাজ, বাঁটুল।

চালা লাগাবার জন্যে আর ছাদই যখন নেই তাই এখন আর সহকারীরও প্রয়োজন নেই।
ঠিক আছে! আমাকে অন্য কাজ খুঁজে নিতে হবে।

নিশ্চয়, আমার আর একজন পরিবেশক প্রয়োজন বাঁটুল। তুমি এখনই শুরু করতে পারো।

আমার কাজের প্রথম দিনে একটা ভালো ধারণা করাতেই হবে।

ওয়েটার, আমার সুপে একটা মাছি সাঁতার কাটছে!
আমি ওটা ঠিক দেখেছি, স্যার!

এই যে — ব্যাটা এবার মরেছে!
ছ্যাপাত!

তুমি ঝোল দিয়ে খদ্দেরের ভোল পাল্টে দিয়েছো! তাই তোমাকে আর রাখা যাবে না।
রেস্টোর‍্যাণ্ট

ঠিক আছে, আমি তোমাকে আগুনে কয়লা দেবার জন্যে নিলুম, বাঁটুল।

বেলচা দিয়ে কয়লা ভালোভাবে সামনে ঠেলে দাও।

এটা কি হলো?
অ্যাই মরেচে! ও আমার ইঞ্জিনটা ফুটো করে ফুঁটো করে ফেললো!

তোমার চাকরী খতম!
আবার আমাকে কাজ খুঁজতে হবে!

হ্যাঁ, বাঁটুল, আমাদের একজন রাস্তা দুরমুশের লোক দরকার।

এটা খুব সোজা কাজ।
গদাম! গদাম!

গদাম! ধমাস!
ইঁয়ো!
গেছি রে!

থা-থামো! শহরের অধিবাসীদের তুমি ধাপিয়ে চালা ফুঁড়ে বের করে দিয়েছো!

তুমি তোমার পুরোনো কাজটাই আবার ফিরে পেয়েছো বাঁটুল—এখন আবার প্রচুর চালা লাগাতে হবে!

বাঁটুল দি গ্রেট

কাল থেকে পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ শুরু হচ্ছে, বাঁটুল, কিন্তু শহরটা যেন ম্যাড়মেড়ে লাগছে! একে খোলতাই করতে হবে।

তুমি যদি এই জায়গার এখানে ওখানে কিছু সাদা রংএর পোঁচড়া টেনে দাও তাহলে বেশ ঝকঝকে হবে।

সাদা রং

আমি এই দেয়ালটার শেষ দিক থেকে শুরু করি।
কেশ বাহার

ঘটাস!
গেছিরে!

তোমার হাতের ওজন বড়ই ভারী, বাঁটুল! তুলির গুঁতো মেরে দেয়াল খুঁতো করলে সে জায়গার চেকনাই মোটেই বাড়ে না!
দুঃখিত!

এখন কি করতে হবে সেটা জানি! এই রংএর ড্রামটাতে আমি কটা ফুটো করবো।

এবার এটাতে ফুঁ লাগিয়ে রং স্প্রে করে দি!

থামো, বাঁটুল থামো!

গররর! তুমি সবকিছু আর সব লোককে সাদা রঙে লেপে দিয়েছো! এখন এই জায়গাকে একটা ভূতুড়ে শহরের মতো দেখাচ্ছে!

এই সমারোহের জন্যে পপ পৌঁছে দেবার গাড়ীর চাকা শহরে আসার মুখে ভেঙেছে! তুমি কি কিছু সাহায্য করতে পারবে, বাঁটুল?

চাকা ভেঙে গেছে, দেখেছো?
ঠিক আছে—ঘোড়া খুলে নাও।

আমি তুরন্ত এগুলি শহরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

ঝনাৎ! ঝনাৎ! ঝনাৎ!
এই তো এসে গেছি!

ফট! ফট! ফট! ফট! ফট!
আই সেরেচে! বোতলের ছিপি সব ছিটকে বেরিয়ে গেলো!

আপনারা মিছিমিছি হাঁইফাই করছেন কেন? শহরটাকে এখন কি খোলতাই আর চকমকে দেখাচ্ছে—বিলকুল সাদার মাঝে যেন সব লাল ফুল!
গররর!

বাঁটুল দি গ্রেট

কি সাংঘাতিক গরম আজ একটু হাওয়া পর্যন্ত নেই। একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেলুম!

আমার পকেটও ফাঁকা। না হলে টাকা দিয়ে ডজন দুয়েক ঐ আইসক্রীম কিনে ফেলতুম!
আইসক্রীম পারলার
আইস ক্রীম
লেমোনেড

আমি বরঞ্চ কিছুক্ষণ মাছ ধরি। নদীতে অন্ততঃ ঠাণ্ডা লাগবে।

নির্ঘাত বড় কিছু একটা গেঁথেছি!

ওটা পালাবার আগেই সুতো গুটিয়ে ফেলি।

ভাগ্য ভালো যে সুতোটা বিশেষ শক্তিশালী।

তাজ্জব! মাছটা এতো বড়ো যে, সুতো গুটিয়ে আমিই নীচে ওর কাছে চলে যাচ্ছি!

আরিব্বাস! এটা মাছ নয় — একটা ডুবে যাওয়া ভাঙা জাহাজ!

আমার একটা মতলব এসেছে...

এই পুরোনো প্রপেলারটা আমি নেবো।

আইবাপ! এবার বাঁটুল কি করবে?
!

আঃ! কি স্বস্তি!
শৈত্যপ্রবাহ!

শহরবাসীর কাছ থেকে আরো আইস-ক্রীম আর ঠাণ্ডা পানীয়, বাঁটুল।
দুর্দান্ত! বাঁটুলের জবাব নেই।

বাঁটুল দি গ্রেট

আমাদের নতুন পশুপ্রেমী মেয়র আজ টাউনহলে এসে তারপর চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে আসবেন। তাই এখানকার বাসিন্দাদের খাঁচাগুলি পরিষ্কার করতে তোমার সাহায্য চাই, বাঁটুল!
নিশ্চয় করবো, স্যার!

কাজ শেষ হলে তুমি টাউন হলে চলে আসবে। সেখানে মেয়রের অভ্যর্থনার ব্যাপারেও তোমার সাহায্য চাই।

এই রে! মনে হচ্ছে আমাকে দেখে গণ্ডারটা একদম খুশি হয়নি!

ওর রাস্তা থেকে আমি ঠিক সময়ে সরে গেছি! কিন্তু তোকে ধরেছি!

সাফ না করা পর্যন্ত ওপরে থাকো।

এবার বিনা বাধায় ঝটপট কাজ করা যাবে!

খুবই সহজ কাজ! এবার হরিণের খাঁচা।

ভালো আচরণ করো হরিণ ভায়া! আমি শুধু কাগজের এই ছেঁড়া টুকরোগুলো তোলার চেষ্টা করছি।

থামো হে, বাপু!

হেঃ হেঃ! এখন দুটো শিং-কাঁটা দিয়ে আমি একসঙ্গে ডবল ছেঁড়া কাগজের টুকরো তুলে খুব জলদি সাফ করে ফেলতে পারছি!

তোকে ধন্যবাদ! আমার কাজে তুই খুব সাহায্য করেছিস।

আশা করি গরিলাবন্ধু বোধহয় আমার সঙ্গে খাসা ব্যবহার করবে।

অ্যাই! আমার ঝাড়ু দিয়ে দে!

ঠকাস!

মরেচে! আমার ঝাঁটা ভেঙে টুকরো করে ফেললো। আমার এই পুরোনো টায়ারটা দরকার।

ধরেছি তোকে!

কাজের সময় প্রাণীগুলি সত্যিই খুবই সাহায্যকারী হয়। এখানের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ এবার বেশ ভালো করে মেয়রের অভ্যর্থনার জন্যে যেতে হবে।

টাউন হল
এই যে, এসে গেছো। এবারে এখানে লাল কার্পেটটা পাততে সাহায্য করো, বাঁটুল। যে কোন মুহূর্তে মেয়র এসে পড়তে পারেন।
কোন চিন্তা নেই, স্যার।

এই লাল কার্পেটটা আমার একার খুলে পাতার পক্ষে বেজায় ভারী।
ওঃ, এই ব্যাপার!

এটা কোন সমস্যাই নয়! আমি তুরন্ত এটা খুলে পেতে ফেলছি।

আরে, লাল কার্পেট কোথায়? ওটা আমার জন্যে পেতে দেওয়া উচিত ছিলো।

গেছি রে!
ধমাস!

ঝপাস!

তাজ্জব! মেয়রের এতো দেরী হচ্ছে!
আমি বরঞ্চ এগিয়ে দেখি উনি আসছেন কিনা।

কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

ও ছাড়ো, বাঁটুল ! তুমি কার্পেটের ওপর ধুলো পায়ের ছাপ ফেলে নোংরা করছো!
মেয়রের কোন চিহ্নই নেই, স্যার।

ওঃ? আমি এখুনি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি।

একটু ভালো করে ঝাঁকুনি দিলেই ওগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গরর! আমাকে শুধু বের করতে দাও এর জন্যে দায়ী কে...

গেলুম রে !
টাউন হল

ঝনাৎ!

ধপাস!

এটা দারুণ একটা নতুন চমক দিয়েছেন মেয়র, স্যার ! আমাদের ধারণা ছিলো আপনি দরজা দিয়েই আসবেন কিন্তু আপনি যে উড়ে ছাদ ফুঁড়ে ঢুকবেন এটা আমরা ভাবতেই পারি নি !

বাঁটুল দি গ্রেট

আঃ, সুখাদ্যের কি তৃপ্তিকর গন্ধ! দুঃখের বিষয় আমি অর্থহীন।
রেস্টোরাঁন্ট

ধোয়া মোছার জন্য একজন লোকের দরকার, বাঁটুল! তুমি যদি পছন্দ করো তবে কিছু নগদ রোজগার করতে পারো।

আগ্হ্! ধোয়া মোছা? না, ধন্যবাদ— ধোয়া মোছা আমি অপছন্দ করি!

জিনের ওপরে আমাকে তুলে দাও, বাঁটুল।
আঃহা! এইতো কিছু বখশিশ পাওয়ার সুযোগ!

নিশ্চয়! রেডি?
ইয়েপ!

উঠুন ঘোড়ার পিঠে— ওহোপ্‌স্‌!
গ্লুগ

গরর! অপদার্থ বল্লিক!
ইস্‌! তোল্লাইটা একটু জোরে হয়ে গেছে। বখশিশটা গেলো!

বাঁচাও! আমার ক্ষ্যাপা ষাঁড়টা বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে!

এই বড় রুমালটাই সঠিক জিনিস। এবার আমি ষাঁড়ের লড়াইয়ের জব করি।
না! ওভাবে নয়। লাল রুমাল তোমার এক পাশে ধরতে হবে!

আমাকে কিছু বলতে হবেনা! আমি কি করছি আমি জানি!
হিঃ হিঃ!
ধড়াম!

তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, বাঁটুল। এই নাও সামান্য কিছু পুরস্কার।

ইল্লুস! এখন আমি কিছু সুখাদ্য খেতে পারবো!

এই বেড়াটা আমি লাফিয়ে পার হই। এটা শর্ট-কাট হবে।

এটাই সবচেয়ে মাংসের বড় টুকরো যার রোস্ট বানানো হয়েছে, বাঁটুল

অ্যাই মরেছে! আমার পকেটটা যে নাই—সেই সঙ্গে টাকাও যে গেছে, ছাই!
বিল

ঠিক আছে! বিল না মেটাতে পারলে প্লেট ডিশ্ ধুয়ে মুছে দিয়ে যাও, বাঁটুল!

উরফ্! জীবনে আমি এতো ধোয়া মোছা করিনি! আরে, হাঁটতে হাঁটতে পরিত্যক্ত সোনার খনির অঞ্চলে এসে পড়েছি!
পরিত্যক্ত খনি

আরে, বাঁটুল এখানে? আমি এই খনি থেকে এক থলে সোনার টুকরো পেয়েছি! তুমি কি লিফ্‌ট চাও?
সাবধান পরিত্যক্ত স্বর্ণখনি
হ্যাঁ, ঘেঁটুবাবু! আজ বড়ই ধকল গেছে।

এই বাতিল খনি আমাকে ধনী করে দিয়েছে, বাঁটুল! ভালোই হলো তুমি আমার সোনা পাহারা দিতে সাহায্য করবে। একজোড়া ছায়ামূর্তি এদিকে ঘোরাফেরা করছে!

থামো! ঠিক ওখানেই দাঁড় করিয়ে রাখো!
সোনার টুকরো ভর্তি থলেটা যে আমাদের চাই, তাই!
! !

উপায় নেই দিচ্ছি তাই—

নিরাশ হবার কারণ নাই, তবে ব্যাপারটা কিন্তু যাচ্ছেতাই—এই যে ধরো!
হোঁক!
হিঁক!

হাঃ হাঃ! আমি সোনা নিয়ে যাচ্ছি। দুর্জন দুটো জলে ঝাঁপ মেরেছে!

হোঃ হোঃ! ভাগ্যিস তোমাকে লিফ্‌ট দিয়েছিলাম, বাঁটুল!

অ্যাই খেয়েছে! আমার এই ঠাকুর্দার আমলের গাড়িটাকে আবার রোগে ধরেছে।
ফকর! ফকর! ফক! ফটাং!

কি রোগ ধরলো যে, স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দম ফুরিয়ে যাবার জোগাড় তবু স্টার্ট নিচ্ছে না!

অ্যাই, গুবরে! দ্যাখ্‌। ওদের গাড়ি এবার মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এবার ওদের পাল্টা লড়াই করার একটা সুযোগও দেবো না। দুপাশ থেকে ওদের কাছে আসবো!

আমি সত্যিই এরকম অদ্ভুত আর অসার মেসিনের কিছু বুঝি না। একজস্টও বন্ধ হতে পারে...

এটাতে আমি একটা বেশ জোর ফুঁ লাগাই।

ঠিক আছে! হাত তুলে দাঁড়াও!
এবার সোনার টুকরো ভর্তি ব্যাগটা আমাদের দিকে বাড়াও!
ওরে বাবা, আবার নয়!

অ্যাই মরেছে! বাঁটুল ইঞ্জিনটাকে দুভাগ করে উড়িয়ে দিয়েছে!
গদাম!
দমাস!

ডেরায় পৌঁছতে আর মাত্র পাঁচ মাইল, বাছারা!
নিশ্চয় আর তারপর তোমরা দীর্ঘ দিন জেলে বসে দুটো পা'কে বিশ্রাম দিতে পারবে! হাঃ হাঃ!
তোমার জন্যেই সোনা রক্ষা পেয়েছে, বাঁটুল, তাই এর অর্ধেকটা তোমার।

অগ্রন্থিত হাঁদা-ভোঁদা

হাঁদা-ভোঁদার
পিকনিক

চল ভোঁদা, আমরা পিকনিক করে আসি। কিন্তু মনে রাখিস, সব কাজ দুজনে সমান ভাগ করে করবো। আচ্ছা তুই ছোট পুঁটলিটাই নে। কেমন?
বেশতো।

কিরে! আমার পুঁটলিটা কত বড়, তবু আমি সোজা চলছি। আয় তাড়াতাড়ি কুঁড়ে কোথাকার।
আমারটা বড় ভারী ঠেকছে।

তুই তো জানিস না, আমার পুঁটলিটা বেলুন তোষক, তাই হাল্কা, - হাঃ, হাঃ, হাঃ!
আর আমারটায় যত ভারী জিনিষ পত্র। সব তোর চালাকি।

ঐ যাঃ! দেশলাই আনতে ভুলে গেছি! এখন এই চারমাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে কে দেশলাই আনবে!
গ্রাম 4 মাইল

কেন? সব কাজই তো দুজনে ভাগাভাগি করে করবো বলেছিস। চল, প্রথমে আমি দুমাইল যাই তারপর তুই।
সেই ভাল। তাই চল।
গ্রাম 4 মাইল

গ্রাম 2 মাইল
ভাই হাঁদা! আমার দুমাইল আমি হেঁটেছি। এবার তুমি তোমার দুমাইল হেঁটে গিয়ে দেশলাই নিয়ে এসো।

এই মরেছে! আবার জোরে বৃষ্টি এলো। আচ্ছা আমি এই গাছতলায় তোর জন্যে অপেক্ষা করছি, তুই যা।
ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল। হেঁকাল মোতো।

হাঁদা-ভোঁদার
গুডলাক

স্কুলে খেলার প্রতিযোগিতায় হাঁদা-ভোঁদার নাম ওঠেনি।
খেলার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়া মাস্টার মশায়ের উচিত হয়নি।
আমাকেও বাদ দিয়েছে। তিনি আমার কেরামতি জানেন না।

হ্যাঁ! তুই আবার খেলবি। তুই শুধু কাটাকুটি খেলতে পারিস।
তবেরে!

ওসব ধরনের ইয়ার্কি আমার ভাল লাগে না।
বাঃ! একে বল ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় নিতে হবে।

তোর লাকটা ভালরে ভোঁদা। প্রতিযোগিতায় চান্স পেলি। আমার ফাটা বরাত!

উফ্!
হাঁদা, ঐ কাঁটায় বসেছিল, তাই এত বড় লাফটা মারলে।
হাঁদা এত বড় লংজাম্প দিতে পারে।

চমৎকার লাফিয়েছ। তোমাকে লংজাম্পে নেওয়া হল।
যাক আমরা দুজনেই চান্স পেলুম।

হাঁদা-ভোঁদার
মাছ ধরা
তোর ঐ ব্যাগে কি আছেরে হাঁদা?
ফোল্ডিং ছিপ
কত বড়রে তোর ছিপ!
স্পেশাল ছিপ।
পুকুরের মাঝখানে বড় মাছ থাকে বলে, আমি বড় ছিপ এনেছি সব থেকে বড় মাছ ধরব দেখিস!
হাঁদা, আমি একটা বড় মাছ ধরেছি! তোর মতো পুঁটি মাছ নয়!
উঃ! দেখ, কত বড়!
হাঃ! হাঃ! মাছের চেয়েও বড় জিনিস গেঁথেছিস। ওটা রেল.....

হাঁদা-ভোঁদার
সাইকেল চড়া

ঐ দ্যাখ আমার ট্যাণ্ডাম সাইকেল, চল একটু বেড়িয়ে আসি।
বাঃ! বেশ সুন্দর! চ যাই।

ভোঁদা তুই পেছনে বোস, কেমন?
আচ্ছা বেশ!

দশ মাইল যাবার পর।
দেখ, দুজনে প্যাডেল করে পাহাড়ে ওঠা কত সহজ।
ভাগ্যিস পেছনে উঠেছি নাহলে প্যাডেল করে হাঁফিয়ে যেতুম।

পনেরো মাইল যাবার পর –
কীরে ভোঁদা! ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস?
একটুও না। আরো পনেরো মাইল যেতে পারি।

তুই যখন আরো পনেরো মাইল চালাতে পারিস, চালিয়ে ফিরে যা। আমি বাসে যাচ্ছি।

গুডবাই ভোঁদা! তুই আয়।

চিঁড়িয়াখানায়—

হাঁদা-ভোঁদা

ঐ লোকটা আমাদের পাড়ার পঞ্চুবাবু। ভারী বদরাগী। কিন্তু ভাল করে বললে সব-কিছু ঘুরে ফিরে দেখায়… দেখিস, সাবধানে কথা বলিস!
আরে না, তুই কিচ্ছু ভাবিস না।

পঞ্চুবাবু! চিঁড়িয়াখানার চারদিক আমাদের একবার দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?
আপনার অনেক দয়া!
কিন্তু এখন আমার টিফিনের সময়! আচ্ছা চল।

উ: কি অদ্ভুত একরকম দেখতে!
ওর নাম ভল্লুবাবু।

উনি নিয়াবাবু। হা:-হা:! আর কিছু দেখতে চাও?

হ্যা, আপনি যে শিম্পাঞ্জী দেখাশুনা করেন তা এখনো দেখিনি।

তুই কথা কইলেই বিপদ! পঞ্চুবাবুতো গেটে টিকিট নেয়।
চিড়িয়া
প্রবেশ পথ

হাঁদা
ভোঁদার

সাইকেল রেস

হাঁদা, সাইকেলের সিট থেকে নামলেই বাতিল, মনে রাখিস।
তার ব্যবস্থাই হচ্ছে।

দুপাক ঘোরার পর
জানতুম ওটা পড়বে। কিন্তু আমি বাবা সিটের সঙ্গে একেবারে এঁটে গেছি !

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ —
এই যাঃ! হ্যাণ্ডেল উপড়ে গেল!

হাঁদা সাবধান! সামনে দেয়াল! নেমে পড়।
সিটের সঙ্গে আটকে আছি, ছাড়াতে পারছিনা যে!

সত্যি হাঁদা, বাজি রাখতে পারি, এবার তোর মত বুদ্ধি কেউ দেখাতে পারেনি।

হাঁদা ভোঁদার
স্যাক রেস

স্কুলে নোটিশ বোর্ডে নোটিশ ঝুলছে।
আমি স্যাক রেসে নাম দেবো।
আমিও।
আগামীকাল যারা স্যাক রেসে যোগ দেবে নাম দেও—

তোকে যদি না হারাতে পারি তো ঘাস খাবো।
বাজিতে রাজি।

তুমি হারলে তোমাকেও ঘাস খেতে হবে।
এই মরেছে!

রেসের দিনে—
ভোঁদা দৌড়ে দোকান থেকে চিউইংগাম নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ মাঠটা দেখি।

আমারটা ছাড়া সব থলিতে এই অসুধের গুড়ো ঢেলে রাখি। একবার গায়ে লাগলেই হয়।

যাও, যে যার থলি নিয়ে এসো আমারটা আমি এনেছি।

যাও!

একটু বাদেই অসুখের কাজ শুরু হল।
উঃ! কী ভীষণ চুলকোচ্ছে!
ওঃ!
দাঁড়াতেই পারছিনা!

এভাবে গেলে হাঁদা জিতবে।

ভোঁদা তখন গড়াতে শুরু করল----

আর গড়াতে গড়াতেই----

একটু নুন এনে দেব?
দূর হ!

হাঁদা ভোঁদার
আর এক কীর্ত্তি

এই দেখুন হাবুলবাবু, কাল ধরেছি।
তুমি কোন কাজের নও! শুধু পুঁটিমাছ ধরায় ওস্তাদ।
লোকটা তো দেখছি বড় চালবাজ।

বাবা তুমি একটুও ভেবোনা। এবার তুমি যে মাছ ধরবে সেটা এই বাক্সের মত বড় হবে।
নন্টুকে দেখাতে হবে। ও ভারি চালিয়াৎ!

বাবা, আজ তুমি খুব বড় একটা মাছ ধরবে।

তিন ঘন্টা ছিপ ফেলে মাত্র দুটো চাঁদা····
টোপটা বোধ হয় ভাল নয়!

এত বড় বাক্সে দুটো ছোট চাঁদা মাছ! নন্টু দেখলে হাসিঠাট্টা করবে ওঃ!
মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!

ওফ! এত বড়?
উলের বোনা সোয়েটারের হাতাটা কেউ দেখেছ?

ভোঁদা! এটা তোর কীর্তি!
হাঃ, হাঃ, হাঃ! হাবুলবাবুই সেরা মৎস্যশিকারী!
যাঃ! মা-ই সব ভণ্ডুল করে দিলে!

খানিক পরে হাঁদা এল ভোঁদার কাছে। সব শুনল।
দ্যাখনা, লোকটাকে কি রকম জব্দ করি।

পরদিন
এক কাটা মাছও ধরতে পারলুম না। হাঁদা তুই বাজার থেকে কিছু বড় মাছ কিনে আন।

হোটেল রেস্টুরেন্ট
টাটকা ভাজা মাছ

এনেছিস? বাঃ! এবার আমার ব্যাগে ভরে দে। কিন্তু খবরদার! কাউকে বলবি না। তাহলে তোকে অনেক বিস্কুট চকলেট কিনে দেবো।

আজ ব্যাগ ভর্তি মাছ ধরেছি। ঠিক টোপ না জানলে কি মাছ ধরা যায়!

ঠিক বলেছ ···· কিন্তু কি টোপে ভাজা মাছ ধরে?

হাঁদা
ও
ভোঁদার
লুকোচুরি

অবাক কাণ্ড! হাঁদা বাড়ি নেই নাকি? দেখি আবার।

খড়্-খড়্
খড়্-খড়্
নিশ্চই ভোঁদা! বইটা ফেরত নিতে এসেছে।

খট্
খট্
দারুণ বই! শেষ না করে দিচ্ছি না। যতই খট্‌খট্ কর।

ঠকাস্
ঠকাস্
বেচারা ভোঁদা! ও হয়তো ভেবেছে আমি বাড়িতে নেই!

দুম্
দুম্
এই মরেচে! জানলা দিয়ে যদি দেখে ফ্যালে! না:, লুকোতে হচ্ছে।

যা ভেবেছি
ঠিক তাই!

ভোঁদাটা গ্যাছে।
এইবার বইটা
শেষ করি।

দু'ঘন্টা পরে।

এই যে হাঁদা! কোথায়
ছিলি বলতো? তোকে
কত খুঁজলুম
খেলবার জন্যে!

খুব জোর খেলা হল! খেলার
পরে যা খাওয়ালেনা, ওঃ!
কি বলব তোকে----

হাঁদা
ভোঁদার
জলযাত্রা

যাচ্ছিস তো নৌকোয় চড়ে দাঁড় টানতে! খবরের কাগজ দিয়ে করবি কি?
বাঃ! কালকের খবরগুলো জানতে হবে না!
রোয়িং ক্লাব

কী কচ্ছপের মত হাঁটছিস ভোঁদা! তাড়াতাড়ি আয়।
আরে কী আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য রে ভোঁদা?

ইস কি অদ্ভুত!
বেশী গ্যাঁজাসনে ভোঁদা। কি হয়েছে বল।

কাল নদীর ধার থেকে একটা লোক জলে পড়ে গেছে!
কি করে পড়ল রে?

সে তার বন্ধুর সঙ্গে বক,বক
করতে করতে যাচ্ছিল।
তারপর যেই----

আরে,আরে
একি!

ওঃ! কি অবাক
কাণ্ড!
কিসের অবাক
কাণ্ড রে?

তুই একেবারে ঠিক সেই
লোকটার মত করেছিস।

এবার লোকটা যা
করেনি তাই তোকে
দেখাচ্ছি!

হাঁদা-ভোঁদার
দৌড়বাজী

হিঃ! হিঃ!
হিঃ! হিঃ!

হিঃ! হিঃ! হিঃ! আজ ভোঁদাকে নিয়ে একটু মজা করবো।

দেখ ভোঁদা! আমি একটু দৌড় প্র্যাকটিস করবো। তুই এই পিস্তলটা ছুঁড়ে স্টার্ট দিবি। বুঝলি?
আচ্ছা। কিন্তু কি বিরাট পিস্তল রে হাঁদা!

ঠিক করে ধরে রাখিস কিন্তু!
ওরে বাবা! কি ভারীরে!

পিস্তলটা ঠিক তোর মাথার ওপর সোজা করে-ধর।

আমি যখন বলবো ঠিক তখন ছুঁড়বি।

নে, এবারে রেডি বলে পিস্তলের ঘোড়া টেনে দে।
রেডি-ই-ই

কৈ রে, তাড়াতাড়ি পিস্তলের ঘোড়া টান।

ছর-র-র

পিস্তলের মধ্যে কালি ভর্তি আমি কি করে জানবো!

হাঁদা-
ভোঁদার
ম্যাজিকে খেলা

এই দ্যাখ হাঁদা! ম্যাজিকে শোয়ের দুটো টিকিট কিনেছি।

দেখলি ভোঁদা! কি অদ্ভুত ভাবে লেবুটাকে ছুঁড়ে দিয়ে এক কোপে কেটে ফেললে!
এ আর এমনকি শক্ত। ও আমিও করতে পারি।
যাদু প্রদর্শনী

বাড়িতে.....
আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কত সহজ কাজ এই রকম লেবু কাটা।

এই দ্যাখ, লেবুটাকে ছুঁড়ে দিলুম। তারপর—

ঔঁাঃ!

হাঁদা ভোঁদার
এক্সপেরিমেন্ট

গাবলুদার বাড়ি নেমন্তন্ন যাবি না হাঁদা ?
আরে সেই জন্যেই তো এইসব নিয়ে এলুম।

দেখবি, এমন একখানা হজমি তৈরি করব, যে ছজনের খাবার দুজনে সাঁটাব।
বলিস কিরে হাঁদা !

হুঁ হুঁ বাবা এ আর দিশি নয়, একেবারে বিলিতি হজমি-

খোদ সাহেবের কাছ থেকে আমার মাসতুতো দাদার শেখা--- প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে এবার এটা মেশালেই—

দুম

গাবলুদার বাড়ি যাচ্ছি রে হাঁদা! শুনলুম মাংস, পোলাও, মাছ, চপ, কাটলেট অনেক কিছু করেছে।

হাঁদা-ভোঁদার
বল দেওয়া

একটিং করছিস নাকি?
নারে, ক্রিকেট বল দেওয়া শিখে নিচ্ছি।

বইটা ধর। বল দেওয়াটা তোকে শিখিয়ে দি।

প্রথমে দৌড়বার জন্যে তৈরী হ। হাত এই রকম ঢিলে ভাবে ঝুলবে।

উঃ!

ভোঁদারে গেছি, বাঁচা!
দাঁড়া এক্ষুনি আসছি।

একটু পরে....
কোথায় ছিলি এতক্ষণ?
লাইব্রেরী থেকে আর একটা বই নিয়ে এলাম।
গোলমালে সমস্যা সমাধান

হাঁদা-ভোঁদার

লাফ ঝাঁপ

দেখ ভোঁদা! ফার্স্ট প্রাইজ মারনেওলা লাফাচ্ছে!
আমি তোকে আশীর্বাদ করছি! বৎস!

ইস! বেচারী হাঁদা!
উফ্‌ফ্‌!

একটা নতুন ধরনের লাফ দিয়েছিলুম, কিন্তু একটু খারাপ হয়ে গেল! দেখব তুই কত ভাল লাফাস।
তোর মত হবেনা নিশ্চই।

এই পিনগুলো দিয়ে ভোঁদার লাফের বারোটা বাজাব!
আজ
প্রতিযোগিতা

ঝাঁপ দেবার তক্তাটা আমি তোর জন্যে ঠিকঠাক করে রেখে এলুম রে ভোঁদা!
ধন্যবাদ তোকে হাঁদা!

হুঁইক্!

অপূর্ব!
অদ্ভুত!
চমৎকার!

সুন্দর ঝাঁপ দেওয়ার জন্য এই কাপ তোমাকে দেওয়া হল।

স্কুলের খেলা ধুলা
খেলোয়াড়
হাঁদা-ভোঁদা

বুঝলি ভোঁদা! কিছু লোক আছে যারা স্বভাব খেলোয়াড় – তা বলে তুই নোস – আমি! ইচ্ছে করলে খেলাধুলায় আমি অনেক উঁচুতে উঠতে পারি। দ্যাখ–

দেখে নে ভোঁদা! কি দারুণ সট্ পুটিং।
সট্ পুট স্কুল রেকর্ড

হুঁ-তা ভালই হয়েছে–তবে বলটা ক্রিকেটের কিনা---
ওঃ ক্রিকেটের.. ঠিক আছে এবারে হার্ডল রেস দ্যাখ!

জলের মত সোজা!

খুবই সুন্দর – কিন্তু এবার দেখাতো হাঁদা তোর কেরামতি!
ওরে ববাবা!

কুছ পরোয়া নেই. এই পোলভল্টেই টের পাবি আমি কি রকম খেলোয়াড়!
হাঁদারে সাবধান!

ওরে ভোঁদা! একি হলো রে!
সত্যি হাঁদা! এবারে মানতেই হবে, যে তুই অনেক উঁচুতে উঠেছিস।

হাঁদা-ভোঁদার
নয়া কাণ্ড

এ্যাই! আস্তা না মেরে দরজায় রং লাগা দিকি দুজনে– আমি একটু ঘুরে আসি।

ইচ্ছে করে তুই আমার গায়ে রং ফেলছিস– ভাল হবেনা বলছি।

তোর গায়ে একটু রং লেগে গেছে বলে তুই আমার জামাটা এরকম করে দিলি? আচ্ছা আমিও মজা দেখাচ্ছি!

আসছে বোধহয় শয়তানটা

এইবার কি হয় রে হতচ্ছাড়া!
অ্যাপ্‌চু

ও-ও-ও-ও

হাঁদা ভোঁদার সম্মোহন
সহজ সম্মোহন বিদ্যা
যে কোন লোককে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করুন

ভোঁদা! এবার যে কাউকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে পারবো!
স্রেফ গাঁজা!

আমাকে সম্মোহিত করে কেউ কিন্তু কিছু করাতে পারবে না!

বেশ! আমি তোকে সম্মোহিত করে ঐ গাছে ওঠাবো আমার মাফলারটা আনবার জন্যে।

দ্যাখ, প্রথমে তোর মুখের ওপর হাত নাড়ব — তোর চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে যাবে— ব্যাস শেষে আমার ইচ্ছেতে তুই চলবি!

ইস! একেবারে সম্মোহিত! আমার আদেশ মত গাছে উঠছে মাফলারটা পাড়বার জন্যে!

হাঁদা! আমি সম্মোহিত হইনি! আমি ঐটার ভয়ে গাছে উঠেছি!
ও-ও-ও!

হাঁদা! তোর বইয়ে ক্ষ্যাপা রামছাগলকে সম্মোহন করবার বিষয়ে কিছু লেখা আছে?

করিৎকর্মা
হাঁদা-ভোঁদা

এঃ! তোরা করেছিস কি! একটু বাদেই যে অফিসের বড়বাবু আসছেন।

শিগগির এগুলো সাফ করে ফ্যাল! আর দশ মিনিটের মধ্যেই এসে যাবেন।
এসব আবার দোতলায় আমার ঘরে তুলতে হবে!

তাহলে কোথাও এগুলি লুকিয়ে ফ্যাল। তাড়াতাড়ি করতে পারলে দুজনকে চকোলেট খাওয়াবো।

দশ মিনিট পরে—
বাঃ! চমৎকার হয়েছে!
ঐ উনি এসে গেছেন।

আসুন, আসুন! ঘরের ভেতরে আসুন। আপনার জন্যে বিশেষ আরাম চেয়ারের ব্যবস্থা করেছি।

বাড়িতে ডেকে এনে ঠাট্টা— বিশেষ আরাম চেয়ারের ব্যবস্থা.... হুঃ যত সব! চললুম মশাই!

হাঁদু ভুঁদু তোমরা কোথায়? এসো তোমাদের চকোলেট খাওয়াই!

হাঁদা·ভোঁদার
ট্র্যানজিস্টর রেডিও
নতুন মডেলের ট্র্যানজিস্টর রেডিও মূল্য-২০১
রেডিও

এই যে হাঁদা! দ্যাখনা একটা লাইসেন্স করাতে হলো! এটা বুঝি নতুন কিনলি?
হ্যাঁ! কেমন জিনিস বল দেখি?

এ একেবারে আধুনিক মডেলের—বুঝলি? এতে সবসময় যে কোন জায়গার স্টেশন বাজবে।
সত্যি?

এ কোন জায়গার গান বাজনা রে হাঁদা?
কি জানি! কি বিদঘুটে গান রে বাবা!

হাঁদারে! এটা থানা!
ওহে! দেখি তোমার রেডিয়োর লাইসেন্স!
থানা

এই দ্যাখ ভোঁদা! লাইসেন্সটা আবার আনতে ভুলেছি! দে তোরটা দে।
কি-কিন্তু হাঁদা!

এই যে স্যার এইযে! আশা করি খুশি হয়েছেন?

কুকুরের লাইসেন্স নিয়ে আমার সঙ্গে মস্করা! দেখাচ্ছি মজা!
ওটা আমার কুকুরের জন্যে করিয়েছি রে হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার
বিনা চাবিতে তালা খোলার উপায়
ভেলকিবাজী

স্যারেরা আমার সব গুলতিগুলো আলমারিতে বন্ধ করে রেখেছে। এবারে তালা খুলে বার করে নি।

বাবাগো!

বাছাধন জানেনা যে আলমারিতে আস্ত মানুষের হাড় রাখা আছে।

আরে ভোঁদা, তুই এখানে কি করছিস?
আমার বলটা পাঁচিলের ওধারে পড়েছে। তালা না খুললে আনতে পারছিনা—কি করি বলতো?

ভাবছিস কেন? আমি হচ্ছি বিনা চাবিতে তালা খোলা বিশারদ বুঝলি?

হতভাগা! এই তোর বল?

চিয়ার আপ হাঁদা! আরো জোরে দৌড়ো, ব্যাটা যেন তোকে ধরতে না পারে।

হাঁদা-ভোঁদার
বাঘ শিকার

জানিস? এই বাঘটা আমার দাদা মেরেছিল!
হিঃ! হিঃ!

হাসালি রে পুঁটে! বন্দুক পেলে আমিও বাঘ মারতে পারি বুঝলি?

সেদিন বিকেলে
হাঁদা! এই নে বন্দুক! পাশের গাঁয়ে নাকি একটা বাঘ এসেছে, দাদাও বাড়ি নেই— এখন তুই ভরসা! চ' ভাই বাঘটাকে মারবি!
এ আর বেশী কি! চ' দেখি কোথায় তোর বাঘ?

হাঁদা! তুই এখানে দাঁড়া! আমরা ওদিকে যাচ্ছি।
হুঁ-হু-দেখবি!
হাঁদারে! তোর কি সাহস! মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারছিস!

গর্-র্-র্!
ভোঁ-ভোঁদারে! বা-বা—

—বাঘ!
হিঃ-হিঃ-হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
কুকীর্তি

হাঁদা শিগগির এদিকে আয়!

শিগগির এই বালতিটার ওপর চেপে বোস, নড়িস না যেন। আমি এক্ষুণি আসছি!
নি-নিশ্চয়

ভোঁদা ওরকম হন্তদন্ত হয়ে গেল কোথায়!

ভেতরে কি যেন নড়ছে মনে হচ্ছে!

ভোঁদা এ বালতিটাকে তুলল না কেন? আঃ! এই বেলচাটা দেখে একটা মতলব মাথায় এসেছে।

বেলচাটাকে এইভাবে বালতির তলায় দিয়ে---

সাবধানে উলটে দি।

তারপর দেখি ভেতরে কি আছে– ও-ও!

ভোঁদা! সা-প!

হাঁদা-ভোঁদার
ছুলোছুলি
স্কুল থেকে কাল আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি, কী মজা নারে হাঁদা?
কিন্তু স্যারেরা আমাকে তোদের ওপর খবরদারির ভার দিয়েছে। বুঝেছিস?

ভোঁদা! তোর কি আক্কেল বলতো? গেটের কাছে তুষার পুতুল তৈরি করছিস?

আমি ভেঙে সাফা করে দি!
ছপাস্!

থ্‌প্যাস!

এই মরেচে হেড স্যার! আমাকে দেখে ফেলবার আগেই লুকিয়ে পড়ি!

ছাদ থেকে বরফের ডেলাটা নীচে ফেলে অন্য একটা পুতুল তৈরি করব।

বেরিয়ে এসো! তোমাকে দেখতে পেয়েছি!

থপ্যাস!

ভোঁদা হতভাগা আবার একটা তুষার পুতুল তৈরি করেছে!

আমিও দিচ্ছি ঠিক করে— আরে একি?
ইয়াও!

হতভাগা! তোমার এই কীর্তি! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!
না, না!

এবার ভালভাবে একটা পুতুল গড়ি, হিঃ,- হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
গ্রহের ফের
ভোঁদা চ' আজ নদীতে সাঁতার কেটে চান করবো!

সত্যি আজ আবার গরমও পড়েছে বেজায়!
সেই জন্যেই সাঁতার কাটতে ভাল লাগবে!

দ্যাখ ভোঁদা! কি রকম একখানা ডাইভ দিচ্ছি!
হাঁদা থাম, লাফাসনা!

হিক্কু!
ছপাৎ!
ধপাস!

তুই কিরে হাঁদা! দু'ইঞ্চি জলে ডাইভ দেখাচ্ছিস? এখন ভাঁটা যেরে বোকা!
ওহো-হো!

কিরে ভোঁদা কি রকম লাগছে বলতো?
সত্যি হাঁদা দুর্দান্ত!

আঁ-আঁ-আঁ! গেছিরে বাবা!

এ যেরে বেল্লিকটা! আমায় খোঁচা মেরে পালাচ্ছে — দেখাচ্ছি মজা!
ব্যাটা ছুঁচো!
হিঃ-হিঃ!

বুঝলি ভোঁদা! হতচ্ছাড়া জয়ে বেড়ার ওপাশে লুকিয়েছে। একটি ঘুসিতে ওর দাঁত খুলে নেবো!

দমাস

ঘুসি খেয়ে তোর মুখটা কেমন পালটে গেছেরে হাঁদা!

ভোঁদা! ঐযে সেই বদমাসটা! তুই ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে সাইকেল পাম্পটা নিয়ে আয়তো— ঘুসি আর খোঁচার শোধ নি!

নলচের ভেতর জল ঢুকিয়ে ওর জলের নীচে লুকিয়ে থাকা বের করছি!

ওরে গেছো বাঁদরেরা, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!
ওরে হাঁদা! এতো সে নয়!

ভোঁদারে আরো জোরে দৌড়ো, ধরতে পারলে ছাতু হয়ে যাবো!

ভোঁদা, ডেঞ্জার আউট হয়েছে! ভাগ্যিস এই পিপেগুলো ছিল!
হাঁদা! লোকটাকে যেন চেনা চেনা মনে হল!

পরদিন স্কুলের পথে—
কাল খুব জোর বেঁচে গেছি আমরা!
সে কেবল এই শর্মার বুদ্ধিতে, বুঝলি?

গেছো বাঁদর! কাল আমার নিশ্বাস নেবার নলচের মধ্যে জল ঢুকিয়েছিলি, এবার কোথা যাবি?

হাঁদা-ভোঁদার
শিক্ষালাভ

হাঁদা! ইদিকে আয়, একটা কাজ করে যা!
বাবা ডাকছে। চুপচাপ কেটে পড়ি!

মাঠে
কিরে ভোঁদা। তোরা এখানে কি করছিস?
এক মিনিটে একশো গজ দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

দাঁড়া ফিনিসিং ফিতেটা আমি ধরি।
হিঃ-হিঃ! বোকারা জানেনা যে এটা রবারের ফিতে।

হুম্! তুই নেহাৎ খারাপ দৌড়োস না বিটলে!

আমায় ধর!
প্যাং-ং-ং-ং
আবার একজনে জাল লাফিয়েও বটিস্

হাঁদা! আমার বেলায় তুই ফিতে ধরবি না।
না-না! এবার আমি স্টার্টার।

হিঃ-হিঃ! এই ক্যাপগুলি ভোঁদাকে ভাল স্টার্ট দেওয়াবে।

ভোঁদা! রেডি-ওয়ান -- টু --

ফটাস!
ওঃ! বেমক্কা কানের কাছে পিস্তল ফাটালি?

এবার দ্যাখ আমি দেখাচ্ছি, এক মিনিটে একশো গজের দৌড়।

একেবারে বুলেটের মত বেরিয়ে যাবো- আঁই!

হতচ্ছাড়া! তখন না তোকে ডাকলুম একটা কাজ করতে!
হিঃ-হিঃ!

এই ভুসির বস্তাগুলো চালার ভেতর রেখে দে।
য়্যা!

ঘন্টাখানেক পরে
হিঃ হিঃ! হাঁদা এবারে এক গজ একশো মিনিটেও যেতে পারছেনা!

হাঁদা-ভোঁদার
লক্ষ্যভেদ
কিরে,আলমারি খুলতেই যে ঘেমে গেলি!
বড্ড টাইট হয়ে গেছে রে হাঁদা!

জানি—তুই ওটাকে টেনে ঘাড়ে ফেলবি! তুই একেবারে একটা ইয়ে!
ওফ্!
দমাস!

এখুনি কুপোকাৎ হয়েছিলি—যাক তোকে একটা জিনিস দেখাব।
উস্!

এই দ্যাখ! এই খেলনা বুমেরাংটা আমি জন্মদিনে উপহার পেয়েছি—চল এটাকে পরীক্ষা করে দেখি।

নে তুই-ই আগে ছোড় ভোঁদা!
আচ্ছা!

কাঠের বেড়ার ওপাশ থেকে বুমেরাংটা কুড়িয়ে আনি।
না, দাঁড়া!

কিরে? বুমেরাং যে আবার ফিরে আসে তুই জানিস না?
ক্যাক!

বুমেরাং ছোড়া যার তার কম্ম নয়! কিন্তু এই শর্মা জানে। খালি দ্যাখ ভোঁদা ছোড়বার টেক্‌নিকটা!

উঁহু-হু-হু!
হাঁদা! তোর টেকনিকে নির্ঘাত কেউ ঘায়েল হয়েছে!
বুঝতে পারছি না বড় না ছোট!

তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই বুমেরাংটা ছুঁড়েছ?
নিশ্চয়! হাঁদা ছুঁড়েছে — কেন কি হয়েছে হে তাতে?
যাক ছোট আছে, পারবে না!

বিশেষ কিছু হয়নি— আমার বড়দার লেগেছে কিনা, তাই তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলো!
ওঃ!
হুম্!

আশা করি আর কখনো বুমেরাং ছুঁড়বে না!
ইক্!

তুই একটা আস্ত গাড়োল! আগে উঁকি মেরে দেখবিতো!
ইস্! বড্ড ভুল হয়েছেরে হাঁদা!

কিছুক্ষণ পরে
আউ-উফ্!
আবার কাকে লাগিয়ে বসে আছিস!
এঃ!

হোঃ-হোঃ!
ভোঁদারে! এটাও দুগ্ধপোষ্য! আর এটার বড় জাঁদরেল ভাই-টাইও নেই!
এ্যাই! তুমি কি এটা ছুড়েছ?

হ্যাঁ! আমি ছুড়েছি, বেশ করেছি! সে জন্যে তুই আমার কি করতে পারিস?
হাঁ-হাঁদা!
বটে! তবে দেখোচ্ছি কি করতে পারি!

এই দ্যাখ, আমি কি করতে পারি–আরো দেখবি?
ওঃ-না!

তখন তো আগে ভাল করে দেখিনি বলে আমাকে খুব বললি! এখন এই দ্যাখ!

হাঁদা-ভোঁদার
সহবৎ শিক্ষা

আয় হাঁদা! দেখি দৌড়ে কে প্রথমে দরজা পর্যন্ত যেতে পারে!
আমিই প্রথমে যাবো, বুঝলি ভোঁদা?

দড়াম্‌!
দ্যাখ হাঁদা দৌড়ে তোকে হারিয়ে দিয়েছি।
এ্যাই ভোঁদা!

দরজা দিয়ে আমায় গুঁতো দেওয়ার প্রতিশোধ!
ধাঁই!
শিগগির থামা তোদের গুঁতোগুঁতি!

শোন! তোদের দু'জনকে কিছু সহবৎ শিক্ষা দেবো!

আমি কি করি ভাল করে লক্ষ্য কর!

ঠিক এরকম হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়াবি—তারপর মোলায়েম করে বলবি—ভোঁদা তুমি আগে!

আচ্ছা, এবার তোরা দু'জনে কর।
আমি তোর থেকে বেশী মোলায়েম হবো বুঝলি ভোঁদা!
আরে যাঃ! আমি তোর থেকে বেশী মোলায়েম হবো হাঁদারাম!

ভোঁদা! তুই আগে। আমি তোর পরে
না-না! তুই-ই আগে হাঁদা! আমি তোর পরে।

দ্যাখ ভোঁদা! ভাল চাস তো তুই আমার আগে যা।
না! আমি পরে। রদ্দা খাওয়ার আগে দরজার দিকে এগো।

যদি আর দু'সেকেণ্ডের মধ্যে না যাস, তো মেরে পন্না উড়িয়ে দেবো!
আর, তুই আগে না এগোলে কোৎকা খাবি!

এইও আবার? ইক্
দুম!
ধাঁই!

ভোঁদারে! সেরেছে কম্ম!

হাঁদু! ভাই! আমাকে আগে যেতে দে ভাই!
না ভাই ভোঁদু! আমাকেই আগে যেতে দে!

হাঁদা-ভোঁদার
মাস্তানী

হাঁদা! তুই আবার আমার পাড়ার ছেলের গায়ে হাত তুলেছিস!
বেশ করেছি! কি করবি তুই আমার!

আচ্ছা! এর শোধ আমি নেবো হাঁদা! তোর খোঁতামুখ ভোঁতা করে দেবো!
আরে যাঃ!

মুখোসের দোকান
যা চাইছি এখানেই পাবো! হাঁদাকে এবার মজাটি দেখাব!

কিছুক্ষণ পরে
দ্যাখ! তোকে কিলিয়ে আবার হাতের সুখ করছি! কি করবে তোর ভোঁদা!

এ্যাই! ওকে ছেড়ে দে!
!

গেছি গো দাদা!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাছাধন আর মাস্তানী করতে আসবেনা!

হাঁদা-ভোঁদার

বলপ্র্যাকটিস্

ভোঁদা! খালি মারের কায়দাগুলো দ্যাখ!

দ্যাখ! যেন রকেট!
ধুম্

দমাক্!
ওফ্!
ধুম্!

ওঃ!
ধপাস!

কি মজা! দোষ পড়ল পুলিশের ঘাড়ে!
পুলিশের নিকুচি করেছে!
আমি না!

কিছু পরে
এই কোনে কর্ণার কিক মারবার চেষ্টা করি!

গেলুম!

ধপাস!
আহ্!

এবার আবার উল্টো মজা দ্যাখ ভোঁদা। তখন পুলিশের পিছনে লোকটা ছুটেছিল, এখন লোকটার পিছনে পুলিশ ছুটেছে!
সত্যি! অদ্ভুত তোর কায়দা!

এবারে দ্যাখ, বল কেমন ড্রিবলিং করছি!

হিঃ! হিঃ! হিঃ!

হঠাৎ
খ্যাঁচ্!

এ্যাঃ! তোমরা দুজনেই!
হ্যাঁ! আমরাই! এতক্ষণে ঠিক ধরেছি!

হাঁদা! এবার বুঝি শুধু পায়ের কায়দা দেখাচ্ছিস!

হাঁদা-ভোঁদার

মৎস্যশিকার

হিঃ-হিঃ! ঐ দিয়ে তুই একটা পুঁটিও ধরতে পারবিনা ভোঁদা!

দ্যাখ হাঁদা! একটা ধরেছি! তুই বলছিলি ধরতে পারবো না!
ফুঃ! ধরেছিস তো একটা চাঁদার ছা! দেখবি যখন দশ সেরি একখানা তুলবো!

শুধু আমাকে লক্ষ্য করে যা! তাহলেই বুঝবি মৎস্য শিকার কাকে বলে!

দেখবি! ফেলবো আর তুলবো!

আরে-আ-!
ম্লচাৎ!

একটা কিন্তু তুই ঠিক ধরেছিস হাঁদা! সেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া!

হাঁদা-ভোঁদার
ওস্তাদি খেল
দ্যাখ ভোঁদা! টেবিলের চাদরটা তুলে নেবো—কিন্তু ওর ওপরের সবকিছু ঠিক থাকবে!
বলিস কিরে হাঁদা!

ছু মন্তর ছুঃ! দ্যাখ ভোঁদা, কি ওস্তাদি খেল! চাদর তুলে নিয়েছি, অথচ কিছু পড়েনি!
তুই কখন কি চুরমার করবি কে জানে!

ভোঁদা! চ' পিসেকে এই ওস্তাদি খেলটা দেখিয়ে আসি!

দেখুন পিসেমশাই! একটা ওস্তাদি কা খেল!
চাদরটা পায়ার সঙ্গে বেঁধে দি! না হলে ও কিছু একটা ভাঙবে!

এবারে আমি টেবিলের কিচ্ছু না নড়িয়ে চাদরটা তুলে নেবো!
বলিস কিরে?

ওয়ান-টু-থ্রি-হুঁক!
ওফ্!

হতচ্ছাড়া ছুঁচো! আমাকে ওস্তাদের খেল দেখাতে এসেছো? পিটিয়ে তক্তা করে দেবো—তা জানিস!

হাঁদা·ভোঁদার

নিগ্রহ

এত তাড়াহুড়ো কিসের রে ভোঁদা?
জানিস না, আজ স্যার অঙ্ক পরীক্ষা নেবে! একটু দেরী হলে পরীক্ষা দিতে দেবেনা!

তুই বলছিলি স্কুলে পৌঁছতে তোর দেরি হয়ে যাবে! কিন্তু আমি তোর লজ্ঝর সাইকেল নিয়ে তোর আগে পৌঁছে যাবো!
?

হিঃ!-হিঃ! আমি ভোঁদার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবো আর ঠিক টাইমে পৌঁছবো!
আফ্!

ক্রিং-ক্রিং ক্রিং!
ইস! অঙ্ক পরীক্ষাটাই বুঝি দেওয়া হলনা!
থামো
বালক বালিকা পার হইতেছে

না! এইমাত্র জানলুম!
মরেছে! গাড়ির ব্রেক নেই জানতিস না?
ধমাস!

সাইকেলটা আরো ঘায়েল করার আগে আমি চড়ে যাই!
নাম আর ঠিকানা?
আস্তে! অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই!

ভাগ্যিস সাইকেলটা সময়মত পেলাম!
বিদ্যালয়

অনেক পরে—
হতভাগা! পরীক্ষার বদলে নীলডাউন হয়ে থাক! দেরি করে আসার এই ফল!
বেচারা হাঁদা! ভোর চারটেয় উঠেও নীলডাউন!

হাঁদা ভোঁদার

কূটনীতি

সত্যি হাঁদা! তুই নেমন্তন্ন করে কেমন সুন্দরে খাওয়ালি!
এ আর এমন কি! ভোঁদা! এগুলো ধুতে তুই যদি আমাকে সাহায্য করিস তাহলে কিছু মনে করবি নাতো?

আরে ব্বাস! এযে গন্ধমাদন রে হাঁদা!
দ্যাখনা! পিসেমশাই বেরিয়েছে – সেই রাত্রের আগে ফিরবেনা!

তুই ততক্ষণ ধুতে থাক ভোঁদা! আমি আর একটা কাজ করে নি!

এই হচ্ছে সেই কাজ – আয়েস! কাজে ফাঁকি দেবার এই হচ্ছে কায়দা!

হাঁদা! আমার কাজ শেষ!
আমিও এই ঘরটা ঝেঁটিয়ে সাফ করলুম! ওঃ! কি ধূলো!
ভাগ্যিস ধূলোগুলি কোনে রাখা ছিল!

দ্যাখ হাঁদা! পরিস্কার করে সব ঐ টেবিলে রেখেছি!
দ্যাখনা ভোঁদা! আমিও কি ভয়ানক ব্যস্ত ছিলুম!

ফিরে এলুম! বাইরে ভীষণ ঝড় বইছে!
পিসে!
ঝড় দেখছি ঘরের ভেতরেও!

সিনেমা যাচ্ছিস? কিন্তু হাঁদা তো যেতে পারবেনা! ওকে আজ অনেক ধোয়া পোঁছা করতে হবে!

হাঁদা-ভোঁদার
অটোমেটিক সাফাই

আমি একটা কাজে যাচ্ছি। তোরা হোটেল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবি আর দেখবি খদ্দেরদের যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে!
তার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না!
হোটেল

সার্সিগুলো বড্ড ময়লা হয়েছে। জল দিয়ে মুছে ফেলি—দাঁড়া হাঁদা, একটা আইডিয়া এসেছে!

দ্যাখ! বাগানে জল দেবার এই পুরোনো হোস্ পাইপটার মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে অটোমেটিক জানলা ধোয়ার মেশিন তৈরি করবো!

এটা দিয়ে ফুটো করে পাইপটাকে জানলার নিচে রেখে দেবো—তারপর দেখবি সার্সি কিরকম আপনা আপনি সাফা হয়ে যাবে!

ওদিকে ঘরের মধ্যে
বড্ড গুমোট লাগছে, জানলাটা খুলে দি! ঘরে বিশুদ্ধ হাওয়া আসুক!

এ সময় রোজ আমার খোলা জানালার সামনে ব্যায়াম করা অভ্যাস !

ইস্, জানলাটা বড় নোংরা ! জানলাটা খুলে একটু বাইরের দৃশ্য দেখি !

বেশ চমৎকার শোভা !
এক–দুই–তিন–
আঃ ! এখন বেশ লাগছে !
দ্যাখ, এবার আমার অটোমেটিক জানলা ধোয়া মেসিন চালু করি !

আল্‌গ্‌ !
গ্যাগল্‌ !
গাল্‌গ্‌ !

হতচ্ছাড়া ! এবার তুই নিজেই অটোমেটিক সাফ হয়ে যা !

হাঁদা-ভোঁদার
শিল্পচর্চা
ফলের ছবি আঁকার চেয়ে খেতে বেশী ভালবাসি আমি! দেখি এই ছুরিটা দিয়ে দু একটা আপেল বাগানো যায় কিনা।

ওপরের আপেলটাই বেশী রসালো মনে হচ্ছে। ওটাকেই তাগ করলাম।

বাঃ! নাকু স্যার ঠিক দেখে ফেলেছেন তো!
ফল হাতানোর মতলব? কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয় হাঁদা!

একটু পরে
এ্যাই হাঁদা! এ কি হচ্ছে?
আউঁক্!

হাঁদা! ঐ কোনে গিয়ে দশ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।
হিঃ হিঃ! যা ফন্দি এঁটেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। আমি এখন একেবারে ফলের কাছে।

ড্রয়িং স্যার পেছন ফিরেছেন, এই মওকা। এই তালে কয়েকটা ফল পকেটস্থ করে ফেলি। ট্রিকসটা কেমন দেখলি ভোঁদা?

ঠিক আছে, এবার নিজের জায়গায় গিয়ে বোসো।
আচ্ছা স্যার!

হুঁ, যা ভেবেছি। কিছু ফল ঠিক গ্যাঁড়াফাই করেছে।
ও!

রাতে বাড়িতে
মোম দিয়ে তৈরি এই ফলগুলো দিয়ে নাকেশ্বর স্যারকে দেখেবি এবার ঠিক বোকা বানাবো!

পরদিন স্কুলে
হাঁদা! ড্রইং ক্লাশের জন্যে ফলগুলো সাজিয়ে ফ্যাল! কিন্তু সাবধান সব ফল কিন্তু গুণে রেখেছি।
ঠিক আছে স্যার!

স্কুল ছুটির পর
হাঃ-হাঃ! আমি আমার তৈরি নকল ফল সাজিয়ে আসল ফল সরিয়ে ফেলেছি। এবার বাইরে গিয়ে মজা করে খাবো।

অ্যাক থুঃ! এগুলোও দেখছি মোমের তৈরি!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি আগেই তোর মতলব বুঝে আসলের বদলে নকল ফল রেখে দিয়েছিলাম।

হাঁদা-ভোঁদার
কনফেকশনারী

বই বই
বাবা বলেছে বাইরে হউগোল না করে ঘরে বসে কিছু হাতে কলমে কাজ শিখতে! দেখি সেরকম কিছু বই আছে কিনা।

বই বই
বাঃ! এই তো হাতে কলমে কাজ শেখার চমৎকার বই!
সহজ মিস্টার প্রস্তুত প্রণালী

ভোঁদা! কি দারুণ একখানা জিনিস এনেছি! পড়, হাতে নাতে তৈরি কর আর খাও! এতে সব রকমের কেক, চকোলেট, লজেন্স আর টফির ফরমুলা দেওয়া আছে, বুঝলি?
বলিস কি!

কিছু পরে
আমি একটু কাজে বেরোচ্ছি! বাড়িতে গোলমাল করবি না কিন্তু!
না বাবা, কোন গোলমাল হবে না!

ভোঁদা, বাবা ক্লীয়ার! এইবার আমরা হাতে কলমে কাজ শুরু করবো। টফি দিয়ে শুরু করি!
পারবি তো?

টফি তৈরি করা যে এত সহজ কে জানতোরে ভোঁদা! বেশি করে চিনি আর সঙ্গে সিরাপ— উলস্!

দুটোতে বেশ করে মেশাতে কোনোই ঝামেলা নেই! এবার এটাকে আধঘন্টা ধরে ফোটাতে হবে!

কিছুক্ষণ পর
এইরে! উপচে পড়ছে!

চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়বার আগেই তুলে ফেলি!

ওরে বাবা! আগুন ধরে গেল যে!

আমাকে ইন ডেঞ্জার ফেলে হতভাগা ভোঁদা পালিয়েছে!

হাঁদো! এসব কি হচ্ছে?
তু-তুমি বলেছিলে ঘরে বসে হা-হাতে নাতে কাজ করতে তা-তাই —

— তাই আমিও তোকে একটা হাতের কাজ দেখাচ্ছি!

দশ মিনিট পরে
হাঁদা! বাবা তোকে আর একটা কি হাতে কলমে কাজ দেখালো রে?
দূর হ!

হাঁদা-ভোঁদার

পাখীর খাঁচা

এসব কি হবে রে ভোঁদা ?
পাখী রাখবার জন্যে পিসেমশাই বড় খাঁচা তৈরি করবেন বলে এসব এনেছেন।

আয় ভোঁদা, আমরা এটাকে তৈরি করে ফেলি। তাহলে পিসেমশাই খুশি হয়ে আমাদের সিনেমা দেখার পয়সা দেবেন।

ব্যাস্, খাঁচা তৈরি ফিনিশ! এবার ঐ খাঁচার পাখীগুলোকে এই জালের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এই নতুন খাঁচায় চালান করে দি।

এ্যাই মরেচে! জালের ফাঁক দিয়ে সব পাখী বেরিয়ে গেল যে রে ভোঁদা! খেয়ালই করিনি যে এই জালের ফুটোগুলো বড়ো।
কি হবে বলতো হাঁদা?

ঘাবড়াবার কিছু নেই। দ্যাখনা, টপাটপ ধরব আর খাঁচায় পুরবো।
এই যাঃ, ফস্কে গেল!

হাঁদা! দ্যাখ ওখানে একটা বসে আছে।

দাঁড়া ভোঁদা! ছাকনি দিয়ে হবেনা। জামা দিয়ে ওটাকে ঠিক পাকড়ে ফেলবো।

ঝপ্‌ পাস্‌!

ঐ আর এক ব্যাটা বসে আছে।

মরেচে! পাখীর বদলে এযে পিসে

অনেকক্ষণ ধরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি হতচ্ছাড়া! আমার পাখী উড়িয়ে দিয়ে এখন আবার জাল দিয়ে আমাকেই চাপা দেওয়া।

পিসেমশাই বলে গেছে যতদিন পাখীগুলো না ধরা পরে ততদিন তোকে নাকি পাখীর বদলে তোকেই খাঁচায় থাকতে হবে। আর তুই যাতে জাল কেটে বেরিয়ে না যেতে পারিস সে জন্যে আমাকে পাহারা দিতে বলেছে। আমার কর্তব্যে অবহেলা হলে আমাকেও তোর কাছে থাকতে হবে বলেছে— ত্যাই বুঝতেই পারছিস----

হাঁদা ভোঁদার
পরোপকার

যা:! বাচ্চাটার হাতের বেলুনটা উড়ে গেল।
তাতে কি। আমি ওর বেলুন ধরে দেবো। লোকের বিশেষ করে ছোটদের উপকার করবি বুঝলি ভোঁদা?

ঐ যে, গাছের ডালে আটকেছে কাঁদিস নে এক্ষুণি পেড়ে দিচ্ছি।

মড়মড়!
যাঃ! ডাল থেকে খুলে আবার ওটা উড়ে গেল!

মড়াৎ!
আগস!

যাক, নরম জিনিসের ওপর পড়েছি বলে লাগেনি— কিন্তু কি বিতিকিচ্ছিরি গন্ধ রে বাবা! এ কি জিনিস বলতো ভোঁদা?
তুই পচা গোবরের ওপর পড়েছিস রে হাঁদা!

বেলুনটা ঐ পাইপের মধ্যে যাচ্ছে রে হাঁদা!
সাবধান
নোংরা জল

মনে হচ্ছে এবারে ঠিক ওটাকে ধরে ফেলবো!

হুস্‌স্‌স্‌স্‌!
গালগ্‌
সাবধান
নোংরা জল

এইবার! ভেসে হাতের কাছে এলেই টক্‌ করে তুলে নেবো।

মড়াৎ!
ঝপাস্‌!

গাল্‌ব্‌!
যাক যে করেই হোক ব্যাটাকে ধরেছি। এবার এটা পেয়ে বাচ্ছাটার মুখে হাসি ফুটলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

নাও খোকা তোমার বেলুন! কত কসরৎ করে এটাকে ধরেছি— মরেছে! কাঁটাতারের বেড়াটা তো খেয়ালই করিনি।
ফটাস্‌!

পুলিস সাহেব! ঐ ধাড়ী ছেলেটা আমার বেলুনটা ফাটিয়ে দিলো। ওকে পাকড়ান।

দাঁড়া বলছি হতচ্ছাড়া!
খুব শিক্ষা হলো! প্রতিজ্ঞা করছি ভোঁদা—ক্ষুদে বিচ্ছুদের আর উপকার করবো না, করবো না, করবো না!

হাঁদা-ভোঁদার
শূন্যে ডিগবাজী

সার্কাস দেখে এসে তুইও দেখছি শূন্যে ডিগবাজী প্র্যাকটিস করছিস ভোঁদা!

আর একবার চেষ্টা করে দ্যাখ ভোঁদা!

ভোঁদা! তুই সার্কাসওয়ালাদের মতো একটা ট্রামপোলাইন তৈরি করে নে! তাহলে খুব সহজে ডিগবাজী খেতে পারবি— পড়লেও লাগবে না!
ঠিক কথা বলেছিস!

গদীর এই শক্ত স্প্রিংগুলো আমাকে অনেক লাফাবার সুযোগ দেবে!

আহা! ট্রামপোলাইন বানিয়েছিস!
দাঁড়া হাঁদা! আমি এখনো এটা পরীক্ষা করে দেখিনি!
ম্যালা বকিস নি ভোঁদা! ট্রামপোলাইনের ব্যবহার তোর চেয়ে ঢের বেশী জানি!

ঘাবড়াস না ভোঁদা! তোর হয়ে আমিই পরীক্ষা করে দিচ্ছি!
মরেচে!

গেছিরে!
হে-এ-ল-প!
স্প্রিং

জিনিসটা ভালোই কাজ দিচ্ছে মনে হচ্ছে।

বার দশেক লাফাবার পর
আমি যে থামছি না! শীগগির আমাকে থামা!
ওকে কি করে থামানো যায় রে ভোঁদা!
আমি জানি। চটপট বড় জলের গামলাটা নিয়ে আয়!

আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি! হাঁদা নেমে আসার আগেই তুই গামলাটা তলায় রেখে দে!

আঁউলগ্ল্যাগ!
এবার আর তোকে লাফাতে হবে না হাঁদা!

হিঃ হিঃ! সত্যিই তুই ডিগবাজী বিশারদ হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার
বুদ্ধি খাটানো

এই যে ভোঁদা! আয়, বল কিক্ প্র্যাকটিস করি!
খুব চমৎকার আইডিয়া হাঁদা!

দিলি তো বলটাকে ঝোপের বেড়ার ওপাশে পাঠিয়ে!
কিকটা একটু বেটপকা হয়ে গেলো রে হাঁদা!

কুছ পরোয়া নেই! আমি এখুনি ওটা নিয়ে আসছি!
আরে, অ্যাই ভোঁদা—থাম!

বেড়ার ওপাশে একটা পেল্লায় ক্ষ্যাপা ষাঁড় থাকে—
অ্যাই মরেছে— কাম ফতে!
আফ্!

পাঁচ মিনিট পরে
শরীরের মতো তোর বুদ্ধিও গোব্দা হয়ে যাচ্ছে ভোঁদা! সাবধান করবার সময় দিলি না! এ সবে বুদ্ধি খাটাতে হয়!
এই দ্যাখ! এই বিশেষ ধরণে তৈরী তীরে দড়ি বেঁধে কতো সহজে বল ফিরিয়ে আনি!

এই ভাবে!
সত্যি হাঁদা! তোর জুড়ি নেই!

এবারে আমার কিক্ দ্যাখ !

এঃ, একটুর জন্যে এদিক ওদিক হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো !

আবার দ্যাখ, কেমন এখানে দাঁড়িয়েই ভেতর থেকে বল বের করে আনি !

আবার সামান্য টানেই ঘর থেকে বল হাতে চলে আসবে—
এ কি, কিছুতে আটকেছে, জোরে হ্যাঁচকা দি !

অ্যা-অ্যাই মরেচে !
তোর বিশেষ তীর এবারে একটা হাত পা ওয়ালা বল আনছে হাঁদা !

হতচ্ছাড়া প্যাকাটি! একটু সুযোগ পেলেই তোর তীর ছুঁড়ে তোকে ধরবো, তারপর—

হাঁদা-
ভোঁদার

দড়ির ফাঁস

আমি তোকে গরু খোঁজা করছি, আর তুই দড়ি হাতে এখানে? কি করছিস দড়ি দিয়ে ?
দড়ির ফাঁস ছোঁড়া প্র্যাকটিস করছি !

এতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে দুষ্কৃতিকারীকে বেঁধে ফেলা যায়— এই যাঃ! আবারও ফস্কে গেলো !
হিঃ হিঃ! সামান্য একটা ফাঁস ছুঁড়তে এতোবার ফস্কাচ্ছিস !

খুব যে ওস্তাদী করছিস হাঁদা! তুই ছুঁড়তে পারিস ?
ফুঃ! খুব ভালো ভাবেই পারি! কম্পিটিশানে প্রাইজ পেয়েছিলাম! দে, তোকে হাতে নাতে করে দেখিয়ে দি!

দ্যাখ, ভোঁদা! এই ভাবে দড়ি ধরে এমনি ভাবে লক্ষ্য বস্তুর ওপর ছুঁড়ে দিতে হয়!
লক্ষ্য বস্তুতে তো ঠেকলই না রে হাঁদা!

একটায় ঠেকেনি কিন্তু আর একটায় লাগিয়েছি! এবারে কিসে লাগিয়েছি সেটা টেনে এনে দেখা যাক!
?

আঁউক!
পুলিশ, পুলিশ, বচাইয়ে! হামাকে গুম কোরবার চেষ্টা হোচ্ছে!
এ্যাই মরেচে!

কাঁহা গেলো ও বদমাস ডাকু! লেকিন, হাঁথ মে যব পাবো তো দিখাবো এ ডাণ্ডা কা খেল!

হাঁদা-ভোঁদার

উচিত শিক্ষা

চল ভোঁদা! নিরিবিলিতে মাঠের ধারের পুকুরটায় মাছ ধরি তারপর বিকেলে সিনেমায় যাবো।
খুব ভালো মতলব হাঁদা!

কি চমৎকার গোলমালহীন শান্ত পরিবেশ বলতো ভোঁদা?
হ্যাঁ! কিন্তু চারে বোধহয় মাছ এসেছে হাঁদা!

–এখানে কেউ তোকে ল্যাং মারবে না, কেউ তোকে গোত্তা মারবে না, কেউ— আ- আরে- কি- কি মাছ রে?
গলবজ্‌!

কি রকম মজার ব্যাপার বলতো? জলের তলায় সাঁতার কাটতে কাটতে দেখলাম মাথায় পোকা আটকানো একজোড়া সুতো ঝুলছে! ও মাথায় কি আছে দেখবার জন্যে টান দিলাম—এবং কি দেখলাম? এক জোড়া মর্কট!
শুনলি?
গুলুকস্‌!

কিছু পরে
হতচ্ছাড়াটা এখানে এসে লুকিয়েছে। আমি ভেতরে ঢুকে ওকে আচ্ছা করে দুরমুস করে আসি!
ভোঁদা, গোয়ার্তুমি করিস না। থাম!

ঢুকতেই
অ্যাঁক!

হিঃ হিঃ!
ওঃ! হতভাগা আমার মাথায় আস্ত একটা পাহাড় ফেলেছে মাইরি!
বুদ্ধু কোথাকার! বললুম থাম, এখন নিজেই মাথায় দুরমুস খেয়ে এলি!

পরে
পাষণ্ডটা বোধহয় ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে কিছু করছে। দ্যাখ, পুরোনো রঙের টিন দিয়ে চিমনির মুখ বন্ধ করে ধোঁয়ায় ওর দম বন্ধ করে দেবো
দ্যাখ, এবার কাশতে শুরু করেছে! হেঃ হেঃ! এবার বেরোলেই এই হোস পাইপের ফোয়ারা ছোটাবো!
খক খক
এই যে বেরিয়েছে! হেঃ হেঃ! চোখের বদলে চোখ! জলের বদলে জল এই হচ্ছে আমাদের নীতি!
আগহ্! অপস্! গ্লাগল্!
ওরে বাবা! এ যে আমাদের ড্রয়িংস্যার!
কাজ করতে করতে চা করবো বলে যেই আগুন জ্বালিয়েছি অমনি চিমনির মুখ আটকে দম বন্ধ করবার, আর যেই বেরিয়েছি অমনি জলে ভিজিয়ে মারার চেষ্টা!
হিঃ হিঃ! ড্রইংস্যার ফোটো ডেভেলপ করবে বলে ঘরটা নিয়েছিলো!
সপাং! সপাং!
সিনেমায়
ছোকরা তো বড় অদ্ভুত! এতো সিট খালি পড়ে আছে, অথচ তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখছে!
কতো রকমের বুদ্ধু আছে!

হাঁদা-ভোঁদার
টিনের গামলা

হাঁদা! আমাদের জামা-কাপড় কাচবার টিনের গামলাটা ফুটো হয়ে গেছে। তুই জগুবাবুর গামলাটা চেয়ে এনে ভোঁদার সঙ্গে জামাকাপড় সব কেচে ফ্যাল্!

আচ্ছা পিসেমশাই!

এই মরেছে! বৃষ্টি এসে গেলো দেখছি!

বৃষ্টিটা একটু জোরেই এলো! কুছপরোয়া নেই এটাই ছাতার কাজ করবে।

আধঘন্টা পরে
দেরী করে গিয়ে, আমাকে দিয়ে সব করাবার মতলব! কাদা ছুঁড়ে তোকে ভূত বানিয়ে দেবো!
হিঃ, হিঃ! কিছুই করতে পারবি না। এটা এখন আমার ঢাল!

হাঁদা, তোকে পাকড়ে পিসেমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাবার নির্দেশ আছে!
মরেচে! পেছনে ভোঁদা আর সামনে ক্ষ্যাপা কুকুর!
গররররর!

গামলার ভেতরে লুকিয়ে আমাকে ফাঁকি দেওয়া অতো সহজ নয় হাঁদা!

বেরিয়ে পড়ো বাছাধন! তোকে আমি—ওরে বাবা! এতো হাঁদা নয়, কুকুর!
গররররর!

বাঁচাও!
গররররর!
হোঃ হোঃ! আরো জোরে ছোট ভোঁদা! কুকুরটা বোধহয় পাগলা!

ইয়াপ্পি! এবারে এটা দোলনা!

... তারপর জলে এটা আমার চমৎকার নৌকো!
মাছ ধরাও নৌকা চালনা নিষেধ

কিছু পরে
প্যারাম্বুলেটরের চাকা! মাথায় চমৎকার একটা মতলব এসেছে।
জঞ্জাল ফেলার জায়গা

টিনের গামলা এবারে চমৎকার গাড়ি হয়েছে। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ভোঁদা সব কেচে ফেলেছে। গামলাগাড়ি করে ঢালু পথে তাড়াতাড়ি এবারে বাড়ি ফিরতে পারি।

মরেছে! সোজা একেবারে আমাদের বাগানের দিকেই যাচ্ছি!

হতভাগার খালি কাজে ফাঁকির মতলব। ফিরুক একবার তখন বুঝিয়ে দেবো যে—
অ্যাঁক্!
খেয়েছে! হাঁদা কোত্থেকে উড়ে এসে পিসের টাকে টক্কর লাগালো!

হতভাগা বিটলে! আমার সঙ্গে রসিকতা! ভোঁদা! আরো যতো কাপড় চোপড় আছে নিয়ে আয়!
এখুনি আনছি পিসেমশাই!

হাঁদা-
ভোঁদার
পিং পং

দ্যাখ হাঁদা, কি মার! এটা আর তুই ফেরাতে পারবি না।
তাই নাকি। দ্যাখ তবে!

অ্যাই মরেচে! পিসেমশাইয়ের শখের বিদেশী ফুলদানীটার দফা একেবারে রফা!

ভেতরে হাত দিয়ে ওটাকে সোজা করে রাখ, তাহলে তাড়াতাড়ি জোড়া যাবে।
পিসেমশাই দেখতে পেলে আমাদেরও এর মতো অবস্থা করবে।

এবারে? এই যে হাত আমার ভেতরে আটকে গেলো— এবারে কি হবে রে বুদ্ধির ঢেঁকি!

এইরে! আবার ভাঙলো! সব চেয়ে ভালো হয় হাঁদা নিজেরা নতুন করে একটা বানালে।
ওউফ!

মেসিন চাকে মাটি দিয়ে একটা বানাতে সুরু করি। মনে হয় তৈরি করা খুব শক্ত নয়।
নে, চাকা ঘোরা!

অ্যাই খেয়েছে! মাটি যে চাক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো!

কিছুক্ষণ পরে
যাক, শেষপর্যন্ত একটা বানিয়েছি। এবার শক্ত করবার জন্যে এটাকে উনুনে দে।
এখানে কি হচ্ছে র‍্যা?

কিরে, বাক্যি হরে গেলো নাকি? কি করছিলি এখানে? ভোঁদার হাতে ওটা কি?
এই-পিসেমশাই-ওঁক্‌ৎ-এটা-ওঁক-ওঁক্‌ৎ—

কি ওঁক ওঁক করে ঢোঁক গিলছিস—অ্যাই ভোঁদা, তুই বল!
বলছি! হাঁদা আপনার বিদেশী ফুলদানীটা ভেঙে ফেলেছে কিনা, তাই ইয়ে-মানে আর একটা নতুন তৈরি করে—

কি? আমার দুর্মূল্য ফুলদানী ভেঙে তার বদলে গুড়ের নাগড়ি বানিয়েছো মর্কট! নাগড়ি দিয়ে তোর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিলুম!

অ্যাই ভোঁদা! এটা ফাটা শিগগির!
খুবই ব্যথিত রে হাঁদা! কিন্তু পিসেমশাই নির্দেশিত সময় এখনো আসেনি। ওঁর কড়া হুকুম যে, সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে তার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে। তাই বুঝতেই পারছিস—

হাঁদা-
ভোঁদার
বক্সিং ট্রেনিং

আমার সঙ্গে ওস্তাদির
এই হচ্ছে জবাব !
?

ঠিক আছে ভোঁদা! পরে আমি তোকে দেখে নেবো !
তোমার চেয়ে বড়োর সঙ্গে তুমি বেশ ভালো লড়াই দিয়েছো।

মনে হয় তোমার কব্জিতে বেশ জোর আছে। শোন, আমার একটা বক্সিং ক্লাব আছে। তুমি সেখানে আসতে পারো।
আজই আমি বাড়িতে গিয়ে বলবো !

ভোঁদা, আমি থাকতে বক্সিং-এর জন্যে তোকে ক্লাবে যেতে হবে না। ওসব কায়দা কানুন আমার জানা আছে। আমিই তোকে ট্রেনিং দিতে পারবো।
বলছিস যখন তাই হবে হাঁদা!

দ্যাখ, তোকে কেমন পাঞ্চ বল তৈরি করে দিয়েছি। এবার এতে জমাটি ঘুসি লাগা দেখি ভোঁদা!

মরেচে! পিসেমশাইয়ের শখের আয়না খতম !
ঝনননন!

রবারের ফিতেটা বড় বেশী লম্বা—
ওয়াফ !

পরে
বক্সিংএর জন্যে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে হাঁটাও একটা ব্যায়াম। চল—এক—দুই—
সাবধান হাঁদা! তুই প্রায় আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছিস!

টিং! টিং!
মরেছে! অ্যাই হাঁদা, শিগগির থাম —
রাস্তা মেরামত
কাঁচা সিমেন্ট

অ্যাই ইই— আহ্!

পরে একটা বড় রবারের বল আছে, সেটা নিয়ে আসি। ততক্ষণ তুই নিজের ছায়া দেখে প্র্যাক্‌টিস কর।

গেছি গেছি! ওহ্, আমার হাতটা উহ্!
এনেছি রে ভোঁদা! এটা দিয়ে এখন তুই প্র্যাক্‌টিস করবি।

এসব কি হয়েছে! কে করেছে?
হাঁদা—ও আমাকে ট্রেনিং দিয়েছে!
বক্সিং ক্লাব

তাই নাকি—আচ্ছা। ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও আর আমি হাঁদাকে কি করে তোমাকে ট্রেনিং দেবে সেই ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছি! এদ্দিকে এসো হে ছোকরা!
তোর সঙ্গে পরে দেখা হবে ভোঁদা!

একঘন্টা পরে
কোঁওওও! আমার জন্যে একটা বিছানা কর ভোঁদা! ভেবে দেখলুম তোর ক্লাবে যাওয়াই ভালো। উঁউঁউঁক্!

হাঁদা-ভোঁদার
পেয়ারার মোরব্বা
অযথা সময় অপচয় না করে কিছু বিক্রি করলে হয় না ভোঁদা
ঠিক, কিন্তু কি জিনিস
পেয়ারার মোরব্বা! আমি জানি কি করে তৈরি করে। আয় ভোঁদা আমরা মোরব্বা তৈরি করি।
কিন্তু পেয়ারা যোগাড় করতে হবে। এদিকে আমাদের একটাও পয়সা নেই।
সবুর কর আর দ্যাখ
ঐ দ্যাখ, ফেকুবাবুর বাগানে গাছ ভর্তি পেয়ারা, কিন্তু লুকিয়ে পাড়তে হবে।
এই তক্তা দিয়ে গাছের কাছে পৌঁছনো সহজ হবে।
ব্যস! এবার আর ওদিকে
যাবার ভয় রইলো না।
মরেচে! এযে ফেকুবাবু!
অ্যাই, আমার পেয়ারাগাছে হাত দিবি না. হতভা—
অ্যাই মরেচে! নর্দমার ঢাকনা যে উপড়ে চলে এসেছে!
গেলুম রে!

পালা ভোঁদা! প্ল্যানটা একেবারে মাঠে মারা গেলো।
পরে
এই যা সাঁড়াশী তৈরি করেছি, এ দিয়েই কাম ফতে হবে!
চমৎকার!
যদি শয়তানেরা আবার আসে আমি ওপরে উঠে লুকিয়ে থাকি।
মাথাটা শক্ত করে ধর ভোঁদা! একটাকে সাঁড়াশী দিয়ে পাকড়ে আনি।
আঁরক!
তাড়াতাড়ি পালা ভোঁদা! ফেকুবাবু গাছের ওপরে আর আমার সাঁড়াশীটা কেড়ে নিয়েছে!
যাক, এখন আর আমাদের নাগাল পাবে না।
পেয়েছে হাঁদা! তোর সাঁড়াশী দিয়েই তোর নাগাল পেয়েছে!
শেষপর্যন্ত তোর মাথায় একটা পেয়ারা গজিয়েছে হাঁদা। কিন্তু ও দিয়ে কি মোরব্বা হবে? ফিক ফিক!

হাঁদা-ভোঁদার
মডেল প্লেন

দ্যাখ্ হাঁদা, আমার তৈরি মডেলপ্লেন!
তাই নাকি রে ভোঁদা!

তাহলে তো একটু ভালো করে দেখতে হচ্ছে!
আরে, আরে, একি করছিস?

এটা উড়িয়ে দেখি যে এটা কেমন উড়তে পারে!
কিন্তু ওর মধ্যে কোন ইঞ্জিন নেই।

এ দেখছি ভালো করে উড়তেই পারে না···
···কি বাজে ভাবে নামলোরে ভোঁদা।

অনেকে তারে বেঁধে মডেল প্লেন ওড়ায়। দেখি আমি এই তারটা দিয়ে পারি কি না।
সাবধান হাঁদা!

এবার আমি যা চাই তাই এটা দিয়ে করতে পারি! এই দ্যাখ্!
ওফ!

দারুণ মজা করা গেলো ভোঁদা। কিন্তু এখন আমি খেতে যাচ্ছি।
আমার প্লেনটা ভেঙে টুকরো করেছে!

পরে
আরে! ভাবতেই পারছি না ভোঁদা ওর মডেল প্লেন ওড়াবার জন্যে রেডিও কন্ট্রোলার জোগাড় করেছে। এবার আরেকটু মজা করি।
ও আসছে আমি এটা না দেখার ভান করি।

এবার আমার পালা ভোঁদা।

হেঃ! তোর এই কন্ট্রোলার কোন কাজের নয় ভোঁদা। এটা তোর প্লেনটাকে মাটি থেকে তুলতেই পারছে না।

তার মানে?
হিঃ হিঃ! পারছে না এই জন্যে যে, ওটা আমার প্লেনে কাজ করবে না। এটা কাজ করবে ক্যাপটেন জুতুড়িয়ার প্লেনে—এবং দ্যাখ্ ঐ ওটা আসছে!

উফ!

ছোঁড়াটাকে পাকড়াও সিপাইজী। ও আমার বিনা অনুমতিতে আমার রেডিও কন্ট্রোলার ব্যবহার করেছে আর প্লেনটাকেও বিধ্বস্ত করেছে।
ও নিজেকেও বিধ্বস্ত করেছে।

ঘাবড়াস না হাঁদা। ফিরে এসে আরো মডেল প্লেন ওড়াতে পারবি।

হাঁদা-
ভোঁদার
ডাইভ
কেলেঙ্কারী

ওরে বাবা! আমি অনেক উঁচুতে! আমি কি রকমের ঝাঁপ দেবো?
ভোঁদাটাকে আচমকা ধাক্কা মেরে ডিগবাজি খাওয়ালে কেমন হয়?

এটা কি হলো? অরগহ!

ঘুব!

ওপস্!
এই যে, ভোঁদা! এই ডাইভটা কি তোর পছন্দ হয়নি?

তাহলে পেছন দিকে ঝাঁপটা চেষ্টা কর!
ইঁয়াফস!

গরর! এজন্যে আমি তোকে—
না,না! কোন রকম গুজ্জোতি চলবে না!

ফটকেটাকে আমি এখানেই পাবো। ও এই পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে বাড়ি যায়।
পার্ক

পার্কের এই বেঞ্চটা মনে হচ্ছে বেশ লাফিয়ে ওঠার উপযুক্ত।

আমি শুধু এর অবস্থানটা সামান্য একটু পাল্টাবো।

এবার কয়েকটা পাতা আমার ওপর ছড়িয়ে দিই।

আরে! ভোঁদা যে! সং সেজে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস?
আরে, আমি এই ঝোপটা লাফিয়ে পার হতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।

ওঃ! এই কথা! তবে তুই যে তোর গোদা দেহ নিয়ে তা পারবি না সেতো জানা কথা। হাইজাম্প কি করে করতে হয়, দ্যাখ।
হ্যাঁ, আমি ঠিক দেখে যাচ্ছি!

একি! আমি কিসের ওপর নেমেছি?

ইরক্!

হাঃ হাঃ! এটা একটা অসাধারণ ডাইভ ছিলো, হাঁদা। সামনের ঝোপ ডিঙিয়ে বেঞ্চে টোকা মেরে দিয়েছিস!
গরর!

হাঁদা-ভোঁদার
পরোপকার
এটা বেশ ভালো আইডিয়া!
অসহায় বৃদ্ধদের সব রকম কাজে সাহায্য করুন
আপনার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি?
হ্যাঁ, জানালার কাঁচগুলি পরিষ্কার করতে পারো।
আমি এই ভোঁদকার থেকে চটপট আপনার কাজ সেরে দেবো!
উফ্!
না, তোমার মতো কুঁদুলমার্কা ছেলে আমি পছন্দ করি না!
গেছিরে!
রাস্তায় ফিরে
সরে যা, গোবলা! তোর বলে আমি একজনকে ক্যাঁচাকলে ফেলবো!
ওপাশেরটা হয়ে গেছে এবার এপাশেরটা হয়ে গেলেই কাজ শেষ।
ইরক! আমার বালতি!

নাচ্ছার! অন্য ছেলেটাকে দিয়ে কাজটা করালেই ভালোহতো দেখছি!
পরে
হাঁদাটাকে যে কোনভাবে জব্দ করতে হবে, আঃ— এই বিজ্ঞাপনটা দেখে একটা মতলব মাথায় এসেছে!
এই যে, হাঁদা! ওপাশে রাস্তার মোড়ে একজন বুড়ি দাঁড়িয়ে। তুই তার হাতের বোঝাটা বয়ে দিয়ে তো সাহায্য করতে পারিস?
এই যে আমি এসে গেছি। আপনাকে আর কষ্ট করে বইতে হবে না আমাকে দিন!
অলপ্পেয়ে ড্যাকরা! তোর মতলব আমি জানিনা ভেবেছিস?
একি? আঁউফ!
ছেকনো ছিনতাইবাজ থেকে সাবধান
হিঃ হিঃ! তোর উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছিস, হাঁদা— তুই এই বিজ্ঞাপনের ছবিটার দিকে আগে তাকা!
ছেকনো ছিনতাইবাজ থেকে সাবধান
হেঃ হেঃ! তোর এই ছবিটা আমি আসল ছিনতাইবাজের ওপর সেঁটে দিয়েছিলাম!
বাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার
স্টপ-ওয়াচ

আজ পিসেমশাইয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর জন্য রেস্টুরেন্ট থেকে আনা খাবারের স্টক থেকে কিছু হাতিয়েছি।

এই যে! এখানে লুকিয়ে কি করা হচ্ছিলো শুনি? কখন থেকে খুঁজছি! খালি কাজে ফাঁকি মারার তাল।
এই রে! ভাগ্যিস খাবারগুলো শেষ হয়ে গেছে!

তোদের কাজের সময় ঠিক রাখার জন্যে আমি ঘড়ির দোকানে একটা স্টপ-ওয়াচের অর্ডার দিয়েছি সেটা নিয়ে আয়।

ঘড়ির দোকানে
স্টপ-ওয়াচ যখন নিতে এসেছো তখন যাবার সময় এই মান্ধাতার আমলের গোদা অচল ভাঙা ঘড়িটাকে ফেলতে সাহায্য করো!

বাইরে
অ্যাই, ভোঁদা! তোর ঐ গাড়িটা দিয়ে আমি কিছু কাজ করবো।

এই মান্ধাতার আমলের ঘড়িটা আমাকে একটা দারুণ মতলব জুগিয়েছে, ভোঁদা!

মোরব্বা রে, ভোঁদা! রদ্দুরে দিয়েছে! আমার দারুণ পছন্দের জিনিস।

ওটা এবার এই ঘড়িটার ভেতরে লুকিয়ে রাখি।

খানিক এগিয়ে
এখানে লেবুর আচার! আমার দারুণ ফেভারিট! এটাও নিতে হচ্ছে!

এটাকেও ঘড়ির ভেতরে রেখে দি। দেখেছিস, বাতিল ঘড়ি কি রকম কাজ দিচ্ছে!

বাড়িতে
বাগানের এই ঘরটাতে ঘড়িটা লুকিয়ে রেখে দি।

ঘড়িটা বেশ সুন্দর রে হাঁদা!
আমি ঘড়ির চেয়ে ওর ভেতরের জিনিস সম্বন্ধে বেশী উৎসাহী!

এই হাঁদা! ঘড়িটা যদি এখনো ঠিক চলে?
ও আর চলবে না। ইঃ! দারুণ মোরব্বা রে মাইরি!

ঢং ঢং ঢং ঢং
অ্যাই মরেচে!
ওহ্!

একি! হাঁদা তুই এখানে? কাজে ফাঁকি মেরে ভোঁদাকে নিয়ে মিউজিক চালিয়ে ফাস্টি হচ্ছে? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা—

উফস! এর মধ্যে নির্ঘাত আমার দুবার ওয়ার্লড রেকর্ড ভাঙা হয়ে গেছে, ভোঁদা!
এই স্টপ-ওয়াচ অনুযায়ী এখনো হয় নি, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার
ছুরির খেলা
দ্যাখ্, ভোঁদা! কি ভাবে ঠিক মধ্যিখানে লাগাই!

ক্ষুদে বর্শা ছুঁড়ে খেলা আর নয়, হাঁদা! এ ভয়ানক সাংঘাতিক!
বাহ্!

এই নতুন তৈরি ধনুক আর মুখে রবারের চোষক লাগানো তীর যথেষ্ট নিরাপদ।

এবার ঝোপের বেড়ার ওপরে রাখা নিশানার দিকে তীর ছুঁড়লুম।

ওফ্‌স্!
ইঃ! ওখানে আবার মরতে কে ঢুকেছে!

বেআক্কেলে! মর্কট! এমন কিছু কর যাতে উপকার হয়। ঝোপ কাটার এই কাঁচিটা শান দিয়ে নিয়ে আয়।

সুতরাং
আমার পিসেমশাইয়ের ঝোপ কাটার কাঁচিটায় শান দিয়ে দেবেন?
নিশ্চয়ই! তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। হাতের কাজটা আগে সেরে নি।

চুপ করে বসে না থেকে আয় ভোঁদা নিশানা প্র্যাকটিস করি। আগে আমি পরে তুই।
ভালো নিশানা! কিন্তু তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

কাকতাড়ুয়া কোথায় পাবো বলতে পারো?
না! কিন্তু আপনার জন্যে আমরা তৈরি করে দিতে পারি।
সুতরাং
প্রায় হয়ে এসেছে, কি বলিস ভোঁদা?
হ্যাঁ!
চমৎকার হয়েছে! এবার এটা কাঠের বেড়ার গায়ে রাখো। তারপর চোখ বাঁধতে হবে।
বেশ হয়েছে! এবার সব কিছুই ঠিকঠাক আছে।
সেই সময়
একি! আমার জামা কাকতাড়ুয়ার গায়ে এলো কি করে?
আ-আরে- পিসেমশাই দেখে চলুন!
এ কি-ক্কি ব্যাপার!
ইর্‌‌ক্‌! এ আমি দেখতে পারছি না!
এ নির্ঘাত সার্কাসের লোক ছুরি ছোঁড়া প্র্যাকটিস করছে!
বাপ রে! এই সাংঘাতিক জায়গা থেকে পালিয়ে বাঁচি!
এই নে তোদের ক্ষুদে বর্শা ছুঁড়ে খেলার জিনিস! এটা সকলের পক্ষেই যথেষ্ট নিরাপদ!
ঠিক আছে, পিসেমশাই!

হাঁদা-ভোঁদার
মহাকাশযান

আমি আমার উড়ন্ত চাকি তৈরি করেছি, এবার আমি মহাশূন্য অভিযানে বেরোবো।
তাই বুঝি?

এই যাঃ! আমার মহাকাশযান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো! এখন আমি গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়ে গেলুম!

এই যে, অধিনায়ক ভোঁদা! আমি অন্য গ্রহবাসী বন্ধু, আমি আপনাকে তারা দেখতে সাহায্য করবো!

এখন কি তারা দেখতে পাচ্ছেন? উল্কাপিণ্ডের বিপদের কথা ভুলবেন না!

নজর রাখুন! এই যে এবার একটা উল্কাপিণ্ড!

আপনার মহাকাশযান ফুটো হয়ে গেছে! এবার সমস্ত বাতাস বেরিয়ে যাবে এবং আপনার নিশ্বাসও সেই সঙ্গে নিয়ে যাবে!

বিস্ফোরণ ঘটে আপনার মহাকাশযান এবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!
অধিনায়ক ভোঁদাও ছিটকে মহাশূন্যে বেরিয়ে যাচ্ছে!
গেলুম!

মহাকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকুন! যতক্ষণ না কেউ উদ্ধার করতে আসে! আমি আমার গ্রহে ফিরে যাচ্ছি, টা টা!
এর ফল তুই পাবি, হাঁদা!
পরে
ঐ যে হতচ্ছাড়াটা যাচ্ছে . . .
অন্য গ্রহের বাসিন্দা হাঁদার মুখটা গাধার মতন!
ওর মাথার ভেতরে ছাতা পড়ে গেছে!
এতো ভোঁদার গলা!
গোব্দা ভোঁদড়টা গেলো কোথায়?
এই যে আমি তোর পেছনে, হাঁদা!
অ্যাঃ?
হাঃ হাঃ! দড়িটা একটা ভারী বস্তুর সঙ্গে বাঁধা আছে, হাঁদা! এইবার তুই মহাশূন্যের সবথেকে সাংঘাতিক বিপদ কালো গহ্বরের মোকাবিলা করবি, হাঁদা!
বাঁচাও!
এর প্রচণ্ড আকর্ষণ থেকে কিছুই রেহাই পায় না! এটার আঁকশীতে আটকালে সবকিছুকেই টেনে নিয়ে যায়!
আহ্!
মহাশূন্যের এই কালো গহ্বরে ভালো করে অভিযান চালা, হাঁদা!
এবার তোকে ঠিক মহাকাশযানে উড়ে আসা অন্য গ্রহবাসী বলে মালুম হচ্ছে, হাঁদা!
রুঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
খাবার ছিনতাই

আমি একটা খাবার হাতাবার যন্ত্র বানাতে পারতাম তো ভালো হতো।
আমি অবশ্য তোর জন্যে একটা তৈরি করতে পারি।

এই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে আমি সব করতে পারি।

এটা একটা বিশেষ ধরণের হাতা তৈরি করলুম।

বাইরে
দ্যাখ, এটার টেলিস্কোপ হাতল ঠিক জানালার বাইরে রোদে দেওয়া মোরব্বার কাছে পৌঁছেচে!
চমৎকার!

এই যাঃ! হাতাটা ডাণ্ডাথেকে খুলে গেলো!

শিগগির পালা! তুই তোর হাতা ওর মাথায় ফেলে ওকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিস!

এই নতুন খাবার ছিনতাইকারী যন্ত্রটা সব আকর্ষণ করে আনবে।

আবার বাইরে
হিঃ হিঃ! এবার দ্যাখ এটা হোটেলের রসুই ঘর থেকে কেমন খাদ্য আকর্ষণ করে আনবে।

কিছু এসেছে! মরেচে! এটা যে হেড রাঁধুনির টুপি!

আবার এদিকে এলে দামড়াদের চামড়া ছুলে নেবো!
ইরক!

আবার বাড়ি ফিরে
তোর কয়েকটা স্প্যানার আমাকে দে, হাঁদা। তোর চেয়ে এর ভালো ব্যবহার আমার জানা আছে।

আমি এই দুটোকে পুঁটেমাসির স্পেশাল কেক তৈরির মিশ্রণের মধ্যে ফেলে দিলুম।

কেকটা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে এখানে রাখি।
আঃ! কেক তৈরি! এবার আমার মতলবের বাকিটা শুরু করি।

দারুণ! কেকের ভেতরের স্প্যানার দুটোকে আমার অতি শক্তিশালী চুম্বকটা কি রকম আকর্ষণ করেছে!
চমৎকার!

এটা তুই দারুণ বুদ্ধি খেলিয়েছিস ভোঁদা!
তুই যদি আমার মতো বুদ্ধি পেতিস হাঁদা, তবে তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতো, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার
অতিবুদ্ধি
কিরে, হাঁদা! আমি ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাচ্ছি তুই দেখবি না?
নিশ্চয় দেখবো। তবে তোর মতো পয়সা খরচ করে নয়, স্রেফ বুদ্ধি খরচ করে।
একটা মই! দেখছি ওখানে! ওটা দেখে একটা মতলব এসে গেছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাষ। আজ বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে।
আমি এটা বেয়ে ফুটবল মাঠের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখবো। ম্যাচ দেখার এই হচ্ছে উপায়।
পুরালো বইয়ের দোকান
অ্যাই! ওসব চলবে না! জলদি নামো!
অ্যাই মরেচে! পাহারাদার!
কিন্তু এখানে একটা ল্যাম্পপোস্টও আছে!
আমি সহজেই পোস্ট বেয়ে উঠে বেড়ার ওপর দিয়ে দেখতে পারবো!
অ্যাঃ! কাঁচা রং!
কাঁচা রং
ভোঁদার কাছে প্রেসটিজ খাটো করা চলবে না আরো বুদ্ধি খাটাতে হবে।

স্প্রিং! এক্ষুণি সব থেকে সেরা মতলবটা মাথায় এলো।

আমি এগুলি পায়ে বেঁধে ধাপিয়ে লাফিয়ে উঠে বেড়ার ওপর দিয়ে দেখতে পারবো!

হোঃ হোঃ! এই বুদ্ধিটা কার্যকর হচ্ছে!

কিন্তু আমাকে ধাপিয়ে আরো উঁচুতে উঠতে হবে!

মরেছে! বেশী উঁচুতে উঠে গেছি!
কাঁচা রং

বাপরে! আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট টপকে চলে এসেছি!

ওরে বাবা! আমি আটকে গেছি!

ওরে বাবা রে! বজ্র বিদ্যুৎ সহকারে বৃষ্টি — আর আমি এখানে ঝুলছি!

আরে, হাঁদা! তুই পয়সা খরচ না করে ম্যাচ দেখবার জন্যে টঙে ঝুলছিস আর এদিকে দুর্যোগের জন্যে খেলা বন্ধ। ইস তোর বুদ্ধিটাই মাঠের জলে ডুবলো।
হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
জন্মদিনে
কাল হাঁদার জন্মদিন, কিন্তু আমি ওকে আজই একটা পার্শেল দিচ্ছি!
তোর শুভ জন্মদিনে আমার আগাম প্রীতি উপহার, হাঁদা।
ধন্যবাদ, ভোঁদা। এটা খুলতে আমার আর তর সইছে না।
জিনিসটা ভালো, তবে লাগলে চেহারাটা একটু কালো মেরে যায়!
অ্যাঁঃ! ভুষো কালি!
হতচ্ছাড়া!
তোকে নিয়ে একটু রসিকতা করলুম, হাঁদা।
কিছু পরে
এই যে, তেংলু। আমার বন্ধু হাঁদাকে এটা দিয়ে আয়— আমার একটু তাড়া আছে!
ঠিক আছে, দাও!
তোমার জন্যে একটা পার্শেল, হাঁদাদা!
আমার জন্যে? তুই কি ভালো রে, তেংলু!

অ্যাই মরেছে!
ওয়াফ্স!
এতে আমার কোন দোষ নেই! এটা ভোঁদাদা তোমায় দিতে দিয়েছিলো!
আবার ভোঁদা! গরর!
বাড়িতে
হাঁদার পার্শেলটা পোস্ট করেছিলি?
হ্যাঁ, পিসেমশাই
পরদিন
তোমার একটা পার্শেল, হাঁদা!
ডাক
?
গরর! এটা ভোঁদার কাছ থেকে এসেছে!
অনেক শুভেচ্ছা তোকে দিচ্ছি, হাঁদা!
এটা তোকে আবার ফিরিয়ে দিলুম! তিনবারের বার তুই আর আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারবি না!
ধন্যবাদ!
হিঃ হিঃ! আমার একজোড়া বক্সীং গ্লাভস কেনার ইচ্ছে ছিলো, হাঁদা। যাক তোর কাছ থেকে পেয়ে গেলুম।
বাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার
যান্ত্রিক লড়াই

এবার অনুমান করো ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাওয়ার জন্যে কার কাছে যথেষ্ট পয়সা ছিলো না!

কিন্তু সেজন্যে আমার খেলা দেখা আটকাবে না। আমি এই বাক্সটায় উঠে ঐ ফোকর দিয়ে খেলা দেখবো।

এই রে! ফোকর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারছি না!

হেঃ হেঃ! ওপরে যখন পৌঁছোতে পারছিস না তখন নীচে আয়।

আমার এরকমই একটা বাক্সর দরকার ছিলো। এটাই আমি নিয়ে যাচ্ছি, ভোঁদা। হেঃ হেঃ!
অপেক্ষা কর! এর প্রতিফল তুই পাবি, হাঁদা।

কিছু পরে
এবারে এই রনপা দিয়ে বেড়ার ওপর দিয়েই ম্যাচ দেখতে পারবো।

আরে, ভোঁদা! দিব্যি গোলপোস্ট হয়েছিস! দাঁড়া, গোলে একটা বল হাঁকড়াই।

হঁক!
এঃ! লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গোলপোস্টে লেগে গেলো। হিঃ হিঃ হিঃ!

আমাকে দু'বার আছাড় খাইয়েছিস! এবার মজা দেখাচ্ছি!
মুষ্টিযুদ্ধে পারবি না, ভোঁদা! আমি উত্তরপাড়া চ্যামপিয়ান!

হেঃ হেঃ! তোকে আগেই আমি সাবধান করেছিলাম, ভোঁদা।
ওফ্!

মুষ্টিযুদ্ধ লড়তে হলে চটপটে হওয়া চাই, তোর মতো ভোঁদকার কম্ম নয়।

এর বদলা নেবার জন্যে আমাকে কিছু করতেই হবে।

একঘণ্টা পরে
হাঁদা! এবার আয়, দেখি তুই কেমন চ্যাম্পিয়ান!
আয়, আবার তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি!

তখন তোর একচোখে কালশিটে পড়েছিলো এবার দু'চোখেই পড়িয়ে দিচ্ছি।

তাই ভেবেছিস বুঝি— তবে এই দ্যাখ্ !
অ্যাঁফ্!

হাঃ হাঃ! তোর লড়াইয়ের বড়াই এবার খতম, হাঁদা। তোকে নাক আউট করে আমি জিতলুম।
হ্রাঁ!

হাঁদা-ভোঁদার
ইচ্ছাপূরণ

ওঃ, খাসা! ঐ রকম একটা স্কেট আমার খুব পছন্দ, হাঁদা!
আমারও তাই, কিন্তু টাকা নেই!

এর সঙ্গে চাই শিরস্ত্রাণ আর শরীর রক্ষাকারী বর্ম সবশুদ্ধু অনেক খরচ।

তুই পারবি না, কিন্তু আমি পিসেমশাইকে নানা কায়দায় তুষ্ট করে ঠিক বাগিয়ে নেবো।

বলিস কিরে! পিসেমশাইকে তুষ্ট করবি?
পারি কিনা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাবি।

এই নতুন ঘরটা পিসেমশাই নিজে সাজাচ্ছেন। আমি সাহায্য করলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

দরজাটায় রং লাগানো শেষ করেছি!

পিসেমশাই! ...
ওপস!

পাজি, ছুঁচো! কিছু এনে রংটা মুছে নে!

আহ্, এইতো একটা মোছার জিনিস রয়েছে!

আমি যদি ঝটপট রংটা মুছে ফেলতে পারি তবে পিসেমশাই নির্ঘাত তুষ্ট না হয়ে যায় না।

এই পুরোনো ন্যাকড়াটা দিয়ে এটা মুছে ফেলি

এই যে মোছার জিনিস এনেছি, পিসেমশাই!
আলক্!
আফ্স্!

পরিস্থিতি দেখে পিসেমশাই তুষ্ট বলে তো মনে হচ্ছে না!

পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভাঙা লোহালক্কর আর বাতিল জিনিস রাখার গুদামের মধ্য দিয়ে পালাবো।

ইর্র্‌রক!

খড়াং!
ঠনাৎ!

অ্যাই মরেছে! আমি কোথায়!?

হিঃহিঃ! পিসেমশাই তুষ্ট না হলেও তুই কিন্তু স্কেট, বর্ম, আর শিরস্ত্রাণ সবই পেয়ে গেছিস, হাঁদা!
বাঁচাও!

হাঁদা-ভোঁদার
ফুটবল বুট

তুই এই ফুটবল বুটজোড়া নিয়ে যা, ভোঁদা! এটা আমার পায়ে ছোট হচ্ছে।
ওঃ, দারুণ! ধন্যবাদ!

পায়ে বেশ চমৎকার ফিট করেছে!

আমাদের সঙ্গে ব্যাঙলাফানো খেলার জন্যে ধন্যবাদ, ভোঁদা!

ওঃ! আমি কোথায়!?

এর কিছু পরে
ঐ যে ইস্টবাগানের খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছে!

আমি ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার নতুন বুট কেমন দেখবো

কিন্তু
বেরোও! যত সব উটকো!
হাঃ হাঃ! ভবিষ্যতের পেলেকে ঠেলে বের করে দিলো!

কিছু পরে
কয়েকদিন দোকান বন্ধ থাকবে তাই এই কেকগুলো দিয়ে দিচ্ছি, কেউ নেবে?

আমি আগে!
অ্যাই মরেছে! আমি আটকে গেছি! নড়তে পারছি না!
বাহ! আমার বুটের পেরেক ঝাঁঝরির ফাঁকে আটকে গেছে-- আর এদিকে সব কেক ফাঁক!
হেঃহেঃ! তোর জন্যে কষ্ট হচ্ছে, ভোঁদা!
পাকড়ো, পাকড়ো পকেটমার!
এইভাবে খুলতে হলো... আবার কি হচ্ছে?
গাঁট কাটাটা আমার ব্যাগ চুরি করে পালাচ্ছে!
ঘাবড়াবেন না ঝাট করে ওকে ধরছি!
পাকড়েছি!
চোর ধরার জন্যে আমি অবশ্যই তোমাকে পুরস্কৃত করবো! চলো ওদিকটায় আমার গাড়ি আছে!
আমি একজন টফি চকোলেট বিক্রয়কারী! এর মধ্যে থেকে তোমার যা খুশি তুলে নাও!
আঃহা! আমার পছন্দসই সব জিনিসই দেখেছি এখানে আছে!
চকোলেট

হাঁদা-ভোঁদার

হোঁচট খাওয়া

খেলার সরঞ্জাম বিক্রয় হয়

ভোঁদা এইমাত্র এই খেলার সরঞ্জামের দোকানে ঢুকলো। আমি এখানে ওঁৎ পেতে থাকি, ও বেরোলেই চমক দেবো।

এই যে, ভোঁদা। আশা করি হোঁচটটা বেশ উপভোগ করছিস।

উফ!

আমি স্কেটবোর্ডের যা বর্ম পড়েছি তাতে তুই আমাকে চোট লাগাতে পারবি না!

তাই নাকি? দ্যাখ্ তবে পারি কি না!

এই নে—গেছিরে!

শক্ত, তাই না রে হাঁদা?

মলুম রে! গেলুম রে!

আহারে তোর রক্ষাকারী কোন পোষাক নেই হাঁদা!
আমি যখন তোকে পাকড়াবো, তখন তোর আরো রক্ষাকারী পোষাকের দরকার পড়বে হতচ্ছাড়া হোঁৎকা!
ঐ যে হোঁৎকাটা আসছে! এবার তারটা টান করে ধরে রাখি!
গেছিরে!
স্কেটবোর্ডের জন্যে তোকে ধন্যবাদ, ভোঁদা! বর্ম তুই রেখে দে। বর্ম না থাকলেও আমার গাত্রচর্ম একটুও টসকাবে না!
গরর শিগগির ওটা দিয়ে যা!
বাঁচাও! আমি যা ভেবেছিলুম এটাতে চলা তত সহজ নয়! আমি সারাক্ষণ টলমল করে চলেছি!
ওরে বাবা! থামতে পারছি না! ওফ্! আরগহ্!
হতভাগা! পাজি! ছুঁচো! আমার নতুন কাঠের বেড়ার কি হাল করে দিলো! এবার তোর ছাল আমি তুলবো!
হিঃ হিঃ! পিসেমশাই স্কেটবোর্ডকে নয়া পদ্ধতিতে ব্যবহার করছে রে, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার
টুপি উদ্ধার
ধুন্ধুমার নির্ঘাত দারুণ ছবি মাইরি! চল আজ ম্যাটিনি শোয়ে মেরে দি হাঁদা!
সিনেমা
আমার পকেট ফাঁকা কিন্তু টাকা আসতে অবশ্য বেশী সময় লাগবে না! ঐ দ্যাখ্ লোকটার টুপি উড়ে গেলো।
আপনাকে দৌড়োতে হবে না। আমার ওপর ওটা ছেড়ে দিন—আমি আপনার টুপি এনে দিচ্ছি।
দ্যাখ্, ভোঁদা! ঐ টুপিটা ধরে দিতে পারলে নিশ্চয় পুরস্কার দেবে—এই রে—টুপিটা ফের উড়ে গিয়ে গাছে আটকে গেলো!
ডালটা আর একটু নামলেই হাত পৌঁছে যাবে।
ওপ্‌স্!
প্লপ!
ওটা দেয়ালের এধারে এসে পড়েছে! চলে আয়, ভোঁদা!
তুই-ই যা, হাঁদা। আমি পাঁচিল ডিঙোতে পারবো না।

তাজ্জব— কোথায় গেলো ওটা?
হাঁদা, হুঁশিয়ার!
দমাস!
গেছিরে!
অ্যাই মরেচে! টুপিটা যে একেবারে তুবড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে!
আরে! ওখানে আর একটা এরকম টুপি রয়েছে!
থিয়েটার
এবার আমাকে জলদি ফিরতে হবে!
তুমি অনেক দেরী করেছো!
তাতে কি হয়েছে— এইতো আপনার টুপি!
ওউফ্!
এটা আমার টুপি নয়! আমারটা কোথায়?
এই যে, এটা আপনার টুপি! এই পাজী ছোকরা এটার বদলে আমার ভেল্কি দেখাবার টুপি নিয়ে এসেছে!
হতচ্ছাড়া! তোকে হাতে পেলে ওই টুপির মতোই চিঁড়ে চেপ্টা বানিয়ে ছেড়ে দেবো!
মনে হচ্ছে তোকে ধরলে এখানেই ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখতে পাবো হাঁদা— হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
আপেল খাওয়া

পিসেমশাই! হাঁদা বলছে ওর নাকি খুব পেট ব্যথা করছে!

এসব হচ্ছে অতি ভোজনের ফল। চল তোকে ডাক্তার গুঁইএর কাছে নিয়ে যাই।
কাল ওকে নেমন্তন্নয় কম্পিটিশান করে খেতে তখনি মানা করেছিলাম।

ডাক্তারখানায়
ওকে এক ডোজ আপনার সেই স্পেশাল মিক্সচার দিয়ে দিন। ডাক্তার বাবু!

গ্লোউক!

বেরোবার পথে
আঃ! দারুণ ওষুধ! এর মধ্যেই আবার আমার খিদে পাচ্ছে।
অপেক্ষা ঘর
কি চমৎকার আপেল! আমি আবার ফিরে এসে ওর থেকে কিছু বাগাবো।

আবার কি বাহানা নিয়ে ঢুকবি?
সে আমার জানা আছে! আমি ঐ ঘোঁতাকে দিয়ে আমার দিকে ঢিল ছোঁড়াবো।

অ্যাই, ঘোঁতা! তোর নাক আমি ভোঁতা করে ছেড়ে দেবো!
তাই নাকি রে ছুচো মর্কট!

এই দ্যাখ কে কাকে ভোঁতা করে!
ওফ্!
মরেচে! রংনম্বরে ঢিল লাগিয়েছে!

চলুন আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।
ওহ্‌!

এবার কলার খোসায় পা হড়কে আমি আমার হাঁটু জখমের ভান করে টান হয়ে পড়ে থাকবো!

ওফ্‌স!
এইরে! আমার আগেই অন্য একজন খোসায় পা দিয়ে ফেলেছে!

চলুন আমরা একে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাই।

পরে
এই গাছ থেকে পড়ে যাবার ভান করে আমি চোট পাবো।

গেছি রে!
ওফ্‌!

বিচ্ছিরি ভাবে পড়েছিলে, বাছা! তোমার একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া দরকার।
হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে।

ডাক্তারখানায় বসার ঘরে
এই যে সেই হতচ্ছাড়া, যে আমাদের এই হালত করেছে!
মরেচে! চোট পেয়ে সবাই একজোট হয়ে এখানে বসে সব আপেল সাবাড় করেছে!

ওরা তোকে ধরতে পারলে তোর সত্যি সত্যিই ডাক্তারের দরকার হয়ে পড়বে হাঁদা।
হেল্প! বাঁচাও!

হাঁদা-

ভোঁদার

কেনাকাটা

বিভাগীয় বিপণী
মরেছে!... ওটা কি করলুম?

এই যে, ভোঁদা! কিছু হারিয়েছিস বুঝি?

আমি জিনিস কেনার লিস্ট হারিয়ে ফেলেছি—আহ্!
লিস্ট? ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই, ভোঁদা!
কি নিবি মনে করতে আমি তোকে সাহায্য কোরবো।

প্রথমেই তোর ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করার জন্যে একটা ট্রলি দরকার ভোঁদা— আর তোর টাকার যত্নের ভার আমি নিচ্ছি, হেঃ হেঃ!
ইঁক!

আমরা এই দিয়ে কেনাকাটা শুরু করতে পারি—তা যাই হোক না!
ওফ্! আমাকে বেরোতে দে!

মনে হচ্ছে যথেষ্ট হয়েছে, ভোঁদা। এবার টাকা মেটাবার জন্যে কাউণ্টারে চল।
ইঁয়াফ!

এই যে, আমি তোমাদের সব জিনিস ব্যাগে ভর্তি করে দিয়েছি, আর এই নাও বাকী ফেরত।
ঠিক আছে।

তোর পঞ্চাশটাকার ফেরত, এই নে, ভোঁদা।
পঞ্চাশ পয়সা? ওফ্!

উফ! দম নেবার জন্যে আমাকে একটু থামতে হবে!
বেশী ভারী লাগছে ভোঁদা?

উদ্বিগ্ন হোসনে, ভোঁদা! তোর বোঝা হাল্কা করার জন্যে আমি ডিমগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

হোঃ হোঃ! এই অবস্থায় বাড়ি ফিরলে তোর মা খুবই খুশি হবে, কি বলিস, ভোঁদা?
এবং আরো খুশি হবে—সব টাকা ফাঁকা করে উল্টোপাল্টা জিনিস কিনেছিস দেখে!

না, হাঁদা! আমার কিছু হবে না! কারণ তুই যা খরচ করেছিস তা তোরই মায়ের টাকা। তোকে না পেয়ে আমাকে কিনতে পাঠিয়েছিলো।
এগুলি কি?
ইর্‌র্‌ক!

গরর! এসব তাহলে তোরই কীর্তি, হাঁদা?

এগুলোর দিকে দ্যাখ্—পাঁচ প্যাকেট মুরগীর খাবার—অথচ আমাদের মুরগীই নেই! কয়েক কৌটো গাড়ির পালিশ—এদিকে আমাদের গাড়িই নেই! আরো একগাদা আজে বাজে জিনিস!
এখন সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ!

গরর! হতচ্ছাড়া! এসব তুই নে—এই নে!
আঁই! আঁই!
আমি শুধু এক প্যাকেট গুঁড়ো সাবান, দাঁত মাজার পাউডার আর এক কৌটো নারকেল তেল আনতে বলেছিলাম!

হাঁদা-ভোঁদার
বলের কৌশল

হোঃ হোঃ! শুকতারার এই কাহিনীটা দারুণ জমিয়েছে!
ঐযে, ভোঁদা! আমি ওর ওপরে একটু বলের কৌশল প্রয়োগ করি।

ইঁয়োফ্!

হিঃ হিঃ! ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে লাগিয়েছি। আমি একজন বল দিয়ে নিপুন লক্ষ্যভেদী। আমি কখনো ফস্কাই না!

খবরদার! আমার নাকে আর কখনো চোট লাগাবি না হাঁদা
বলছিস যখন, লাগাবো না!

তার বদলে ঠিক তোর কোমরের নীচে লাগাবো!
ওফ্‌স্!

গরর! দ্যাখ্ আমিও পাল্টা লাগাতে পারি।

আহ্, কিন্তু বল ট্র্যাপিংয়েতেও আমি পারদর্শী—দেখলি?
ওরেব্বাস!

এবং দ্যাখ, আবার সঠিক নিশানায় লাগিয়েছি!
ওয়াফ!

হাঁদাটা দেখছি সত্যিই বলের নানা কৌশল জানে! আরে, ওর বলটা একগাদা তেলের ওপরে এসে পড়েছে!

আমি এই বলে আরও ভালো করে তেল লাগিয়ে ওর খেল খতম করার ব্যবস্থা করছি!

এই যে! তুই নেহাৎ বরাত জোরে প্রতিটা সোজা মেরেছিস। এবার বাজী রেখে বলতে পারি আবার পারবি না!
পারবো না? এবার তোর দাঁত আমার লক্ষ্য বস্তু!

এই রে! বলটা হড়হড়ে! মিসকিক হয়ে গেলো!

এ কী ব্যাপার!

গরর! হতচ্ছাড়া বিটলে! বল লাগাবার আর জায়গা পেলি না? এই দ্যাখ তবে!
ওফস!
হোঃ হোঃ! এবার পিসেমশাইএর হাঁদার ওপর অব্যর্থ নিশানায় কিছু বলের কৌশল প্রয়োগ শুরু হয়েছে!

হাঁদা-ভোঁদার
সঙ্কেত

যেমন বললুম, ব্যাঙা। হাঁদাকে ধারে কাছে দেখলেই কথামতো সঙ্কেত দিবি।
ঠিক আছে, ভোঁদা।
ওরা কি নিয়ে কথা বললো? আমি এখান থেকে ভালো শুনতে পেলুম না।

ভোঁদাটা আসছে। কাছে এলে ওকে পেছন থেকে ধরবো!
মরেচে! ভোঁদাটা যে সোজা ওর দিকেই আসছে! আমি ভোঁদাকে সতর্কের সঙ্কেত দিয়ে দিই।

পিইপ!

এই রে! ব্যাঙার সঙ্কেত! তার মানে হাঁদা সামনেই আশে পাশে কোথাও আছে— আহ্হা!
পিইপ!

তুই আমাকে বোকা বানাতে পারবি না, হাঁদা!
অউফ! আমার আঙুল গেলো!

ও জানছে কি করে...? গেছি! ওফ!
হিঃ হিঃ! চমৎকার, ব্যাঙা। আমাদের সঙ্কেতের প্ল্যানে বেশ কাজ হচ্ছে!

এবার আমি ওকে পাবো!
ক্যাঁচর! ক্যাঁচর!
ঐ মোড়ের কোণে থেকে প্যাঁচার ডাক— হাঁদা নিশ্চয়ই কাছে আছে!

সামনে আয়, গোদা ভোঁদড়!

এইবার তোকে আমি— গেছিরে! আমার আঙুলের গাঁট গেলো!

ইঁয়োফ!
হাঁদা! তুই কি পাতাল পরিক্রমা করতে যাচ্ছিস?

প্রতিবার যখনই আমি ভোঁদার কাছাকাছি হই তখনই অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পাই। ওর সঙ্গী নির্ঘাত ওকে সঙ্কেত দিয়ে সাবধান করে দেয় আমি যখন ওর কাছে আসি।

হাঁদা এদিকেই আসছে, ভোঁদা!
চমৎকার! মনে হয় সঙ্কেতের ব্যাপারটা ও ধরে ফেলেছে—সুতরাং যখন আমি এই পতাকা লাগাবো তখন তুই তোর পার্ট করবি।

ধরেছি তোকে! আর আমার মনে হয় তুই ঐ পতাকাগুলি সঙ্কেত দিতে লাগিয়েছিস?
এঃ! আমায় ছেড়ে দে!

গরর! ঠিক আছে, পরে তোকে দেখছি! আগে ভোঁদাকে সিধে করি!

ধরেছি ওকে— হাঃ?!?

একি? পতাকাগুলো একটা ষাঁড়ের সিংয়ে বাঁধা!

ইরক! ওরে এটার ঠ্যাংয়ে ল্যাং মেরে থামিয়ে দেনা!
হাঁদার এই দুর্দশা দেখার জন্যে আর সঙ্কেতের দরকার হবে না!
হিঃ হিঃ!

ওওওঃ! ওওওঃ!
শব্দ শোন, ব্যাঙা! এখন আর সঙ্কেতের দরকার নেই। আমরা সহজেই শুনতে পাবো যে হাঁদা আসছে!
হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
পিকনিকের মাছ

ভালো হাঁদা ওঠেনি, তাই মাছ ধরে পিকনিক হবে।
ভোঁদা মাছ ধরছে! আমাদের পিকনিক ওর ধরা মাছ দিয়েই করবো! হিঃ হিঃ!

আমি এই ঝোপটার পেছনে লুকিয়ে থেকে ও যে মাছ ধরবে তা কেড়ে নেবো।

খাসা! ওর বঁড়শিতে মাছ গেঁথেছে। আশা করি বড়োই হবে।

গরর! আমার মুখে জুতোর গুঁতো? এই নে হতচ্ছাড়া এবার তুইও খা!

টাকার ব্যাগটা ছাড়ো না হলে এক ঘুঁষিতে বদন বদনা হয়ে যাবে!

আরিব্বাস!
ঠপাক!

অ্যাই! তোমাদের মধ্যে কে এই জুতো ছুঁড়েছে?
মরেছে! জুতোটা নির্ঘাত ওকে লেগেছে!

ও ছুঁড়েছে! বঁড়শিতে করে নদী থেকে ওটা তুলেছে!
বেশ করেছো, ওটা একটা পাজী ছিনতাইবাজকে লেগে ওকে বেহুঁশ করে দিয়েছে! তুমি আমার টাকার ব্যাগ বাঁচিয়েছো! এই নাও পঞ্চাশ টাকা!
আর ধরার দরকার নেই এবার কিনে নিচ্ছি!
মাছের বাজার
পুরস্কারের টাকা দিয়ে ভোঁদা এবার মাছ কিনছে!
এই যে, এই নাও। দু'কিলো হয়েছে!
দয়া করে একটা ব্যাগে আমাকে কিছু টুকরো বরফও দেবেন।
হাঁদা আসছে—যা ভেবেছিলাম। এবার আমি বরফের খণ্ডগুলি ওর পথে ছড়িয়ে রাখি!
হড়ক!
ওরে বাবা! আমি থামতে পারছি না!
মড়াৎ!
ঝপাস!
এই যে, হাঁদা! শেষ পর্যন্ত তুইও একটা মাছ পেয়ে গেছিস দেখছি! হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
বেতার বার্তা
আমার মাসতুতো ভাই, ভেলকুদ্দা। পুলিশের বেতার যন্ত্র চালক।
ভোঁদাটাকে জব্দ করতে ওর সাহায্য পাবো।
পারলে নিশ্চয়ই করবো!
ভোঁদার ঘাঁটিতে
আমি ওদের টেবিলে একটা ছোট মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেবো।
এটা ওরা এখানে দেখতে পাবে না!
এবার একটা তার বাইরে ঝোপের মধ্যে কথা শোনার ঘাঁটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।
শিগগিরই
চল, বচা। আড্ডাখানায় বসে আজ কোন রেস্তোরাঁয় খাবো সেটা ঠিক করবো।
ভোঁদাটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কি সব মতলব আঁটে এবারে ধরা যাবে!
ঐ যে, ওরা যাচ্ছে, হাঁদা!
হাঁদাটা কয়েকদিন ধরে বড় ঝামেলা করছে। তাই আজ আমরা সোজা রাস্তায় না গিয়ে দক্ষিণপাড়ার ভাঙা পাঁচিলের ধারের রাস্তা দিয়ে —
শোনার জায়গায়
পাচ্ছি কি না দেখাচ্ছি!
যাবো ও টেরও পাবে না!

বচা! আজ দিলপসন্দ রেস্তোরাঁতে খেয়ে সিনেমা দেখে তারপর ফিরবো!
সিনেমার খেল এখানেই দেখিয়ে দিচ্ছি—তৈরি হ', লটকা!

তোকে আর কস্ট করে যেতে হবে না, ভোঁদা! তোর টাকা নিয়ে আমরাই ওটা তোর হয়ে করে দিচ্ছি, হোঃ হোঃ!
উফ!
ওফ!

গেছি রে!
আশ্চর্য! ওরা জানলো কি করে যে আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি?

আবার ঘরে এসে
ঠিক আছে, এবার আমাদের এই ঘাঁটির কিছু দূরে যে ঝোপ ঝাড় রয়েছে—

—তার আড়াল দিয়ে চল যাব।
ওরা হদিশ করতে পারবে না!

বেরিয়ে আয়, বচা, ধারে কাছে কেউ নেই।
ভোঁদার আড্ডাঘর

আবার ওদের উত্তম মধ্যম লাগিয়ে মাল কড়ি হাতিয়ে নি!
মরেছে! ঠিক এখানেও হাঁদা ওর চামচা নিয়ে আমাদের খামচাতে এসেছে!
এই রে! হামলার আগেই দেখে ফেলেছে!

আমাকে ওরা দেখে ফেলার আগেই আমি এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি।

শিগগির ঘরে ফিরে চল, বচা!
ওদের পাকড়া!

এদিকে ঝোপের ভিতরে
উঁফ! খুব বেঁচে গেছি!
আরেঃ! এতো ভোঁদাদার গলা! তাহলে ভোঁদাদাও ঝোপের ভেতরে লুকিয়েছে!

একি! আচ্ছা, এই তাহলে ওদের খেল!
বচাটা তো ফেরে নি!

খিল এঁটে দিয়েছে। ঠিক আছে, আবার তোরা কোথায় যাবি জেনে নি সেখানে গিয়ে ধরবো।

শিগগির দরজা খোলো, ভোঁদাদা!

আমাদের সব কথা শোনার জন্য ওরা ঐ ঝোপের ভেতরে বেতার যন্ত্র বসিয়েছে।
বটে! এবার তবে ওদের কল দিয়েই ওদের চোখের জল ফেলার ব্যবস্থা করছি!

ওদের পাত্তা নেই। নির্ঘাত ওরা আবার ওদের বেতারের ঘাঁটিতে শুনতে গেছে।
চমৎকার!

এবং সেটা সঠিক
এবার ওদের কাবু করে তাঁবু থেকে হটিয়ে আমরা ওদের জিনিস দিয়ে পিকনিক করবো।
এবারে উত্তর পাড়ার শেষে নদীর ধারের জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে পিকনিক করবো!

উত্তর পাড়ার নদীর ধারের জঙ্গলে
এটা নির্ঘাত ওঁদাদের তাঁবু! ইঁট মেরে টিট করে ওদের এখান থেকে তাড়া
গেছি রে!

গরর! আমরা যে চোরাচালানীদের সন্ধানে এখানে ঘাঁটি করে বসে আছি, মনে হচ্ছে এরা সেই দলের। ঢিল মেরে আমাদের জখম করার ধান্দা।
ইরর! পু-পুলিশ!

যাবি কোথায়? পাল্টা ইঁট মেরে তোদের একেবারে টিট করে ছেড়ে দেবো!
উফ!
ইঁফ!

উত্তরপাড়ার নদীর ধারের জঙ্গলে পিকনিকে এতো খেয়েছিস হাঁদা যে, মাথা ফুঁড়ে ঠেলে বেরোতে চাইছে। হেঃ হেঃ!
ল্লাহ্‌!

হাঁদা-
ভোঁদার
ফুটবল
কোচিং

ওহ্ দারুণ! হাঁদা ফুটবল খেলবে, আমিও ওদের সঙ্গে খেলবো।

তোদের সঙ্গে আমিও খেলবো, হাঁদা!
তোর ঐ গোদা শরীর নিয়ে আমাদের সঙ্গে তুই ফুটবল খেলবি? পারবি না, কেটে পড়।

কিন্তু আমি তোর চেয়েও ভালো খেলি— দ্যাখ্!

আরেঃ, বাঃ! তুমি তোমার নিজের পায়ের ওপরেই দাঁড়াতে পারছো না!

শুধু একটা সুযোগ দিয়ে দ্যাখ্ না, হাঁদা!

আমার হেডটা ভালো করে লক্ষ্য কর, হাঁদা!

তুমি এটা পুরোপুরি ফস্কে গেলে, ভোঁদাদা।
পাজি, নচ্ছার!

বললুম তুই পারবি না, ভোঁদা। হেঁড়ে তুই পিঠ দিয়ে করলি! হিঃ হিঃ!

দেখলি তো, ভোঁদা! তোর ঐ গোদা শরীর নিয়ে আমার দলের সঙ্গে তুই খেলার উপযুক্ত নোস।

বাড়ি বসে লুডো খেলগে যা, ভোঁদা। ওটাই তোর উপযুক্ত খেলা।
হাঃ হাঃ!

দাঁড়াও, ভোঁদা! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তোমার সঙ্গে ওরা যা করেছে তা আমি দেখেছি। এবার শোনো, আমাদের একটা ফুটবল টিম আছে, কিন্তু কোন বারই খেলায় জিততে পারে না। সামনেই হাঁদাদের দলের সঙ্গে খেলা। তাই তুমি যদি আমাদের ছেলেদের জিততে সাহায্য করো, ভোঁদা!
আমি চেষ্টা করবো, কুঁচেদা!

এই যে, আমাদের টিমের ছেলেরা ম্যাচ প্র্যাকটিস্ করছে, ভোঁদা!
মরেচে! এরা বাজে খেলছে! এজন্যেই এরা সব সময় হারে! আমাকে এদের তৈরি করতে হবে।

এই কলাকৌশল ওদের ফুটবল হেডিং প্র্যাকটিস্ করতে সাহায্য করবে।

চমৎকার, ভোঁদা। ছেলেরা এর মধ্যেই বেশ উন্নতি করছে।

তুমি এই ডামিগুলি সারি দিয়ে বসাচ্ছো কেন, ভোঁদা?
দেখতেই পাবে!

ঠিক, ভাইসব! ডামির মধ্যে দিয়ে ভিতরে আর বাইরে ড্রিব্‌ল করো।

এই আর একটা শিক্ষা দেবার কলাকৌশল।

সংখ্যার দিকে সুটিংয়ে ওদের লক্ষ্যের উন্নতি হবে। বড় নম্বরে যত ওরা লাগাবে, সেই শট সব থেকে ভালো হবে।
৫
৪
৫
৭
২
৭

তুমি আমাদের বিরাট সাহায্য করেছো, ভোঁদা, তাই আজকের ম্যাচে তুমিও আমাদের হয়ে খেলবে।
দারুণ! খুব খুশির সঙ্গে।

আরে, ভোঁদা যে রে! তুই শেষে এই হেরো দলের সঙ্গে খেলতে এলি? তা ঠিকই করেছিস। তুই যেমন খেলোয়াড় তেমনই দলে ঢুকেছিস।
হাঃ হাঃ!

গোল! এটা তিন নম্বর হলো। আমরা জিতেছি! আমার প্রশিক্ষণে কাজ হয়েছে!
মরেছে! ওরা কখন এতো ভালো হলো?

হুররে! এই প্রথম আমরা খেলায় জিতলাম। থ্রি চিয়ার্স ফর ভোঁদা!

ভোঁদা তোর নাকে ঝামা ঘষে সারা মুখে একেবারে কাদা লেপে দিয়েছে, হাঁদা। গুনেগুনে একেবারে হাফ ডজন, মাইরি!
ফুটবল কোচিংয়ে তুই আমার কাছে তালিম নিতে পারিস, হাঁদা! হেঃ হেঃ!

ভোঁদা তোমাদের ছ'গোল খাইয়েছে। এবার ওকে খাওয়াবার ভার আমার।
হাঃ হাঃ
কি দারুণ খাওয়াচ্ছেরে মাইরি, হাঁদা
রুফস্!
নঃ

হাঁদা ভোঁদার
অতিবুদ্ধি

হ্যারে? আমার কাপড় শুকোবার দড়ি নিয়েছিস বুঝি?
না পিসি! সত্যি বলছি এটা আমরা এনেছি!

তোমাকে খানিকটা দিতে পারি পিসি! এতটা দিলেই হবে বোধ হয়?
হবে—কিন্তু—

বুদ্ধিমান ভোঁদা ওপরের দড়ি কেটে দিল—
ই-ই-ই!

ওঃ!
আমার ধোয়া কাপড় নোংরা করে দিল!

হাঁদা ঐ দড়ি পথে নামতে লাগল—
?
নিচে কিসের হট্টগোল—দেখতে হচ্ছে!
ওঃ!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই টের পেল যে; দড়ি যা ছিল তার অর্ধেক হয়ে গেছে।
ওঃ!
ওঃ! আবার হাঁদা নেমেছে আমার ধোয়া কাপড়ের ওপর!
ইয়ো!

তোরা দুজনেই এই সব জামা কাপড় আবার কাচবি। যেন দাগ না থাকে—তাহলে তোদের শরীরেও দাগ করে দেবো!

দ্যাখ! কাপড় কাচার সোজা উপায়!
সত্যি হাঁদা! আচ্ছা এবারে আমাকে দে, আমি তোর চেয়ে ভারী, তাড়াতাড়ি সাফ হবে!
ছপাৎ!
ছপাৎ!

বেশী সময় লাগবে না রে হাঁদা!
আরে গদ্দভ! কাদা পায়েই কাপড় ধাসছিস?

এবার কাপড়গুলি ধুয়ে ফ্যাল ভোঁদা! আমি ততক্ষণ দড়িটা টাঙিয়ে ফেলি!
ঠিক আছে গুরু! সব ঠিক করে ফেলছি!

পুঃ! দড়িটা বড্ড ছোট দেখছি! টানতে টানতে ছিঁড়ে না যায়!

উপস্!
ঠকাস!
কড়াৎ!

পিসি তেড়ে আসতেই
হতচ্ছাড়া! দড়ি ছিঁড়ে খুঁটি ভেঙেছিস! দাঁড়া ব্যবস্থা করছি!
না-না পিসি! সব ঠিক করে দিচ্ছি!

খুব বুদ্ধি খেলিয়েছিস হাঁদা!
হতচ্ছাড়া এতদিনে তবু একটু উপকারে এলো!

নন্টে
আর
ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

পায়ে চোট লাগায় তুই পিকনিকে যেতে পারিস নি। তাই তোর জন্যে মিষ্টি নিয়ে এলাম।
ভালো করেছিস! দে।

ওঃ! ভালো ভালো জিনিস দিয়েছে! এবারে খেয়ে নি!

অ্যাঃ!

হিঃ হিঃ! কেমন ম্যাজিক বলতো নন্টে? ছিলো তোর হাতে. এলো আমার হাতে, তারপর একেবারে দাঁতে
এটা কি ভালো হলো কেল্টুদা?

ভালো নয়, বলিস কি বৎস! এসব জিনিস তোর পৈটিক কুশল বিঘ্নিত হয়ে শারীরিক ক্ষতি সাধন করতে পারতো, কিন্তু আমি যখন আছি তখন তো তা হতে দিতে পারি না!

হতচ্ছাড়া শয়তান!

পরদিন
কোথায় যাচ্ছিস রে নন্টে ?
স্যারের বন্ধুরা আসবেন, তাই স্যর রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন কবিরাজী কিনে আনতে বললেন। চল্ না !

আঃ! কি সুঘ্রান রে মাইরি! নাকে গেলেই জিভে জল এসে যায়!
যা বলেছিস! একদিন টেস্ট করতে হবে!

কি টেস্ট করবি রে ফন্টে ? আরে আরে, ঠোঙায় করে ও আবার কি নিয়ে যাচ্ছিস রে নন্টে ?
এদিকে নজর দিও না কেল্টুদা!

ইস ! আবার এই সব যা তা কিনে খাচ্ছিস? তোদের ভালোর জন্যে আর কতো অখাদ্য খেতে হবে বল দিকিনি?

পনেরো মিনিট পরে
কে তোমাকে এসব অখাদ্য খেতে বলেছে? ওরে বাবা! এখন আমি স্যরকে কি বলবো !

একঘন্টা পরে
এই যে স্যর! জলযোগ সেরে মানিকজোড় এবার ডেরায় ফিরছেন !

কেল্টু, কান পাকড়ে দুটোকে আমার কাছে নিয়ে আয়!

কি রে কর্ণাকর্ষণ করবো নাকি ?
কানে হাত দিও না বলছি কেল্টুদা!

তোদের সাহসের বৃদ্ধি ঘটেছে বুঝতে পারছি! না হলে আমার আনতে দেওয়া জিনিস পেটস্থ করিস কি করে!
ন না স্যার— আ আমরা—

চোপ! কেল্টু নিজের চোখে তোদের কীর্তি দেখেছে! নেহাৎ কোমরের ব্যাতের ব্যাথাটা চাগাড় দেওয়াতে তোদের পিঠে ডুগডুগি বাজাতে পারলুম না—কিন্তু আজ তোদের খাওয়া বন্ধ!
অ্যাঁ!

কেল্টু! ঠাকুরকে বলে দে ওদের যেন আজ খেতে না দেয়। আর তুই নজর রাখবি ওরা চুরি করে না খায়!
সে আর বলতে হবে না স্যার! আমি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবো!

ইস, স্যার তোদের খাওয়া বন্ধ করে দিলেন অথচ আজ খাওয়ার কি দারুন মেনু!
শয়তান!

হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে একদিন বাগে পেলে এমন শিক্ষা দেবো !
দুজনে মিলে দেবো একদিন আচ্ছা করে পালিশ করে !

উলস্ ! ঠাকুর আজ মাংসের কোর্মাটা যা বানিয়েছিলো না – ইল্লুস ! তোদের ভাগটা আমিই নিয়ে এলুম হিঃ হিঃ !

তোদের অবশ্য একটু দেবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তাহলে স্যারের নির্দেশ অমান্য করা হতো। আর আমি আবার কোন গর্হিত কাজ করতে পারি না !

এটা এখন এখানে রইলো, একটু পরে এসে সরিয়ে নেবো।

উঃ, কি নৃশংস রে মাইরি !
আমাদের পৈটিক টরচার করে আমাদের খাবার আমাদেরই সামনে মেরে দিয়ে এঁটো থালাটা আবার এখানেই রেখে গেলো !

কিন্তু একটু পরেই
ঐ দেখুন স্যার ! এখনো ওখানে রয়েছে !

দেখলি নন্টে! স্যর আমাদের কোন কথা কানেই তুললো না
শয়তান কেল্টোটার কথা বিশ্বাস করে আমাদের একেবারে গো-বেড়েন করে ছেড়ে দিলে মাইরি!

পেটে খেলেই পিঠে সয়। কিন্তু আমাদের খালি পেটেই পিঠে সইতে হলো!
ইচ্ছে হচ্ছে হতচ্ছাড়াটাকেই এখন চিবিয়ে খাই!

কয়েকদিন পরে
নন্টে, চটপট! কেল্টো আসছে।
আরে, ফন্টেটা ঐ রকম উঁকি ঝুঁকি মারছে কেন? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!

কিরে, তোরা লুকিয়ে চুপি চুপি কি করছিস?

কিছু না কেল্টুদা! ও এমনি দাঁড়িয়েছিলুম!
এমনি দাঁড়িয়েছিলুম। কি দেখছিলি শীগগির দেখা!

কি দেখাবি না? ঠিক আছে, স্যরের সঙ্গে একবার দেখা করে—
না না, নিশ্চয়ই দেখাবো। তবে কাউকে বলবে না বলো?

এই যে, এইটা দেখছিলাম কেল্টুদা !
কি ওটা ? দেখি দেখি কিসের কাগজ !

আরি সাবাশ ! এযে লুকোনো ধনভাণ্ডারের নক্সা বলে মনে হচ্ছে !
ওরে বাবা, গুপ্তধন !

এটা কোথায় পেয়েছিস বল্‌তো ?
খেলার মাঠের শেষে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরের ভেতর কাঠবেড়ালীর বাচ্চা ধরতে গিয়ে ইঁটের ফোঁকোরের মধ্যে পেয়েছি !

খবরদার, এ কথা আর কাউকে বলবি না। এটা আমার কাছে থাক, ভালো করে একটু দেখতে হবে।
সে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো কেল্টুদা ! কাক পক্ষীতেও টের পাবে না !

মার দিয়া কেল্লা ! হতভাগা দুটোকে দিয়ে মাটি খোঁড়াতে হবে। তারপর গুপ্তধনের বাক্স বা ঘড়া তুলবো আমি নিজে। কাল সকালে একবার ঠিক জায়গাটা দেখে আসতে হবে।
চটাস্‌ !

পরদিন
চল্‌ দিকি, গিয়ে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।
খুব ভালো কেল্টুদা ! কিন্তু স্যর যদি—

আরে স্যারের ভাবনা তোদের ভাবতে হবে না,. সে রকম কিছু হলে আমি ম্যানেজ করে নেবো।

না কেল্টুদা! তুমিই যাও। আমরা আর ঠ্যাঙানি খেতে রাজী নই।
সত্যি কেল্টুদা! আগের অ্যাকশানের ব্যাথা এখনো গা থেকে যায় নি।

আর তা ছাড়া ওটা যে গুপ্তধনের নক্সা তারই বা ঠিক কি! তোমার ভুল তো হতে পারে?
ঠিকই কেল্টুদা। তুমি বরঞ্চ ভালো করে কাগজটা আর একবার দেখো।

তা তোরা যখন বলছিস তখন না হয় ভালো করে আর একবার দেখবো।

মনে হচ্ছে হতভাগারা আমার হাতে ধরা পড়ে গিয়ে এখন আলতু ফালতু বলে নিরস্ত করতে চাইছে।

এ নির্ঘাত কোন গুপ্তধনেরই নক্সা! এই ধনরত্ন আমি উদ্ধার করবোই। ছোঁড়াদুটোর ওপরও একটু নজর রাখতে হবে।

পরদিন সকালে
এতো সকালে কোথায় যাচ্ছো কেল্টুদা? মর্ণিং ওয়াক করতে বুঝি?
ন-না-ও হ্যাঁ!

আর শোন,..তোদের কথাই ঠিক ওটা গুপ্তধনের ব্যাপার নয়—বাজে নক্সা একটা।
একদিকে ভালোই হলো। ওটা যে ঠিক তা ওদের আর জানিয়ে দরকার নেই।

হিঃ হিঃ! নন্টে ফন্টে ভাবলো আমি মর্ণিংওয়াক করতে বেরিয়েছি। কিন্তু আসলে যাচ্ছি গুপ্তধনের হদিশ করতে।
ধনরত্ন যা পাবো তা আমারই থাকবে। তবে. রত্নপেটিকার ডালা স্যরকে দিয়েই প্রথমে খোলাবো—ঐ তো ভাঙা মন্দির দেখা যাচ্ছে।

নক্সায় নির্দেশিত জায়গাটা এবার খুঁজে বের করি

এই তো পরিষ্কার দেখানো রয়েছে মন্দিরের দরজা থেকে পঁচিশ পা সামনে এগিয়ে আর দশ পা বাঁয়ে গিয়ে আবার আট পা—

ডানদিকে গিয়ে তিন পা আবার সামনে এগিয়ে একটা ছোট ঢিবি তারই নীচে মাটির তলায় রয়েছে গুপ্তধন—এই তো ঢিবি! একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে!

মার্ দিয়া কেল্লা! গুপ্তধন আমার হাতের মুঠোয়। রাতে কোদাল নিয়ে এসে তুলে নেবো!

মর্ণিং ওয়াক করতে কোথায় গিয়েছিলে? কেল্টুদা? নদীর দিকে?
মা-মাঠে। সকালে মাঠের নির্মল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ!

সেদিন রাত্রে
কেল্টো সকালে যখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, তখন আজ রাতেও হাওয়া খেতে বেরোবে। একটু নজর রাখবি।
ঠিক আছে।

সকলে শোবার পর
যাক, বেরোতে কেউ দেখেনি। আঃ! এবারে শুধু ধনরত্ন তুলে নেওয়ার ওয়াস্তা!
কেল্টো বেরিয়েছে রে নন্টে!

এবারে কাজ শুরু করি। ওঃ, কি বেরোবে — মোহরের ঘড়া না জহরতের পেটিকা!

এখানে ধনরত্ন নেই। আছে একটা নক্সা। তাহলে এটাই হবে আসল জায়গা নির্দেশের নক্সা!

এর নির্দেশ মতো টিবি থেকে গুণে গুণে ঠিক দশ পা সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
তাহলে শুরু করি—এক—দুই ....চার.......

...ছয়...আট
নয়-দশ—
ওরে বাবারে!
পাতাল গহ্বর
না কি?

না পাতাল গহ্বর
নয়—কিন্তু এখানেই
তো—এইতো পায়ে
বাক্সের মতো কি
ঠেকছে যেন!

এইতো পেয়েছি! মোহরের ঘড়া নয় রত্নপেটিকা! ডালা দেখছি তালা বন্ধ। এবারে ফিরে গিয়ে স্যরকে দিয়ে এই রত্নপেটিকার ডালা খোলাবো। স্যর দারুন খুশী হবে!
আরে! কেল্টুদা যে!

আমি জানতাম তোরা আসবি। নক্সাটাকে ভুয়ো বলে বুঝিয়ে নিজেরা গুপ্তধন হাতাবার তালে ছিলি। কিন্তু বন্ধু নন্টে আর ফন্টে, বড় লেট করে ফেলেছিস।
কিন্তু তোমার গায়ে এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ কেন কেল্টুদা?

গুলি মার্ দুর্গন্ধে—দ্যাখ্ কি পেয়েছি! রত্নপেটিকা! যার নক্সা তোরা পেয়েছিলি। নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরের পূজারীরা চুরি যাবার ভয়ে বিগ্রহের এই রত্নরাজি মাটিতে পুঁতে সেই জায়গার একটা নক্সা এঁকে মন্দিরে রেখে দিয়েছিলো!

দেখলি নন্টে! আমাদের বোকা বানিয়ে কেল্টুদা কেমন গুপ্তধন বাগিয়ে নিলো!
হিঃ হিঃ! তোরা নিজেদের খুব চালাক ভাবিস কি না!

কি তখন থেকে নাক চাপা দিয়ে আছিস! চল এবার ফিরি।
বস্তু পচা গোময়ের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেল্টুদা!
আমি কেল্টুদার সৌভাগ্যের খবর দিতে আগে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি পা চালা নন্টে! রত্নপেটিকাটা মাথায় করে নি, কি বলিস!
তাই নাও কেল্টুদা! একসময় দেবতার ছিলো, এখন অবশ্য তোমার।

যাক, ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছি— কি বলো কেল্টুদা?
হ্যাঁ, এবার স্যারকে দিয়ে এটা উদ্ঘাটন করাতে হবে। খবর দিতে যাচ্ছি বলে ফন্টেটা গেলো কোথায়!

এই যে আমি কেল্টুদা! কুম্ভকর্ণগুলোকে তুলতেই দেরী হয়ে গেলো। ওরা বিশ্বাসই করছিলো না। এবার স্বচক্ষে দেখুক সত্যি কি না।
সত্যিই তো রে মাইরি!

তোরা এখানে থাক। আমি স্যারকে ডেকে আনি। কেউ যেন হাত না দেয়।
তুমি নির্ভয়ে যাও কেল্টুদা! আমরা তোমার মাল পাহারা দিচ্ছি।

স্যর, আপনাকে একটু কষ্ট করে গাত্রোৎপাটন করে বাইরে আসতে হবে।
কেন? এঃ! একেবারে গন্ধমাদন গন্ধর্ব হয়ে এসেছিস দেখছি, এতো সকালে কি ব্যাপার?
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন করতে হবে স্যর!

রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন! বিশেষ মাদক দ্রব্যের প্রভাব ঘটিত কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে।
না স্যর সে সব কিছু নয়! বাইরে এলেই বুঝতে পারবেন।

এই দেখুন স্যার রত্নপেটিকা! জঙ্গলের ধারে ভাঙা মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়ে পেয়েছি।
বটে বটে! তাহলে তো দেখতে হচ্ছে ভেতরে কি রত্ন আছে!

তালা তো দেখছি টানতেই খুলে গেলো। এবার দেখি ভেতরে কি আছে!
ওঃ, কত দীর্ঘ বছর পরে পেটিকাবদ্ধ রত্নরাজি আবার আলোর মুখ দেখবে।

অ্যাও!
আঁই!
ক্রোয়াঁক!

একি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি।
ওরে বাবারে! শীগগির আমাকে ঘরে নিয়ে চলুন

চক্রান্ত-স্যর, ওদের চক্রান্ত—
ওফ্!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমাকে বিছানা থেকে উৎপাটন করে রত্নপেটিকা উদ্ঘাটনের রসিকতা করেছিস্—

এবার তোকে একবারে বোর্ডিং থেকে উৎপাটন করে ছাড়বো হতচ্ছাড়া বেল্লিক মর্কট!
ফন্টে, আমাদের অপারেশান কেল্টু কি রকম হলো বল্‌তো?
পুরো সাকসেসফুল!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে
স্যার! এবারে নাটক থেকে আমরা বাদ?
হ্যাঁ, বাদ!

কেন স্যার?
আমার খুশী! আমি নাটকের পরিচালক, যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে করাবো। তোদের কৈফিয়ত দিতে হবে না কি?

এবার ভেবেছিলাম কুরুরাজের ভগ্ন উরু নাটকে তুই আর আমি চুটিয়ে গদাযুদ্ধ করবো। আর স্যার আমাদের কাট করে দিলে মাইরি! বলে ওটা জুনো আর চুনো করবে।
করাচ্ছি!

জুনো, চুনোকে দিয়ে স্যার খুব জোর গদাযুদ্ধের মহড়া দেওয়াচ্ছে।
আরি ব্বাস এতো ছারপোকা! এ দিয়ে কি হবে?
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমরাও সৈন্য ছাড়বো!

অভিনয়ের দিন
এদিকে কেউ আসে কি না নজর রাখ্।
সাজঘর

নাটক আরম্ভের কিছু আগে
তোরা তৈরি হ। একটু পরেই তোদের গদা যুদ্ধের দৃশ্য
আমরা তৈরি স্যার! খালি চুলটা পরে নেবো।

গদাযুদ্ধের দৃশ্যে
আরে, আরে দুরাচার— পাঠাইব আজি তোরে শমন সদনে!
বৃথা তোর আস্ফালন মধ্যম পাণ্ডব, দেখা যাবে বাহু তোর কত শক্তি ধরে!

গদাঘাতে চূর্ণ তবে করি এবে তোরে— উফ্!
হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় পেয়ে গেলি ওরে মধ্যম পাণ্ডব- বাপরে!

বাবারে! খেয়ে ফেললে রে!
দাদা রে, জ্বলে গেলো রে!

ওরে কে কোথায় আছিস, যবনিকাটা ফেলে দে!
হিঃ হিঃ!
হাঃ হাঃ!
হোঃ হোঃ!

নন্টে! আমার সেনাবাহিনী কি রকম পরাক্রম দেখালো বলতো?
সত্যি ফন্টে, তুলনা নেই!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

কি রে নন্টে! কদ্দিন ধরে তোর যে পাত্তাই নেই!
আর বলিস নে মাইরি! বাড়িতে গুরুদেব এসে লাইফ একেবারে হেল করে দিলে রে! রোজ চর্ব-চোষ্য খ্যাঁটাচ্ছে আর আমাকে দিয়ে গা, হাত-পা টেপাচ্ছে।

বলিস কি রে!
হ্যাঁরে ভাই! বাড়ির ঠ্যাঙানির ভয়ে মুখ বুঁজে সব করি।

ভেবে যে একটা প্ল্যান বের করবো সেই চান্সও পাচ্ছি না
বৎস নন্টু!
জ্বালালে মাইরি! চল্ না বাবাজীকে দেখে আসবি—
যাই প্রভু!

ইটি কে? মিত্র! বাঃ! নাম কি? ফন্টু! বেশ বেশ! তোমরা দুই মিত্রতে পালা করে আমার গাত্র মর্দন করবে।

বৎস নন্টু! অগ্রে তুমি মর্দন আরম্ভ কর। এখন এক ঘটিকা, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা থেকে ফন্টু মর্দন আরম্ভ করবে।
আচ্ছা প্রভু!

মর্দন করাচ্ছি প্রভু!

যা চাইছি বোধ হয় এখানেই তা পেতে পারি।
এখানে যাত্রা থিয়েটারের যাবতীয় পোষাক সুলভে ভাড়া পাওয়া যায়

পেয়ে গেছি— আর এদিকে মর্দনেরও সময় হয়েছে।

আ-আঃ! বৎস নন্টু! এবার তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করে বৎস ফন্টুকে এখানে প্রেরণ কর।
আচ্ছা!

বৎস ফন্টু এসেছো? পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ অনুভব করছি বৎস! তোমাকে আর গাত্র মর্দন করতে হবে না—

পরিবর্তে যদ্যপি না আমি গভীর নিদ্রামগ্ন হই তদ্যপি তুমি আমার উদরদেশে হস্ত সঞ্চালন কর। কিন্তু বৎস, তোমার হস্ত এত লোমশ—

-কেন—অ্যাঁক্!
হুম! হুম!

বাবাগো খেয়ে ফেল্লে গো!

হিঃ হিঃ! কি রকম বুদ্ধি বার করেছি বল্ তো নন্টে?
তুলনা নেই রে ফন্টে! হাঃ হাঃ!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

স্কুল বোর্ডিংএ মণিটারের ঘরে
আমায় তুমি ডেকেছো কেল্টুদা ?
হ্যাঁ, এদিকে আয়! চুপি চুপি শুনে যা!

স্যার বোধ হয় এখন বাথরুমে, এই তালে স্যারের সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট ঝেড়ে নিয়ে আয়!
ওরে বাবা! ও আমি পারবো না কেল্টুদা!

মুখের ওপর না বলে গেলো! ঠ্যাঙানি খাইয়ে ওর নাট বল্টু যদি ঢিলে না করাই তো আমার নাম কেল্টুই নয়!

কেল্টেটা কি শয়তান রে মাইরি! আমাকে বলে কি না স্যারের সিগারেট চুরি করে এনে দিতে!
আমাকে দিয়ে সেদিন ও জুতো সাফ করিয়ে নিয়েছিলো! কায়দায় পেলে এমন টাইট দেবো!

কিছু খুঁজছেন স্যার ?

বাথরুম থেকে এসে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজে পাচ্ছিনা!

স্যার! একটু আগে ফন্টেকে দেখলাম আপনার ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে!
বটে!

চল্ তো দেখি! পেলে ওর পিঠকে আজ জয়ঢাক বানাবো!
হ্যাঁ স্যার, তাড়াতাড়ি চলুন!

তুই আমার ধূমপানের বস্তু চুরি করেছিস?
আ-আমি! ন্ না স্যার!

এই দেখুন স্যার! ওর বালিশের নীচে ছিলো!
বটে, বটে!
অ্যাঁঃ!

ধোঁয়া টানবার শখ হয়েছে? এবারে চোখে ধোঁয়া দেখবি!
সত্যি বলছি স্যার, আমি না!

মিনিট পনেরো বেত আর পিঠের যোগাযোগের পর
এ সব হচ্ছে কেল্টোর কারসাজী!
তুই দেখিস নন্টে, ওকে আমি বোর্ডিং ছাড়া করবোই করবো!

পরদিন
কি রে ফন্টা! কাল কেমন লাগলো?
সত্যি কেল্টুদা! তোমার কথা না শোনা খুব অন্যায় হয়েছে!
আমিও ওকে বলেছি—তুই কেল্টুদার কথা শুনিস নি করেছিস কি!

অ্যাই! কাছাকাছি স্যার নেই তো র‍্যা?
না, না, আমরা দেখে এসেছি নেই। শোনো কেল্টুদা! আজ তোমাকে একটা স্পেশাল জিনিস খাওয়াবো!

সন্ধ্যার পর
সব ঠিক আছে তো? কেল্টেটা এখুনি এসে পড়বে!
সব একদম রেডি!

কই রে নন্টা আর ফন্টা! কি যেন খাওয়াবি বলেছিলি?
এই যে কেল্টুদা! ফাস্টক্লাশ খেজুর রস!
হাড়ি শুদ্ধু লোপাট করেছি! সব তোমাকেই খাওয়াবো!

চুলুক! চুলুক!
ব্যস! হাড়ি একেবারে খালি করে ফেলেছো কেল্টুদা!

যা, তোদের সব ক্ষমা করে দিলুম। এরকম মাঝে মাঝে এনে খাওয়াবি!
নিশ্চয়!

দু'দিন পরে
কি রে! তোরা তো আর ঐ বস্তু খাওয়ালি না?
সেই জন্যেই তো এলুম! আজ রাত্রে তোমাকে গাছতলায় নিয়ে গিয়ে খাঁটি রস খাওয়াবো কেল্টুদা!

অতি উত্তম প্রস্তাব! আমাকে ডাকবি।
একদিনের দাওয়াইয়েতেই ছোঁড়ারা অনুগত হয়ে পড়েছে!
সে কথা আর বলতে! সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি বেরিয়ে যাবো। রেডি থেকো!

মাঝরাত্রে
এসেছিস! নন্টে কোথায় রে?
ও আগে চলে গেছে। কোন হাড়িতে কতটা রস জমেছে, তাড়া খেলে পালাবার রাস্তা এসব দেখে রাখতে হবে তো!

সাবধানে আমার সঙ্গে এসো কেল্টুদা!
কি অন্ধকার রাত রে ফন্টে! তার ওপর আবার কুয়াশা!

নাও কেল্টুদা! কতো খাবে! স্যারের জন্যেও একটা নিয়ে যেও! স্যার তোমার ওপর খুব খুশী হবেন!
ঠিক বলেছিস নন্টে! তোর বুদ্ধি আছে বলতে হবে!
ভালো রসের হাড়িটা দাদাকে দে রে নন্টে!

গেলাস যে নেই কেল্টুদা!
গোলি মার তোর গেলাসে! হাড়ি ধরেই মেরে দেবো!

এক চুমুকেই মেরে দেবো —
অ্যাঃ! ওয়াক !

ইঃ! কি বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ আর নোন্তা! ই কি রস রে নন্টে!
বোধ হয় গেঁজিয়ে গ্যাছে কেল্টুদা!
নন্টে! এবার খেল সুরু হবে তো?

দ্যাখনা, সুরু হোলো বলে!
দেখি এটা আবার কেমন?
ওখানে কে র‍্যা?

ওরা টের পেয়ে গ্যাছে কেল্টুদা! শীগগির কেটে পড়ো!
ওরে আমাকে ফেলে যাসনে রে!
তুমি আমাদের পেছনে পেছনে এসো!

হতচ্ছাড়া কেল্টোটা এদিকেই ঠিক আসছে তো?
তাড়া খেয়ে আমাদের পেছনে ঠিকই আসছে!

ব্যস, ফাঁদ তৈরি! হতচ্ছাড়াটা ছুটে এলেই হয়!
এবার বাছাধন এলেই ঝপাস!

ধর্ ধর্, পালালো!
আমাকে শত্রুর মুখে ফেলে শয়তানেরা ভেগেছে। বোর্ডিংএ পৌঁছে ওদের পিঠে আবার স্যারের বেত ভাঙাবো!

একে অন্ধকার রাত তার ওপর কুয়াশার জন্যে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে মনে হয় বেল্লিক দুটো এই দিক দিয়েই গেছে!

ছপাৎ!

এঃ! একেবারে নালার পচা পাঁকে এসে পড়েছি!

এখানে এসেই উবে গেল! কিন্তু রাস্তা নেই যাবে কোথায়! এই দাঁড়ালুম, দেখি কোত্থেকে বেরোয়!
ওরে বাবা! এখন উঠলেই তো পিটিয়ে পাট করবে! পাজী দুটোর কথায় রস খেতে এসে ফস করে এ কি বিপাকে পড়লুম! ইস্! কিসে যেন আবার কামড়াচ্ছে!

ঘন্টাখানেক পরে
নন্টের সঙ্গে যা কথা হয়েছিলো তা করেছি! এবার চল কেটে পড়ি!

উঁহুঁহুঁ, ঠাণ্ডায় গেলাম! আর তো থাকা যায় না! এবারে উঠে পড়ি — অ্যাই মরেছে! উঠতে পারছি না যে! চোরা পাঁক নাকি!

এদিকে
তুই গিয়ে এবার আমাদের সেই অটোমেটিক চিমটি কাটারটা নিয়ে তৈরি থাক। আমি ওকে গাড্ডা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।
কেল্টোর ওপর দিয়েই ওটার পরীক্ষা হবে, কি বলিস? শেষে এই রসের হিট!

কেল্টুদা তুমি কোথায়?
হতচ্ছাড়াটা যে কোথায়, তা তো ভালোভাবেই জানি।
উঁহুঁ হুঁ। এ এইযে আমি এখানে!

আরে কেল্টুদা! তুমি এখানে! এদিকে তোমাকে গরু খোঁজা করছি!
হতভাগারা! তোরা আমাকে শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছিলি! নেহাৎ ধরতে পারেনি, পারলে আমার পিঠটাকে ওরা ঢাক ভেবে নিতো, তা জানিস?
এখন আবার দ্যাখ পাঁকে পুঁতে গিয়ে উঠতে পারছি না!

তুমি মিছিমিছি আমাদের ওপর রাগ করেছো কেল্টুদা! তুমি যে আমাদের ফলো করতে পারোনি তা কি করে জানবো বলো? নাও, এটা ধরে উঠে এসো!

যা এবারের মতো তোকে ক্ষমা করে দিলুম! নে হাত ধরে ভালো করে টেনে তোল্!

আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো! আবার গোলমাল করে ফেলোনা।
তোর পশ্চাতেই আছি রে ফন্টে!
আজই তোমার জারিজুরি ভঙ্গ হবে বাছাধন!

এই তো আমরা এসে গেছি রে ফন্টে! এদিকে ভোরের আলো ফুটছে।
দাঁড়াও কেল্টুদা! নন্টে এসেছে কি না দেখি! তুমি স্যারকে দেবে বলে ও একটা হাড়ি নিয়ে এসেছে!

এনেছে? চমৎকার! রাতে আমরা বাইরে গেছি জানতে পারলে যদি স্যার রাগ করেন, তাহলে ঐ রস দিয়ে স্যারের রাগকে বশ করা হবে!

ওরে গেছি রে! কিসে যেন কামড়ালো রে নন্টে ফন্টে!

কি হলো কেল্টুদা! অমন গর্জে উঠলে কেন?
তুই তো নন্টেকে খুঁজতে গেলি, আর অমনি আমার পশ্চাদ্দেশে কে যেন প্রচণ্ড চিমটি লাগালো! উঃ এখনো জ্বালা করছে রে!
কিন্তু আমার রসের হাড়ি কই রে?

এই যে কেল্টুদা! এই নাও তোমার রসের হাড়ি! তোমার হাত থেকে পেলে স্যার তোমার উপর যা খুশী হবে না!
ঠিকই বলেছিস! দে, দে, ওটা আমার হাতে দে!

নাঃ! ওরা আমার অনুগতই আছে! আমাকে খুশী রাখতে তাড়া খেয়েও ওরা আমার জন্যে রসের হাড়ি নিয়ে এসেছে! এটা দিয়ে আমি আবার স্যারকে খুশী রাখবো!

চ' নন্টে! তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ি! আমরাও যে বাইরে ছিলুম এটা যেন স্যার টের না পায়! একটু পরেই তো এই নাটকের যবনিকা পতন হবে!
আর হবে কেল্টোর মাথার ওপরে!

ওদিকে
আঃ! এই সাত সকালে কে আবার ষাঁড়ের মতো গলা হাঁকড়াচ্ছে, একবার দেখতে হচ্ছে

অ্যাই সেরেছে! এ যে স্যার বেরিয়ে পড়েছে!
কি ব্যাপার? এতো সকালে চেঁচামেচি কিসের?

কেল্টো না? রাতারাতি তোর গায়ের রং পাল্টালি কি করে? হাতেই বা কিসের ঘট?
ঘট নয় স্যার! হাঁড়ি, রসের হাঁড়ি!

রস মানে? কিসের রস?
খেজুর গাছের রস স্যার! একদম টাটকা মানে ফ্রেশ স্যার!

টাটকা খেজুর রস! বলিস কি রে! কোত্থেকে আনলি?
আপনার জন্যে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি স্যার —

গাঁয়ের শেষে আমার এক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে। আমাকেও খাবার জন্যে খুব করে ধরেছিলো, তারপর সহজে কি ছাড়ে! দেরী হলে আপনি রাগ করবেন এই কথা বলে অনেক কষ্টে ওদের হাত ছাড়িয়ে আসতে হয়েছে!

উঃ! কি মিথ্যেবাদী রে কেলোটা! দিব্যি বলে গেল কি না ও রস এনেছে!
দাঁড়া না! আর বেশীক্ষণ নয়, বোমা ফাটবার সময় হয়ে এলো বলে!

নিন স্যার! এখুনি হাঁড়ি ধরে গলায় ঢেলে দিন!
বলছিস? দে তাহলে একটু দেখি!

দেখবেন স্যার! মনে হবে যেন অমৃত!

ওয়াক!
অ্যাঃ এটাও আমারটার মতো!

বিট্রে স্যার, বিট্রে! ওরা আমায় ফাঁসিয়েছে! ওরা ওরা—
ওরা নয় আমি! আমি এবার এই হাঁড়ি তোর মাথায় ফাঁসাবো, রাস্কেল মর্কট কোথাকার!
আওতার মধ্যে এলেই ওর মাথার ওপর যবনিকা পতন হবে নন্টে!

আপদ বিদেয় হয়েছে! এবারে এই কেল্টু বিতাড়ন নাটকে অংশগ্রহনকারী দুজনকে একদিন খাইয়ে দিতে হবে কি বলিস?
যথার্থ!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

আমার কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না! তোরা কেউ দেখেছিস নাকি?
না স্যার, আমরা দেখিনি তো!

আমিও দেখিনি। তবে স্যার যদি অনুমতি করেন তবে আমি একবার গণনা করে দেখতে পারি। কয়েকদিন জ্যোতিষচর্চা করেছি কিনা।

ঠিক আছে, দ্যাখ তবে। পেলে পুরস্কার পাবি।
এক্ষুনি দেখেছি স্যার! তবে মনে হচ্ছে কারুর হাতে পড়েছে।
যার কাছ থেকে বেরোবে সে পরের দ্রব্য নেবার মজা টের পাবে।

স্যার, গণনায় পাচ্ছি, যাদের কাছে এটা আছে তাদের নামের গোড়ার অক্ষর ন আর ফ। তাদের উপাধানের নীচে রাখা আছে।
না, না এ মিথ্যে!
ঠিক আছে। চল দেখি মিথ্যে কি সত্যি।

সব মিথ্যে, অ্যাঁ? তাহলে এটা এখানে কি করে রে যুধিষ্ঠির?
ওরে বাবা! কলম এখানে কি করে এলো!

এই নে কেল্টু দশটা টাকা তোর পুরস্কার। ওদের আমি পরে শিক্ষা দিচ্ছি।
আমার গণনা দ্বারা আপনার জিনিসটা উদ্ধার হওয়াতে আমি খুবই কৃতার্থ স্যার!

শয়তানটা নিজেই কলম সরিয়ে আমাদের বালিশের নীচে রেখে গণনার ভণ্ডামী করে আমাদের জব্দ করলো। এবার আমরা ওরই অস্ত্রে ওকে ঘায়েল করবো।
ঠিক বলেছিস।

দুদিন পরে
কেল্টু, ঘড়িটা আবার পাওয়া যাচ্ছে না। দ্যাখ্‌তো গণনা করে।
অ্যাঁ! আবার ঘড়ি উধাও। হ্যাঁ, দেখছি গ-গণনা করে।

কিরে কেল্টু! কলমের বেলায় বেশ চটপট বলে ফেললি এখন এতো দেরী করছিস কেন?
এই যে স্যার বার করছি।
অনেকক্ষণ থেকেই তো বার করছি বার করছি বলছিস।
আমিও গুণতে পারি স্যার! দেখবো?

তুইও গুণতে পারিস? ঠিক আছে দ্যাখ্।
ক্লিং ক্লিং ক্লিং! অ্যা-অ্যা- অ্যাই যে বেরিয়েছে। নামের পয়লা অক্ষর ক। আর ঘড়িটা বিছানার তলা খুঁজলেই পাওয়া যাবে

ওরে বাবারে! আমার প্রদর্শিত পথেই আমাকে প্যাঁচে ফেলেছে। এখন স্যারের সামনে থাকা আর আগ্নেয়গিরির কাছে থাকা দুই সমান। অতএব যঃ পলায়তি—
অ্যাই কেল্টো! পালাচ্ছিস কোথা?

চল ফন্টে, স্যারের পুরস্কারের টাকা দিয়ে পেটে খেয়ে পিঠেরটা সইয়ে আসি।
ঠিক বলেছিস। কেল্টো আগে পেটে খেয়েছে পরে পিঠেরটা খাবে কি বলিস?

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

তোমার নামে একটা পার্শেল আছে এই নাও।
অস্ট্রেলিয়া থেকে কাকা পাঠিয়েছে দেখছি!

দ্যাখ ফন্টে! কাকা আমার জন্যে কি পাঠিয়েছে!
বুমেরাং যে রে! ঠিক মতো ছুড়তে পারলে আবার ঘুরে হাতে ফিরে আসে মাইরি!

মালীটা দাঁড়িয়েই নাক ডাকাচ্ছে। এই তালে ঐ আমের ওপরেই একবার পরখ করি।
ফররর
ফোঁৎ

ইয়াহ্! চেয়ে দ্যাখ্ নন্টে, বুমেরাং আম নিয়ে আসছে!

তোর কাকা তোকে দারুণ জিনিস পাঠিয়েছে মাইরি! ছুঁড়ে দিলেই সঙ্গে আম নিয়ে ফিরছে!
কি মিষ্টি আম রে মাইরি!

আর একবার মিসাইলটা ছাড়ি কি বলিস?
সে কথা আবার বলতে হয়।

ঐ আমের থোছা এখন গাছে ঝুলছে, আর একটু বাদেই আমাদের পেটে গলবে— এই যাঃ হাত ফসকে গেল!
ফরররর-ফোঁৎ!

এদিকে
হায় রামজী ই ক্যায়া!

এ্যাই মরেচে! আমের বদলে এবার মালীর পাগড়ি আসছে রে নন্টে—কেটে পড়—কুইক্!

হুস্ স স স স!

উফ্!
আঁউ!

বুমেরাং অত্যন্ত বাজে জিনিস, বুঝলি নন্টে! ওটা কালই পার্শেল করে তোর কাকার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দে।

নন্টে আর ফন্টে
ন্যারায়ণ দেবনাথ

একদিন সকালে
আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিস ফন্টে?
কিসের বিজ্ঞাপন রে?

পড়েই দ্যাখনা।

চিড়িয়াখানায় আমাদের বয়সী কর্মী চাইছে। বোর্ডিংএর ছেলেদের অগ্রাধিকার দেবে। চমৎকার, একটা চান্স নিবি নাকি নন্টে?
কর্মখালি

নিশ্চয়। কাল থেকে বোর্ডিংএ গরমের ছুটি — চল্ কালকে গিয়ে দেখা করি।
ঠিক বলেছিস। তবে কেল্টোটা যেন জানতে না পারে।

পরদিন
বেশী জানাজানি হবার আগে চল্, দুর্গা দুর্গা করে বেরিয়ে পড়ি।
হ্যাঁ, চল্।

চিড়িয়াখানায়
দাঁড়া, কাউকে জিজ্ঞেস করি কোথায় লোক নিচ্ছে।

আচ্ছা, এখানে কোথায় লোক নেওয়া হচ্ছে ?
ওই যে সামনে ! একেবারে সিধে।

আচ্ছা, এখানেই কি লোক
হ্যাঁ ! নাম-ধাম লিকে দিয়ে বসে থাকো। ভেতরে এখন লোক রয়েচে। পালা হলে ডাক পইরবে।

একটু পরে
তোমাদের লম্বর চার আর পাঁচ। এখন তিন লম্বরের ডাক পইরেচে।
আচ্ছা, ঠিক আছে।

তিন লম্বর ভিতরে যাও। এবার তোমার টেস্টো হবে।

বাইরে
তোমার নাম গদাই গুঁই ?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
বেশ, এবার লাফ দিয়ে ওটা ধরে ঝুলে পড়ো দেখি।

আচ্ছা, এবারে এটা ধরে উঠে যাও দেখি।
কিসের টেস্ট হচ্ছে রে নন্টে ?
কিছু বুঝতে পারছি না।

ওঠো ওঠো – আরো তাড়াতাড়ি ওঠো।
ধপাস্!
ওফ্!
কি হচ্ছে রে মাইরি!

এ কি রে ফন্টে! বুক চিতিয়ে ঢুকলো আর কোমর বেঁকিয়ে বেরোচ্ছে যে রে!
ওওওফ!

এবারে চার আর পাঁচ লম্বরের একসাথে ডাক পইরেছে।

নমস্কার স্যর!
কি দুশমনের মতো চেহারা রে মাইরি!

কে নন্টে আর কে ফন্টে?
আমি ফন্টে ও নন্টে।
কি বাজখাঁই গলা রে ফন্টে!

তোমাদের কিছু পরীক্ষা দিতে হবে। আচ্ছা, লাফিয়ে ওটা ধরে ঝুলতে পারবে?
খুব পারবো স্যর!

ঠিক ঠিক পেরেছি তো স্যর?
একেবারে যেমনটি চাইছিলুম।
এসব তো আমাদের কাছে কিছুই নয় স্যর!

আমি ও উঠে দেখাবো নাকি স্যর!
না, তোমাকে আর উঠতে হবে না।

কিন্তু স্যর, আমাদের কাজটা কি হবে তা এখনো জানতে পারলুম না।
ঠিক আছে। তোমরা যখন মনোনীত, তখন জানাতে বাধা নেই।

শোন, অনেকদিন থেকে আমাদের বনমানুষের খাঁচা খালি পড়ে আছে। অথচ ট্রেণিং দিলে এরা মানুষের হাব-ভাব নকল করতে পারে বলে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। কিন্তু ওদের বাইরে থেকে আনাতে হয়। তাই যদ্দিন আসল না আসে, তদ্দিন নকল দিয়েই ম্যানেজ করার কথা আমরা। চিন্তা করেছি। কিন্তু ঠিক উপযুক্ত কাউকে পাচ্ছিলুম না—

কিন্তু তোমরা সর্বাংশে উপযুক্ত। তাই এবার তোমাদের বনমানুষ সাজিয়ে খাঁচায় পুরে— আরে কি হলো, মৃগীরোগ আছে নাকি?
আঁ আঁ আঁ আঁ!

চার আর পাঁচ লম্বর যে পাইলে যাচ্চে— ধইরবো?
শিগগির এ তল্লাট ছেড়ে পালা। ধরতে পারলেই খাঁচায় পুরে দেবে।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

বুঝলি ফন্টে, তখন থেকে একটা কথা ভাবছি।
কি কথা ভাবছিস রে নন্টে ?

ভাবছি চিড়িয়াখানা থেকে হুট করে পালিয়ে না এলেই হতো।
তার মানে ওই ইয়ে সেজে খাঁচায় থাকলেই হতো বলছিস ?

মন্দ হতো না। বেশ একটা মজা হতো আর মাঝখান থেকে কিছু পকেটমানি এসে যেতো।
তা মন্দ বলিসনি নন্টে! তাহলে আবার ওখানে যাবি নাকি ?

চল্। এখন তো বোর্ডিংও বন্ধ। ছুটিটা ওখানেই কাটানো যাবে।
ঠিক বলেছিস, চল্ তাহলে।

এই খাঁচায় দেখছি একটা গোদা বনমানুষ রয়েছে।
আমরা কোন্ খাঁচায় ঢুকবো রে নন্টে ?

আরে! চার আর পাঁচ নম্বর আবার ফিরে এয়েচো দেখচি!
হ্যাঁ, ফিরেই এলুম।

এই যে, তোমরা আবার ফিরে এসেছো। খুশী হলুম উপযুক্ত লোক পেয়ে।
বোর্ডিং না খোলা পর্যন্ত আমরা ঠিক চালিয়ে যাবো।

যাও, পাশের ঘরে গিয়ে বনমানুষের পোষাক পরে এসো। তবে খুব সাবধান- দর্শকরা যেন ধরতে না পারে।
ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কেমন দেখতে লাগছে রে ফন্টে?
মনে হচ্ছে এইমাত্র জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে।

পেছন দিয়ে গিয়ে খাঁচার ভেতর দিকের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ো।
ঠিক আছে স্যার!

ওরে বাবারে খেয়ে ফেললে রে! এযে সেই গোদার খাঁচায় ঢুকিয়েছে রে!
অ্যাঁ, তোরা! আমিও তোদের সত্যি ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

আরে! কেল্টুদা তুমি!
হ্যাঁ আমি। সব বিষয়ে যোগ্যতা দেখিয়ে মনোনীত হয়েছি। এই দুর্দিনে কিছু ক্যাশ তো পকেটে আসবে। কি বলিস?
আর সেই সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিটাও বেশ কাটানো যাবে— হাঃ হাঃ হাঃ!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস ধরে অতো মনোযোগ দিয়ে কেল্টুদা কি দেখছে রে নন্টে ?
একফালি ময়লা ছেঁড়া নেকড়ায় তুমি কি দেখছো গো কেল্টুদা?

সূত্র খুঁজছি !
সূত্র খুঁজছো ? কিন্তু ওর সবটাই তো সূত্র দিয়ে তৈরি কেল্টুদা!

এ সূত্র সে সূত্র নয় রে মুখ্যু ! এ হচ্ছে অপরাধের সূত্র — আমি সেই সূত্র খুঁজছি।

সে কি কেল্টুদা! তুমি আবার গোয়েন্দাগিরি করছো নাকি?
এখনো করিনি। তবে এবারে করবো। দেখবি কি রকম চমক লাগিয়ে দেবো।

তোরা এসেছিস ভালোই হয়েছে। তোদের আমি আমার অ্যাসিস্‌টেন্ট্ করে নিলুম।

কাল থেকে তোরা রাস্তায় নজর রাখবি। যদি দেখিস কেউ কিছু হারিয়েছে তাহলে আমাকে এসে খবর দিবি।
ঠিক আছে কেল্টুদা !

পরদিন
চারদিকে কড়া নজর রাখবি ফন্টে!
সে আর তোকে বলতে হবে না নন্টে!
দু'ঘন্টা পর
এতোক্ষণ ঘুরে ঘুরে পায়ের নড়া ছিঁড়ে গেলো, তবু কেউ কিছু হারিয়েছে এমন কাউকে খুঁজে পেলুম না মাইরি!
যা বলেছিস। সবাই যেন কিছু হারাবো না পণ করে বসে আছে।
আরো আধঘন্টা পরে
এদিকে দ্যাখ্ নন্টে! ঐ বুড়ো লোকটি কিছু যেন খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে না?
কৈ, কোন দিকে রে ফন্টে?
ঘুরে ঘুরে তালকানা মেরে গেছিস দেখছি! এই দ্যাখ্ তোর বাঁ দিকে।
হুঁ, তাইতো রে ফন্টে! নির্ঘাত কিছু হারিয়েছে। এতোক্ষণে কেল্টুদার একটা কেস পাওয়া গেলো বোধহয়।
নিশ্চয় আপনার কিছু হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে
ঠিক ধরেছো। দেখোনা— কতোক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না।
আপনাকে কিছু পারতে হবে না। কেল্টুদাকে নিয়ে আসি, দেখবেন টক্ করে আপনার মাল বের করে দেবে।
তাই নাকি? যাও তাহলে শিগগির তোমাদের কেল্টুদা-না-কে তাকে নিয়ে এসো।

আমি চটপট কেল্টুদাকে ডেকে নিয়ে আসি নন্টে, তুই এখানে থাক।
আচ্ছা। কিন্তু তুই তাড়াতাড়ি ফিরবি ফন্টে!
কেল্টুদা, তোমার একটা কেস ধরেছি। শিগগির চলো।
পেয়েছিস? তাহলে দেখবি আমার কেরামতি।
আপনার জিনিস হারিয়েছেন বলছেন? কখন এবং কি ভাবে ঠিক করে বলুন।
এই তো, এই কিছুক্ষণ আগে।
এখান দিয়ে যাবার সময় নস্যি নিয়ে নাকটা ঝাড়বার জন্যে রুমালটা তুলতে গিয়েই তো পড়ে গিয়ে গড়িয়ে চলে গেলো। সুরুতেই আজ লোকসান, দিনটাই খারাপ যাবে দেখছি।
গড়িয়ে চলে গেলো — মানে আপনি তাহলে দেখেছেন কোথায় পড়ে গেলো!
দেখবো না কেন হে। আমার চোখের সামনেই তো গড়িয়ে এর মধ্যে পড়ে গেলো।
আপনার পকেট থেকে ওর মধ্যে কি রত্ন পড়েছে?
রত্ন? রত্ন পড়বে কোত্থেকে হে। দুটো পয়সা পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি তুলতে, পারিনি। দাওনা তুলে।

র‍্যাবিশ! আপনি কি ভেবেছেন ওর ভেতর থেকে পাঁক ঘেঁটে আপনার ঐ দুটো পয়সা তুলবো? পাঁক নয়, আমি রহস্য ঘাঁটি, বুঝলেন?

তোমার চেলারাই তো বললো হে, যে তুমি একেবারে ঝট্ এসে পট্ ওটা তুলে দেবে। মুরোদ নেই মুখেই যতো হম্বাই-তম্বাই! এতোক্ষণ চেষ্টা করলে নিজেই তুলতে পারতুম।
তাহলে চেষ্টা করে তাই আবার পারুন।

এসব ব্যাপারে অনুসন্ধানী চোখ থাকা চাই। আর তার জন্যে দস্তুরমতো গবেষণা দরকার। ওসব তোদের কম্ম নয় বুঝলি!

এই আমি — আমি একনজরে দেখলেই বুঝতে পারি কোনটায় রহস্যের গন্ধ আছে কোনটায় নেই। আমার এই চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। এ চোখে যদি একবার পড়ে তাহলে আর —

দাঁড়া-দাঁড়া! সামনের ব্যাপারটা কেমন যেন ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না!
রহস্যের গন্ধ পেয়েছো নাকি কেল্টুদা?

আমি জোর করে বলতে পারি যে ঐ লোকটা ঐ ছেলেটাকে গুম করবার চেষ্টা করছে।
বলো কি!

একটু পরে
ওদের কথাবার্তাও শোনা দরকার। এতো পেছন থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না। চলো একটু সামনে এগিয়ে যাই।

দ্যাখ্ নন্টে, আমার অ্যাসিস্টেন্ট হব্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোর কি রকম বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে। ওদের কথা শুনলে আমার অনুমান যে কিরকম অভ্রান্ত তা বুঝতে পারবি।

কৈ, এখনো তো দিলে না। তখন তো এই দিচ্ছি বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এখন খালি দেবো দেবো বলছো তখন থেকে।
ভয় পাচ্ছিস কেন? দেবো বলেছি যখন তখন দেবোই।

নিজের কানে শুনলি তো? তাহলে বুঝে দ্যাখ আমার অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি কতোখানি তীব্র! কি রকম এক নজর দেখেই বুঝে নিয়েছি যে এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।
কেল্টুদা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনি ওকে উদ্ধার করে আনি।
সত্যি

তোরা অধৈর্য হোসনে। তাড়াহুড়োতে সবকিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে। শুধু জেনে রাখ্, একবার আমার চোখে যখন ও পড়েছে তখন আর পরিত্রাণ নেই।

ওদের অনুসরন করে আমার আরো অনেক তথ্য জানা প্রয়োজন। তবে ছেলেটাকে কোনরকমে যদি কিছুক্ষণ একা পেতাম তাহলে কাজ অনেক সহজ হতো।
তাহলে এক কাজ করলে হয়না কেল্টুদা?

কি কাজ রে?
আমি আর নন্টে যদি কায়দা করে ঐ লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তো তুমি ছেলেটাকে একা পেয়ে ওর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে পারো

আরে না-না। এখনো ও ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। যে ও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তোরা ওসব ছেলেমানুষী করতে গেলেই ওর মনে সন্দেহ হবে। আর তাহলেই সব গুবলেট! যতটা পারা যায় ওদের কথা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে নি।

যা দেবে বলেছো তা এখুনি না দিলে আমি আর এক পা ও নড়বো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাবো!
উঃ! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি কিন্তু এরকম দুঁদে ছেলে কখনো চোখে পড়েনি।

শুনেছিস? এটাই প্রথম নয়। তার মানে এ ব্যাপারে ব্যাটা একেবারে রামঘুঘু! ঠিক আছে বাছাধন, তোমার পেছনে চাঁদ আমিও রয়েছি ফাঁদ!

ঠিক আছে, চল্ তোর জিনিস আমি কিনে দিচ্ছি।
না, আমি যাবো না। তুমি কিনে এনে আমার হাতে দেবে।

বেশ তাই আনছি। কিন্তু তুই এখান থেকে এক পা ও নড়বি না। তোকে আজ আমি নিয়ে যাবোই।

নিয়ে তোমায় যাওয়াচ্ছি বেল্লিক! এই আমার সুযোগ। ছেলেটার কাছ থেকে ভালো করে জেনে নিচ্ছি। তোরা ওর ফিরে আসার দিকে নজর রাখ্।
ঠিক আছে।

তারপর ওর অভিভাবকের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।
ওরে বাবা, এতো ব্যাপার!
তুমি এতো সব খবর জানলে কি করে গো কেল্টুদা?
ওরে এর নামই হচ্ছে অনুসন্ধানী চোখ। ওর ভাবভঙ্গিতেই আমি সব কিছু ধরে ফেলেছি।
লোকটার কাছ থেকে ঐ হতভাগ্য ছেলেটাকে জোর করে কেড়ে আনা যায় না কেল্টুদা?
এসব ব্যাপারে কোন গোঁয়ার্তুমি চলে না, বুঝলি বোকারাম!
কেন কেল্টুদা? তুমি তো অন্তঃদৃষ্টিতে সব জেনেই ফেলেছো, তবে আর তোমার এতো ভয়টা কিসের?
আরে ভয় নয়, আমি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছি, তারপর দেখবি আমার সুক্ষ্ম বুদ্ধির কেরামতি।
অপহরণকারীর মুস্কো চেহারা দেখে কেল্টুদা বোধহয় ভড়কে গেছে।
ওরে ভড়কাবার পাত্র এই কেল্টুরাম নয়। যখন ব্যাটাকে আমার কব্জায় আনবো তখন দেখবি ওই মুস্কো কুঁকড়ে একেবারে মুসিক হয়ে গেছে।

এই যে খোকা! যে লোকটার সঙ্গে তুমি যাচ্ছো, সে তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?
হ্যাঁ! দেখোনা, কতো করে বললুম যে যাবোনা। তবু টফি আর এটা ওটা কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি জানলে কি করে।
আমাকে জানতে হয়। তবে তোমার আর ভয় নেই। আমি তোমাকে উদ্ধার করে বাড়িতে তোমার বাড়িতে রেখে আসবো।
সত্যি বাড়িতে নিয়ে যাবে? কি মজা! তাহলে এখুনি চলো
দাঁড়াও, যাবার আগে ওই গুণ্ডা বদমায়েসটাকে ছেলেচুরির সাজা দিয়ে যেতে হবে।
গুণ্ডা, বদমাইস, ছেলেচোর আবার কে?
কি হয়েছে রে পোঁটা?
ওই তো! যে মহাপ্রভু এদিকে আসছেন। তবে ওর সব জারিজুরি এখানেই শেষ।
এইরে!
এই ছেলেটা এসে আমাকে বলছে তুমি গুণ্ডা বদমাইস ছেলেধরা। সত্যি নাকি বাবা!
বটে!
য়্যাঁ!! বাবা!
নন্টে, ওয়েদার খুব খারাপ।
হ্যাঁ, বাবা! আর এই থাবায় তোর মুণ্ডুটা ধরতে পারলে ধড় থেকে উপড়ে নেবো হতচ্ছাড়া বিটলে!
ছেলেটাকে কতো ভুলিয়ে ভালিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যাচ্ছি, আর হতভাগা এসেছে ছেলেধরা ধরতে।
নন্টে, গোয়েন্দা কেল্টুর মুণ্ডু উপড়ে নিয়ে ফেরার আগেই চল আমাদের মুণ্ডু নিয়ে আমরা সরে পড়ি।
নদে

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

পূজোর ছুটিতে বোর্ডিং হাউসে— এক সকালে।
ভাঁড়ার ঘর
এদিকে এখন কেউ নেই। দেখি এই তালে যদি কিছু সাঁটানো যায়।
ফন্টেটা নিশ্চয় কিছু খ্যাঁটাবার তালে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকছে।

সামান্য ব্যাপারে ফন্টেটা সেদিন সকলের সামনেই স্যারকে দিয়ে রাম ঠ্যাঙানি খাইয়েছিল। আজ আমি চান্স পেয়েছি।

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে।
স্যার, শীগগির একবার আমার সঙ্গে আসুন।

রাতমোহানার বালুচরে সবে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড খুন হয়েছে, এই মোক্ষম জায়গায় তুই এসে উদয় হলি! কেন, হয়েছেটা কি?

এতক্ষণে বোধহয় সব সাফ করে ফেললো!
কি আশ্চর্য! কে কি সাফ করলো! আমি তো আজ কাউকে কিছু পরিষ্কার করতে বলিনি!

সে সাফ নয় স্যার! ফন্টে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে সব খাবার-দাবার খেয়ে সাফ করে দিলে, তাই বলছি।

কী এতবড় সাহস! খাল ধারে ছিপ ফেলে ওকে আমি ছিপের দিকে নজর রাখতে বলে এলুম— আর ও হতচ্ছাড়া কিনা এসে ভাঁড়ারে ঢুকেছে চুরি করে খ্যাঁটাবার তালে! চল্ তো একবার দেখি।
তাই তো বলছি স্যার!

আমাকে মার খাওয়াবার বদ্লা আজ ফন্টে পাবে।

এদিকে ফন্টে
কিছু পেটে পুরেছি। এবার কিছু পকেটে পুরে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি।

বেরোবার মুখেই—
এ্যাই মরেচে!
ওঃ!

হতচ্ছাড়া শয়তান! তোর কোথায় থাকার কথা আর তুই কোথায় রে বাঁদরে! আজ তোর খাওয়া বন্ধ।

একটু পরে
নন্টে, তুই ছিপের কাছে গিয়ে বোস্। ছিপে মাছ খেলেই আমাকে খবর দিবি। আমি ততক্ষণ দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের রহস্য কাহিনী 'রাতমোহানার বালুচরের বাকিটা শেষ করে ফেলি। দারুণ জমিয়েছে কিন্তু গল্পটা বুঝলি।
আচ্ছা স্যার!

আরো একটু পরে
নন্টে হতভাগাই দেখতে পেয়ে লাগিয়েছে বুঝতে পারছি।

আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি। মাছ ধরা বার করছি।

জলের ওপরে
ফাৎনা ডুবেছে! শীগগির স্যারকে ডেকে আনি।

স্যার, শীগগির চলুন, ডুবেছে!
আঃ! আবার এক মোক্ষম জায়গায় এসে বাগড়া দিলি! কে ডুবেছে? কোথায় ডুবেছে?

কেউ নয় স্যার, ফাৎনা ডুবেছে।

সেটা পরিষ্কার করে বলবি তো। চল্, তাড়াতাড়ি চল্।

আজ যে ভাবেই হোক, এক মস্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেলাম! সেই সুবাদে তোদের সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলুম। আজ মাছ পাইনি, কাল মাছ কিনে এনে আমরা ফিস্ট করবো। এবার তোমরা নিজের ঘরে যাও, আর আমি নিশ্চিন্তে রহস্য কাহিনীটা শেষ করি।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

চল নন্টে! নদীর ধার থেকে একটু ফ্রেস এয়ার খেয়ে আসি।
চল। অনেক দিন আমাদের ওদিকে যাওয়া হয়নি।

দ্যাখ, মনে হচ্ছে ওর বোধ হয় সাহায্যের প্রয়োজন।
ঠিক বলেছিস।

ছোঁড়া দুটো দেখছি ঘুর ঘুর করছে, কোন বদ মতলব নেই তো?

ঠাকুমা, পুঁটলি নিয়ে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। ওটা আমাদের দিন আমরা বয়ে দিচ্ছি।

তখনি বুঝেছিনু মতলব ভালো নয়। আমার পুঁটলির দিকে নজর, এই রওয়াচ্ছি তোকে হতভাগা!
ফন্টে! হেলপ!

আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিবি, এতোবড়ো ক্ষ্যামতা!
ফন্টেরে গেলুম!
মিয়াঁও!

এদিকে হঠাৎ
হায় সব্বনাশ! আমার পুঁটে বুঝি গাড়ি চাপা পড়ল!
ফন্টে! আমি তো ক্যাপচার্ড তুই ছোট, কুইক!
ভোঁক্! ভোঁক্!

এই যে ঠাকুমা আপনার পুঁটে!
সাবাশ ফন্টে!

তোরা আমার মা মরা নাতি পুঁটেকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিস, অথচ ভুল বুঝে তোদের নিগ্রহ করেছি। এই নে দাদারা রসবড়া খা। আর তোর ঝুঁটি ধরে বড্ডো নাড়া দিয়েছি, তুই দুটো বেশী খা।

একটু পরে
নন্টে! তুমি বেশী খ্যাঁটাবে, ওসব চলবে না। ভাগ দে বলছি!
মাইরি আর কি! ওসব পেঁয়াজী ভুলে যাও বন্ধু!

আচ্ছা—মনে রাখিস, আমার নাম ফন্টে! দেখে নেবো তোকে।
আরে যা যাঃ! আমিও নন্টে—দেখে নিতে আমিও জানি।

বুদ্ধির খেলা

বুদ্ধির খেলার উত্তর

এখানে সাতটি বৃত্ত আছে। এবারে মাত্র তিনটি সরল রেখা টেনে এমন ভাবে ভাগ কর—যে প্রত্যেক ভাগে একটি করে বৃত্ত পড়ে।

ফাল্গুন ১৩৭২

বুদ্ধির খেলা
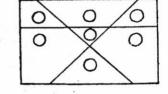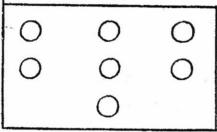
একটা আধুলি টেবিলে রেখে আমি কাগজ দিয়ে চাপা দিলাম। এবার কাগজ না সরিয়ে বলতে পারবে,আধুলির কোন দিক ওপরে, হেড না টেল ?

উত্তর

একটা পেনসিল দিয়ে ঠিক আধুলির ওপর কাগজে ঘসে ছাপ ওঠালেই বোঝা যাবে হেড না টেল।

চৈত্র ১৩৭২

মজার খেলা

আপেল গাছে পাঁচটি শুঁয়াপোকা লুকিয়ে আছে। দেখ কোথায় !

অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

আষাঢ় ১৩৭৩

বুদ্ধির খেলা

পৌষ ১৩৭০

চৈত্র ১৩৭৪

স্বামী - তুমি আমায় জীবন বীমা করতে বলছ কেন?
তোমার আগে আমি মরব না—
স্ত্রী – যত সব অলুক্ষুণে কথা— বৈশাখ ১৩৬৭

রোগিণী - ডাক্তার বাবু। আজকাল রাত্রে খুব স্বপ্ন দেখি
ডাক্তার — কাকে দেখেন?
রোগিণী – ফিল্ম স্টারের—
ডাক্তার – আপনার স্বামীকে দেখেন না?
রোগিণী – ঘুমে অরুচি লাগুক আর কি—
বৈশাখ ১৩৬৭

বৈশাখ ১৩৭০

—একাগ্রতার অভাব।

আষাঢ় ১৩৬৭

আষাঢ় ১৩৭০

—লুটে নিন, দু'দিন বই তো নয়।

বড়োদের পত্রিকা নবকল্লোল-এর জন্য করা ব্যাতিক্রমী কার্টুন (১৯৬০-৬৩)

● হিপ্পোর হেড করা

MY DAUGHTER'S WEDDING, PLEASE COME.
OF COURSE, I'LL GO.

WELCOME! WELCOME! FOOD IS BEING SERVED UPSTAIRS. PLEASE TAKE SEAT.
HERE IS A SMALL GIFT FOR YOUR DAUGHTER.

EXCELLENT FOOD! ALL THE ITEMS WERE DELICIOUS. IF ONLY THERE WAS A BIT OF OMBOL AT THE END. THAT WOULD BE GREAT.
RIGHT SAID! I HAD TOLD THE COOK TO ADD IT TO THE MENU, BUT HE SAID ITS NOT NECESSARY. THE FOOD WOULD BE SUFFICIENT TO GET A GOOD OMBOL.
AAH!
YES!

LOOK,GHANTESHWAR BABU! DESPITE THERE BEING VATS, PEOPLE STILL DUMP GARBAGE OUTSIDE.

WE MUST EXPLAIN TO OUR NEIGHBOURS THAT DUMPING GARBAGE THIS WAY ON THE ROADS, POLLUTES THE ENVIRONMENT.
I HAVE TRIED TO EXPLAIN BUT NOBODY LISTENS.

IF WE TRY TO EXPLAIN PROPERLY, AM SURE THEY WILL UNDERSTAND. ALRIGHT! TOMORROW I WILL GO AND TELL THEM THAT THROWING GARBAGE HERE AND THERE CAN BE HARMFUL.
I THINK THAT WILL BE BETTER, PATAKI BABU!
DEAR FRIENDS, PLEASE DO NOT DUMP GARBAGE HERE AND THERE.
ERK!

GRRR!

I WAS CHASED BY A DOG, GHOPLA. I WAS SAVED IN THE NICK OF TIME.
WHAT! YOU ARE SO SCARED OF A DOG?

WHY? ARE YOU NOT AFRAID OF DOGS?
HEH-HEH! I AM NOT AFRAID OF ANYTHING LIKE YOU, THERE IS NOTHING SUCH FEAR IN MY HORROS-COPE!

OH, MY GOD! SAVE ME GHOPLA!

OH, DUMBELDA, IT'S YOU!
YES, I AM OUT TO TELL PEOPLE HOW THEY SHOULD WALK SAFELY ON THE ROADS.
OBSERVE ROAD SAFETY WEEK

PEEASE BE ALERT WHILE WALKING ON THE ROADS.
OBSERVE ROAD SAFETY WEEK

OBSERVS ROAD SAFETY WEEK
OFS!

OBSERVE ROAD SAFETY WEEK

দি টেলিগ্রাফ ২০০৮

HEY, TAKUBABU, PLEASE GIVE ME Rs 5,000. I NEED IT URGENTLY. THERE IS A MEETING TOMORROW, PLEASE COME.
OF COURSE. I'LL GO. YOU ARE OUR FUTURE LEADER. HERE TAKE THE MONEY.

WELCOME, KETUDA, WE ARE EAGERLY WAITING TO LISTEN TO YOUR FIERY SPEECH.

NOW, RESPECTED KETUDA WILL SPEAK.

DEAR FRIENDS, WE HAVE TO FORGET ALL OF THE PAST AND THINK ABOUT THE FUTURE.
YES, FORGET EVERYTHING, BUT DON'T FORGET ABOUT THE Rs. 5000 THAT I HAVE GIVEN YOU.

MUM, YOUR HAIR IS GREYING.
YES. THIS IS PREMATURE GREYING I WONDER IS THERE NO ANYCURE FOR THIS?

OF COURSE THERE IS. WHAT ARE WE HERE FOR? TRY THIS AYURVEDIC HAIR OIL AND GET BEAUTIFUL, BLACK AND SHINY HAIR.

IS THAT TRUE, JUST YOU ARE SAYING?
YES, MASSAGE THIS OIL ON YOUR SCALP FOR ONE HOUR AND THEN SEE THE RESULTS.

AFTER ONE HOUR-
MUM, YOUR HAIR-?
HAAH!!

HALLO, GEDUBABU ARE YOU GOING TO THE BAZAR? BUT BE CAREFUL, IT MAY RAIN.

DON'T WORRY! I AM NOT AFRAID OF THE RAIN. I HAVE A FANTASTIC NEW BROLLY WITH ME. LOOK! HEH-HEH!

OH! ITS RAINING!

THIRTY MINITS LATER-
GEDUBABU, WHEN YOU WENT TO THE BAZAR YOU WERE CLEAN, YOUR PANJABI WAS WHITE AND YOUR BROLLY WAS BLACK. BUT NOW YOUR PANJABI AND YOU ARE BLACK AND YOUR BROLLY IS WHITE. WHAT HAPPNED, DADA?
EH!

দি টেলিগ্রাফ ২০০৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

আমার প্রথমদিকের কাজগুলি
সন্দেশের অলংকরণ এই ছবিগুলি। যদিও শান্তনুর সংগ্রহ
থেকে এগুলি দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি।
অনেকদিন আগে করা নিজের ছবি আঁকা দেখে
ভালো লাগলো। শান্তনুকে অনেক ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছাসহ—

নারায়ণ দেবনাথ

১২.১.২০১২

ছবির বিষয় সূচি

১৯৬৫ সালের শারদীয়া নবকল্লোল পত্রিকার প্রচ্ছদে প্রকাশিত নারায়ণ দেবনাথের 'মর্ডান আর্ট'। নববর্ষ সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ।
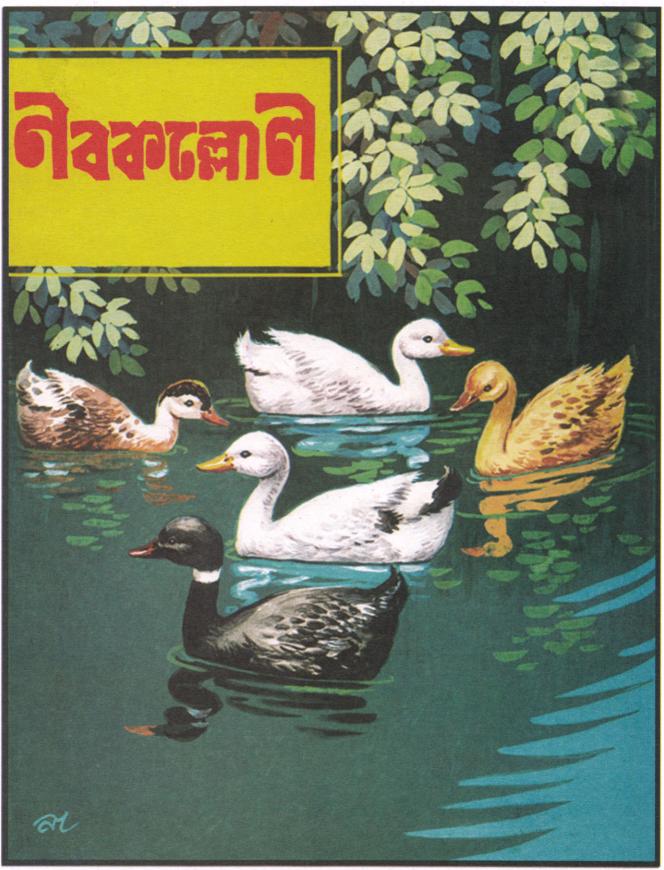
নবকল্লোল পত্রিকার অপ্রকাশিত খসড়া প্রচ্ছদ (১৯৬০)

১৯৭৫

১৯৭৮

১৯৭৬
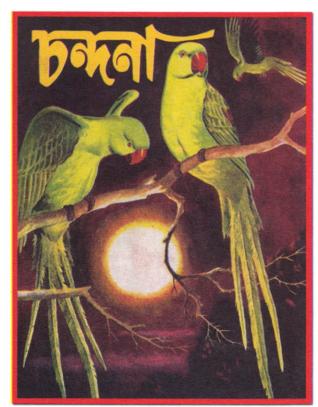
জীবজন্তু, জল-জঙ্গলের বৈচিত্র্যপূর্ণ, নয়নাভিরাম ছবি

১৯৭২

১৯৭৪
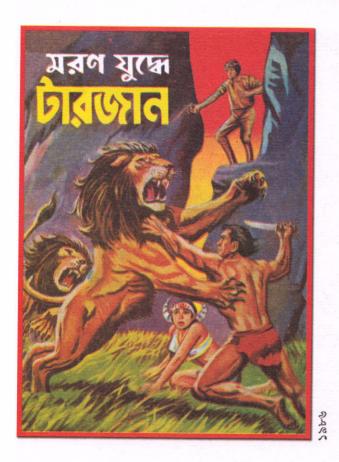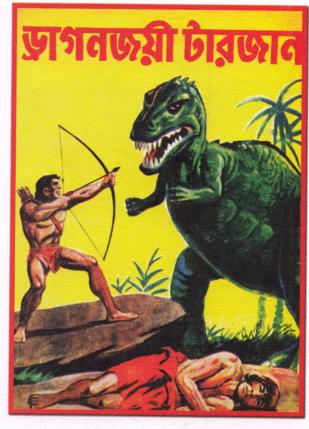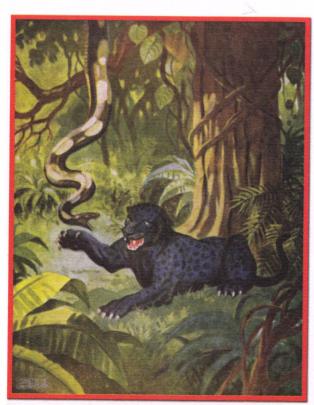
জীবজন্তু, জল-জঙ্গলের অ্যাকশনধর্মী ছবি

১৯৭৩

১৯৭২

১৯৬৩

১৯৫৫

শিকারের বই-এর ছবি

১৯৭৩

১৯৮২

১৯৭৭

১৯৮২

গোয়েন্দা গল্প, ডাকাতের গল্পের অলংকরণ

১৯৬৮

১৯৭৩

১৯৬৮

১৯৭৭
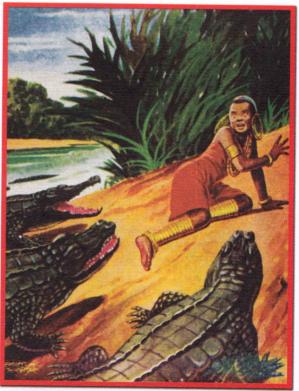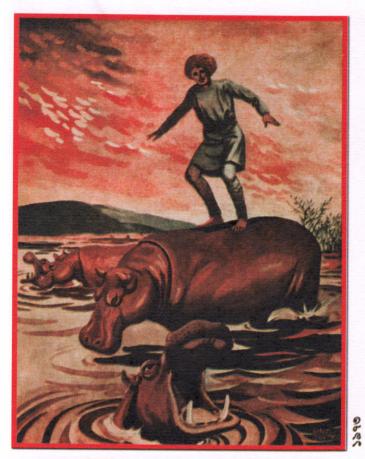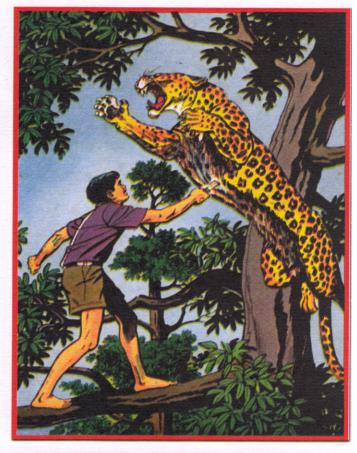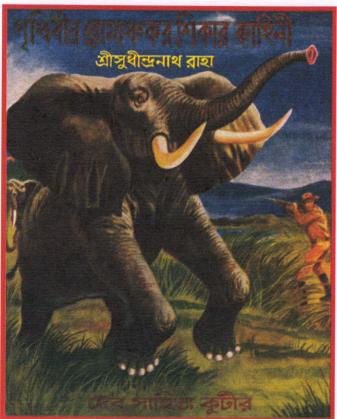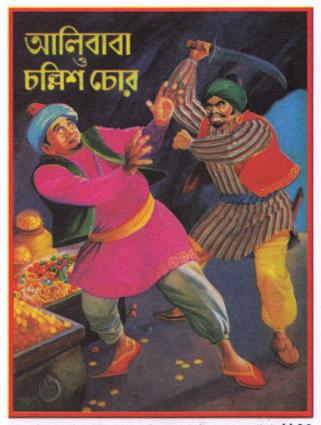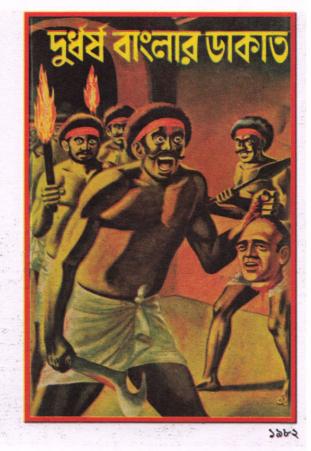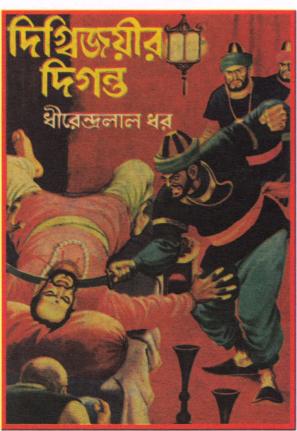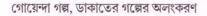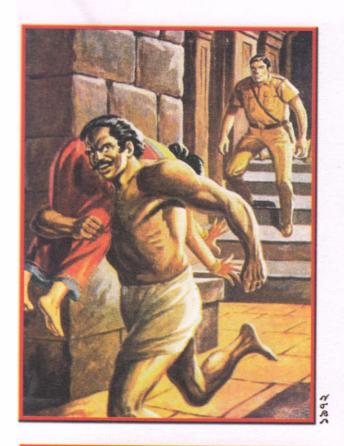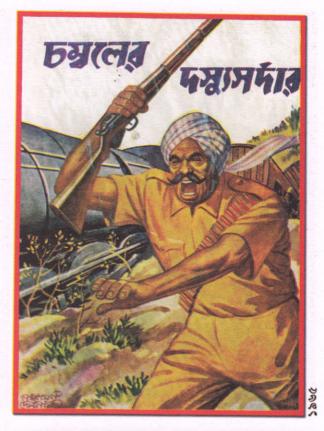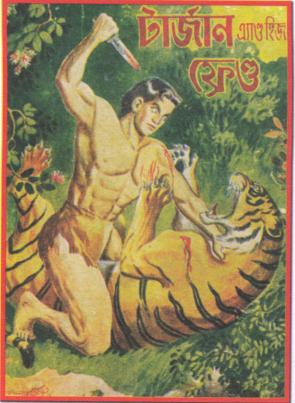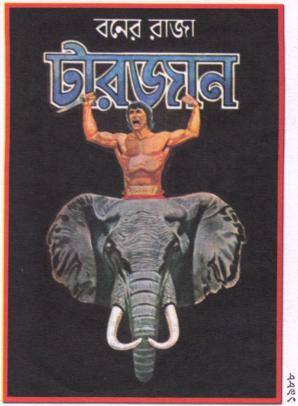
ডাকাত, অ্যাডভেঞ্চার গল্পের ছবি। ১৯৩২-৪২ সালে জনি ওয়েসমুলার এবং ১৯৪৯-৫৫ সালে লেক্স বারকার অভিনীত টারজানের সিনেমা অবলম্বনে করা প্রচ্ছদ। হিউম্যান অ্যানাটমির উপর শিল্পীর দখল পরিস্ফুটিত হয়েছে ছবিগুলিতে।

১৯৭২

১৯৭৪

১৯৮৩

১৯৮৯
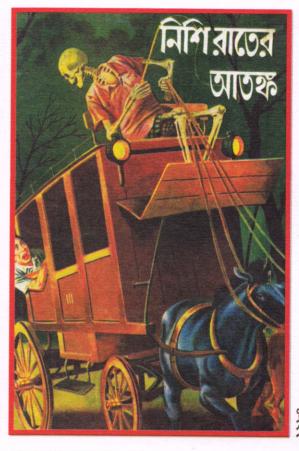
ভৌতিক, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞানের ছবি
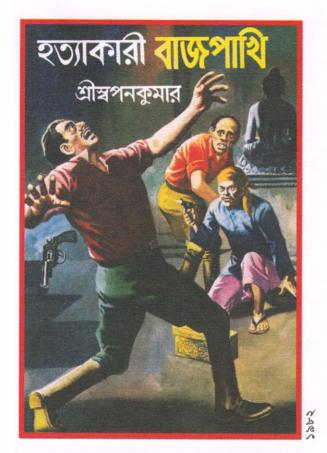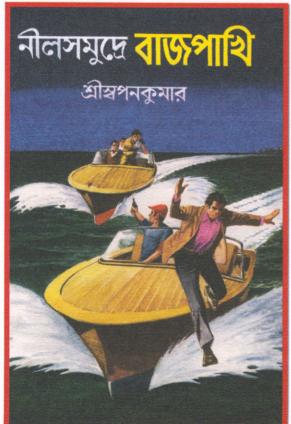
ক্রাইম গল্পের ছবি। ৮০ -র দশকে মহেশ পাবলিকেশন প্রকাশিত 'শ্রীস্বপন কুমার' (ড. সমরেন্দ্রনাথ পান্ডে) রচিত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী ও বাজপাখি সিরিজের অ্যাকশনধর্মী প্রচ্ছদ।

১৯৮২

১৯৮৩

১৯৮২

১৯৮৪

ক্রাইম গল্পের ছবি। ৮০ -র দশকে মহেশ পাবলিকেশন প্রকাশিত 'শ্রীস্বপন কুমার' (ড. সমরেন্দ্রনাথ পান্ডে) রচিত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী ও বাজপাখি সিরিজের অ্যাকশনধর্মী প্রচ্ছদ।

১৯৬৪

১৯৬৮

১৯৭২

১৯৭৩
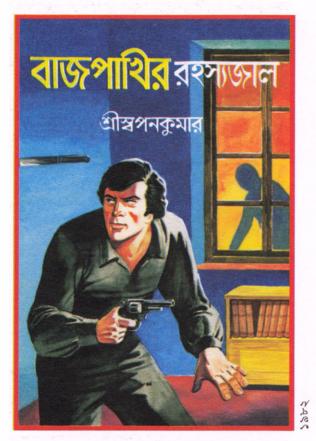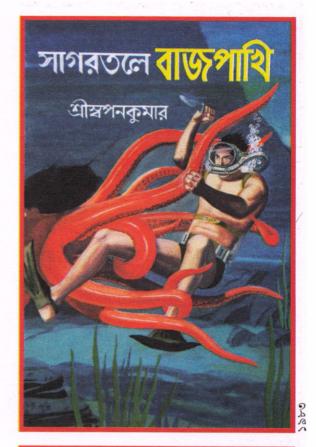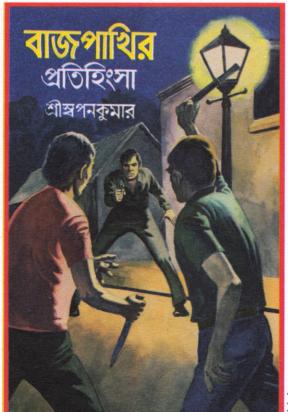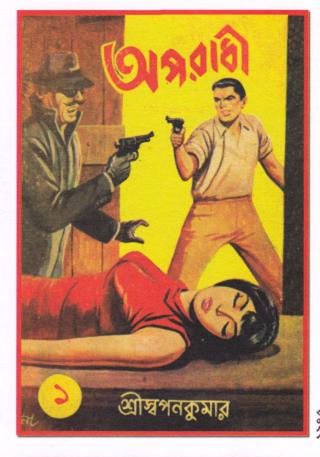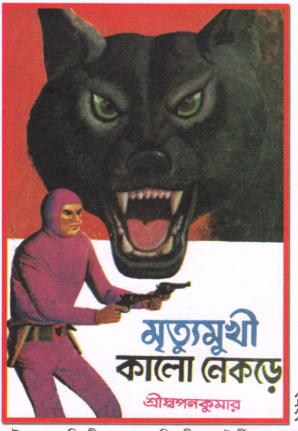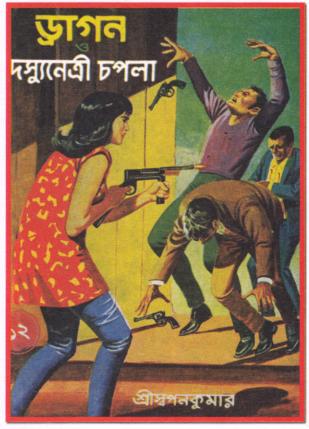
ক্রাইম গল্পের ছবি। শ্রীস্বপন কুমার রচিত দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলালের গোয়েন্দা গল্পের প্রচ্ছদ।

৭০-এর দশকে প্রকাশিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির ক্যালিগ্রাফি ও অলংকরণ
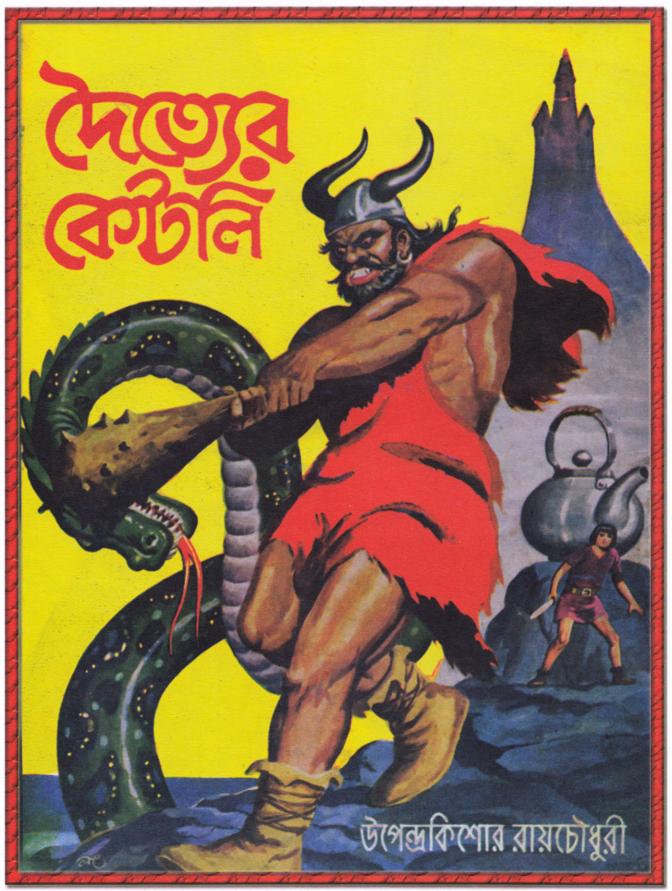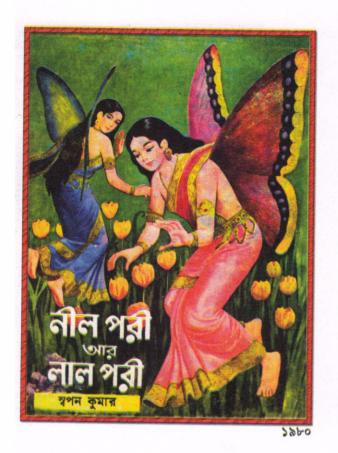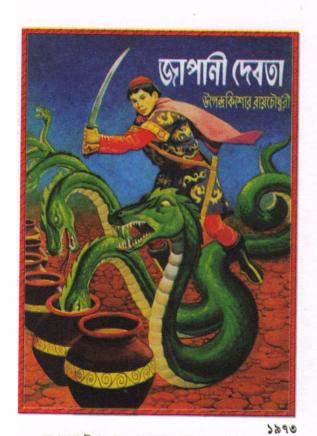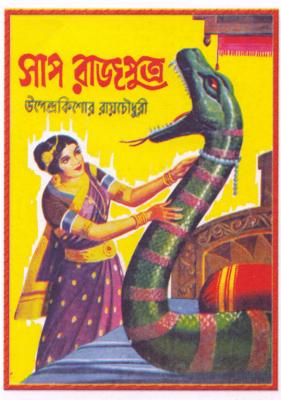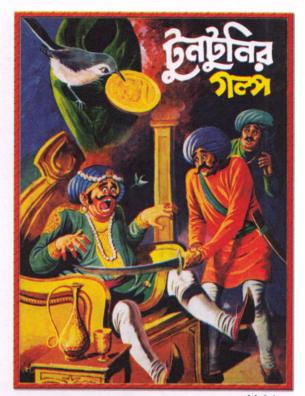
বিদেশি অনুবাদ সাহিত্যের অলংকরণ

রূপকথা-উপকথা-লোককথা গল্পের প্রচ্ছদ

১৯৭৯

১৯৮০

দুষ্ট দানব
উপেন্দ্রকিশোর
রায়চৌধুরী

১৯৭২

১৯৭৩

১৯৬৮

রূপকথা-উপকথা-লোককথা গল্পের অলংকরণ

১৯৭২

১৯৭৫

১৯৮০

১৯৭৩

রূপকথা-উপকথা-লোককথা গল্পের অলংকরণ

১৯৭৬

১৯৭০

১৯৮৭

১৯৮৬

পৌরাণিক কাহিনির অলংকরণ

১৯৭৫

১৯৭৪

১৯৬২

১৯৭৯
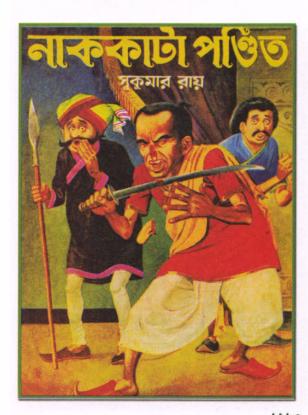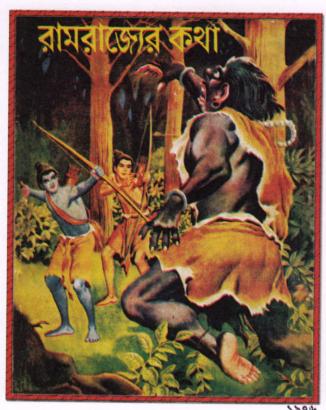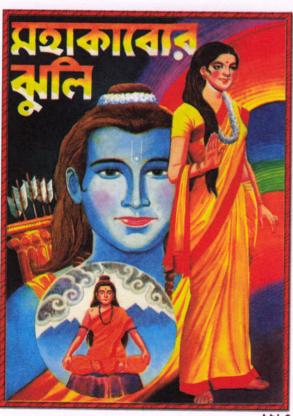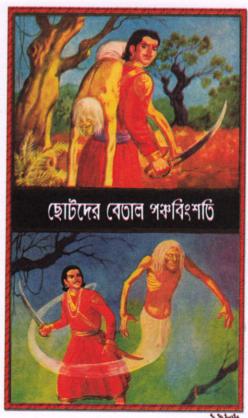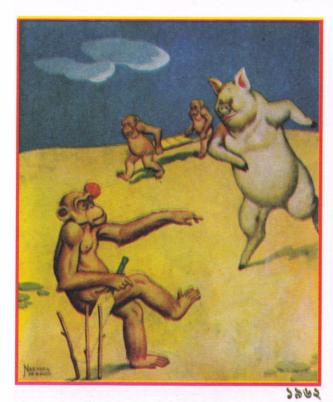
কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের লেখা 'শিম্পু' ছড়া ১৯৬২ সালে 'অলকানন্দা' পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়, সেখানে বিদেশী শিল্পী Lawson Wood-এর অনুসরণে নারায়ণ দেবনাথ প্রথম 'শিম্পু'র রঙিন ছবি আঁকেন। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর শিল্পী শিম্পুর ছড়ার সঙ্গে ছবি এঁকেছেন।

প্যাঁচা
আর
প্যাঁচানী

১৯৭৬

কুমড়োপটাশ

কাঠ বুড়ো
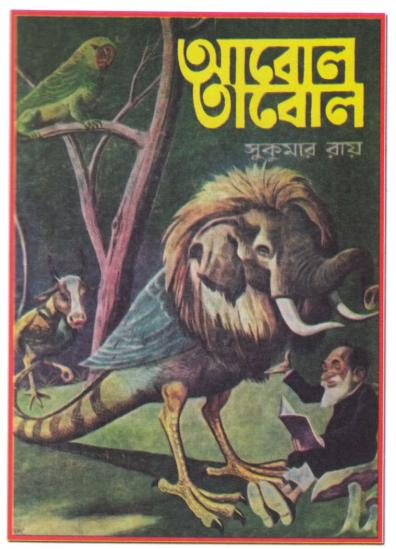
নারায়ণ দেবনাথ অঙ্কিত আবোলতাবোল বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। বসাক বুক স্টোর ও দেব সাহিত্যকুটীর থেকে দুটি বই প্রকাশিত হয়।

খোকা যাবে রথে চড়ে
ব্যাঙ হবে সারথি;
মাটির পুতুল লটর পটর
পিঁপড়ে ধরে ছাতি।

১৯৭৩

দশমিক মুদ্রা

আজকাল পয়সা-র প্রচলন হয়েছে। এতে এক একটি টাকার একশত ভাগকে বলে "এক পয়সা"

নীচের মুদ্রাগুলির ছবি দেখে কোনটি কোন্ মুদ্রা শিখে নাও।

একশত পয়সা   পঞ্চাশ পয়সা   পঁচিশ পয়সা   কুড়ি পয়সা,

দশ পয়সা   পাঁচ পয়সা   তিনপয়সা   দুই পয়সা

একপয়সা

এক পয়সা, দুই পয়সা, তিন পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশপয়সা, কুড়ি পয়সা, পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা, একশত পয়সা বা এক টাকা।

১৯৬২

Jack and Jill

১৯৮৫

আদর্শ লিপি ও ছড়ার ছবি।

১৯৬২

১৯৭৬

১৯৭৫

১৯৭৪
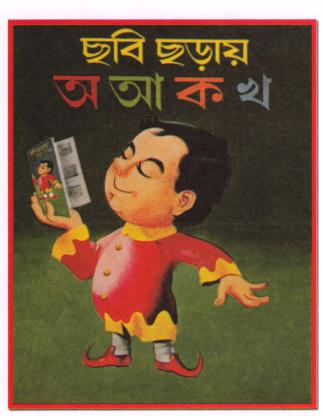
বর্ণশিক্ষা বিষয়ক দুর্লভ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

হাতের লেখা শেখা

প্রত্যেক দেশের নিজের জাতীয় পতাকা আছে।

আমাদের দেশের নাম হলো ভারতভূমি ।

আমাদেরও নিজের জাতীয় পতাকা আছে।

ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হলো আমাদের পতাকা ।

গৈরিক, সাদা, আর সবুজ হলো পতাকার রঙ।

এস, আমরা আমাদের জাতীয় পতাকাকে প্রণাম করি। ১৯৬২
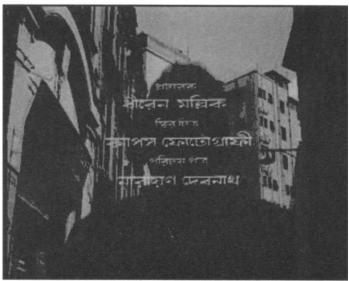
সিনেমার টাইটেল কার্ড

আদর্শ লিপি বইয়ের বাংলা, ইংরেজি হাতের লেখা শেখা। ১৯৬৪ সালে নারায়ণ দেবনাথ কৃত সিনেমার টাইটেল কার্ড।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিযোগিতা-ধাঁধা-খেলাধুলো, বিজ্ঞান বিষয়ক নিয়মিত বিভাগের হেডপিস।

১৯৬০-৬৫ সালে বড়োদের নবকল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত ভিন্নধর্মী অলংকরণ

৬০-৭০-এর দশকে বড়োদের নবকল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেম, বিরহ কাহিনির অলংকরণ

১৯৭৩

১৯৮৪

১৯৮৩

১৯৮৩

রম্যরচনার প্রচ্ছদ।

১৯৭৯

১৯৭১

১৯৭৪

১৯৭৫

মজার গল্পের অলংকরণের শ্রেষ্ঠ শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ। গোপাল ভাঁড়ের যে চিত্রটি কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালির মনে ভাসে তার সার্থক রূপ দান করেছিলেন শ্রীদেবনাথ। ১৯৭১ সালে করা 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর প্রচ্ছদ যা পরবর্তীকালে নতুন ঘরানা সৃষ্টি করে।

১৯৮৩

১৯৭৭

১৯৭২

১৯৬৮

১৯৭৪
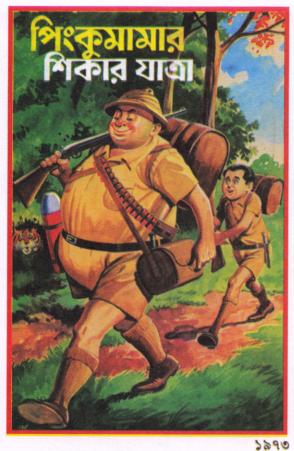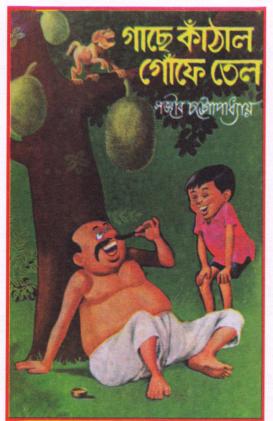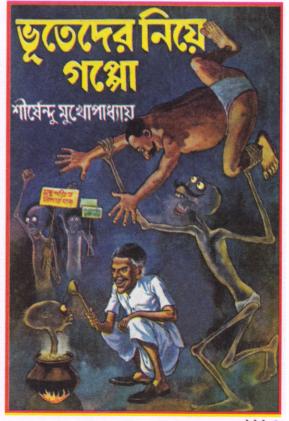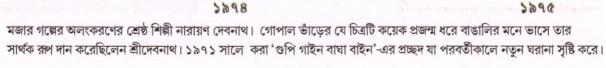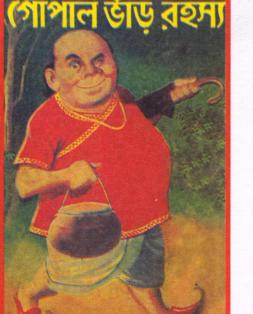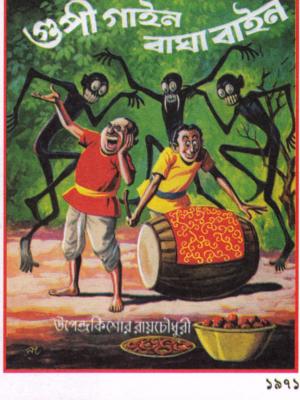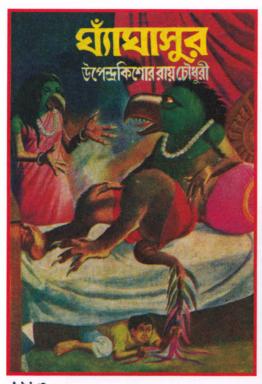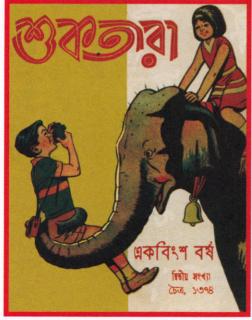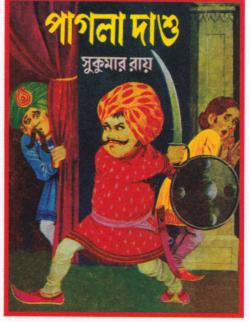
শিশুদের উপযোগী আদর্শ অলংকরণ। ৫০-এর দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা 'পরিবর্তন' (হিন্দিতে 'জাগৃতি') কাহিনির (১৯৭২) প্রচ্ছদ। উক্ত সিনেমা কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পী নন্টে ফন্টে কমিক্সের বোর্ডিং স্কুল ও সুপারিনটেন্ডেন্টকে নিয়ে বিভিন্ন মজার কমিক্স আঁকেন।

শ্রীশৈল চক্রবর্তীর আঁকা বিখ্যাত 'শিবরাম চক্রবর্তী ও হর্ষবর্ধন' এবং শ্রীঅজিত গুপ্তের আঁকা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'র ছবি সমানভাবে সাবলীল শ্রীনারায়ণ দেবনাথের তুলিতে। কমিক চরিত্র চিত্রায়ণে নারায়ণ দেবনাথের নিপুণতা প্রশ্নাতীত।

১৯৭৬

১৯৭৮

১৯৮৮

১৯৭৭

১৯৬৪

১৯৭৯
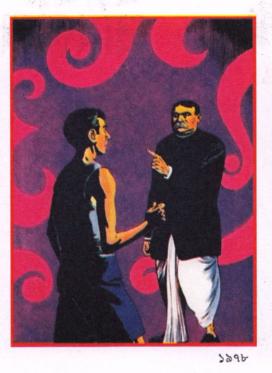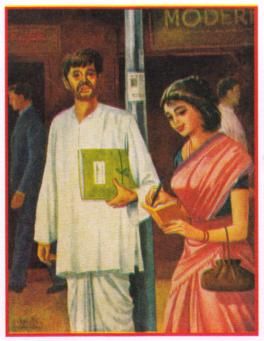
অন্যান্য অলংকরণ - খেলাধুলো, নাটক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পোর্ট্রেট-ধর্মী অলংকরণ।

অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স (গ্রাফিক্স নভেল)

গোয়েন্দা কৌশিক রায়ের অভিযান

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

ঐ একই রাত্রে রিগের ওপরে একজোড়া উদ্বিগ্ন চোখ ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলো...
প্রায় দুটো! যাবার সময় হয়েছে...

সবাই ঘুমিয়ে। কেউ দেখলো না একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে জলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো...

পনেরো মিনিট... তারপর একটা ইঞ্জিনের চাপা শব্দ বাতাসে জেগে উঠলো।
ঐ যে, সে!
ওকে তুলে নাও! জুগার অপেক্ষা করে থাকা মোটেই পছন্দ করে না!

নিত্য দিনের মতো লৌহমুষ্টিক কৌশিক রায় শরীর চর্চার শেষে বিশ্রাম রত...
মার্শাল আর্ট সম্বন্ধে এই নতুন পত্রিকাটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখি।

ঠিক সেই মুহূর্তে...
ক্যাররর!
প্রধান দপ্তরের দপ্তর প্রধানের সঙ্গে দেখা করো...
ঠিক আছে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

আধঘণ্টা পরে একটা পুরোনো জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে কারও বোঝার উপায় নেই যে, এটা বিশ্বের প্রতিটি অংশের গোপন সংবাদের এক বিরাট ঘাঁটি।

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

কৌশিক আসন্ন আলোচনার কথা চিন্তা করছিলো সহসা একটা কর্কশ কন্ঠে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো...
ধরো ওকে।
কি ব্যাপার...

বিদ্যুতের গতিতে আঘাত হেনে নিজেকে রক্ষা করলো কৌশিক...
আহ্ক!

শামুকের গতি নিয়ে তোমরা মানুষ খুন করতে বেরিয়েছো বন্ধু?

উফ্!

এই উন্মত্ত লোকগুলি কারা? আমি কি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি?

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

একটা খুশি মেশানো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো...
ইয়ে—কৌশিক এসে গেছো ?
দপ্তর প্রধান!

আপনি কি বেশ ভেবে চিন্তেই আমার ওপর আপনার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিলেন ?
নিশ্চয়ই মহাশয়—শুধু দেখছিলাম তুমি কতোটা সতর্ক!

কিন্তু তুমি আমার শিক্ষার্থীদের ঠ্যাঙাড়ে বলবে না, কৌশিক ! ওরা শুধু আদেশ পালন করেছে !
চমৎকার ! আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান—খুন করতে নয় !

দপ্তর প্রধানের রীতি সহসা অদৃশ্য হলো যখন সে টেবিলের ওপাশে কৌশিকের মুখোমুখি হলো...
কৌশিক—প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা কখনো শুনেছো ?
হ্যাঁ-নিশ্চয় !

দপ্তর প্রধান যখন ড্রিলিং রিগ 'এমপ্রেস' এবং নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানীর সম্বন্ধে বলছিলো কৌশিক চুপ করে ছিলো...
এই লোকটি স্টিফেন জেনেক, কোন চিহ্ন না রেখেই নিরুদ্দেশ ! না জানিয়ে নৌকো নিয়ে রিগ ত্যাগ করা বা সমুদ্রে পড়ে যাওয়া অসম্ভব !

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

এখন – যদি জেনেক নিজে থেকে 'এমপ্রেস' ছেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে বেশীদূর যেতে পারে নি ! রিগের কাছে একমাত্র জায়গা একটা ছোট দ্বীপ – স্কুগার নামে কেউ একজন ওটার মালিক...

মৃত্যুদূতের কালোছায়া
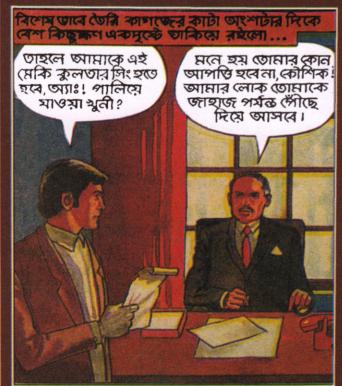
শীগগিরই নোঙর তোলার শিকলের ধাতব শব্দ ভাঙা কর্কশ গলার আদেশ ঘোষণা করলো যে, জাহাজ ছাড়লো... এর গন্তব্যস্থল ডানজিগ... আর এর রাস্তা হচ্ছে-বালটিক সাগর!

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একদিন ঊষাকালে কৌশিক বালটিকের ঠাণ্ডা জলে নামলো...

রিগ থেকে সঠিক দূরত্বে কৌশিক নেমেছিলো...
ঐযে 'এমপ্রেস' দ্বীপে পৌঁছোতে আমার দশ মিনিট লাগবে...

শান্ত সমুদ্রের আনুকূল্যে কৌশিক খুব তাড়াতাড়ি তার নিশানায় পৌঁছে গেলো...
হুম, মনে হচ্ছে সব শান্ত কিন্তু এখানের লোকেরা যদি কিছু লুকোতে চায় তবে তারা নজরে রাখবে! আশা করবো তারা আছে!

শীগগিরই তার বাসনা পূর্ণ হলো সে যা আশা করেছিলো...
বেশ, বেশ — এবার আমি আমার কাজ শুরু করি!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

অ্যাই- তুমি কোত্থেকে এখানে উদয় হলে হে?

কৌশিকের উত্তর গেলো পাথরের আকারে!
হুঁশিয়ার!
আঃ!

পাথর ফেলে দাও, বুদ্ধু! না হলে তোমার খুলি উড়ে যাবে।
তফাৎ যাও- এখান থেকে কেটে পড়ো!

কিন্তু কৌশিকের মনে আছে আর একটা অস্ত্র... ফিতে দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা জুতো জোড়া সে ছুঁড়ে দিলো...
আমি বলছি **আর এগিয়ো না!** তোমরা আমাকে নিতে পারবে না!

এক প্রতিপক্ষের গলায় পাক খেয়ে জুতো জড়িয়ে প্রায় শ্বাস রোধ করে ফেললো আর একজন তখন...
তুমি নিজেই তোমার বিপদ ডেকে এনেছো!

ঘুরে পালাতে গেলো কৌশিক...
প্রাথমিক অভিনয় শেষ! এবার চোট পাওয়ার আগে আমাকে ওদের ধরতে দেওয়াই ভালো!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

হোঁচট খেয়ে কৌশিকের পড়াটা বেশ মারাত্মক দেখালো...
ও পড়ে গেলো! খুবই চটপট...
ও যদি কোন কিছু করার চেষ্টা করে তবে গুলি করে ফেলে দাও!

সমস্ত রকম প্রতিরোধেই ক্ষান্তি দিলো কৌশিক...
ঠিক আছে, হার মানছি। কোথায় যেতে হবে?
দেখতেই পাবে!

হেইনি নামে একজন ঠাণ্ডা-চোখের লোক কৌশিকের ভার নিলো...
সোজা চলো—আর মনে রেখো একটা পিস্তলের নল তোমার পিছনে!
ঠিক আছে ওকে ছেড়ে দাও! আমি ওকে মিঃ স্লুগারের কাছে নিয়ে যাবো!

একে সমুদ্রতীরে পাওয়া গেছে, স্যার! আমাদের লোকেরা যখন ওকে চ্যালেঞ্জ করে ও তখন মারমুখী হয়ে ওঠে!
তাই নাকি? তোমার নামটা কি বন্ধু—আর আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর তুমি করছটাই বা কি?

কৌশিক বিড়বিড় করে তার তৈরি করা কাহিনী আওড়ে গেলো।
ইয়ে- নাম ইউসুফ আমি আমার জাহাজ থেকে পড়ে যাই কেউ আমার চিৎকার শুনতে পায় যে সাহায্য করবে, তাই সাঁতরে এখানে এসে উঠেছি, এই হচ্ছে ঘটনা।

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

ক্রুগারের মোলায়েম কণ্ঠস্বরে সমবেদনার সুর...
জলে পড়ে গিয়েছিলে? সত্যিই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু বলো তুমি আমার লোকদের আক্রমণ করলে কেন?
কারণ ওরা যে ভাবে তেড়ে এলো, ভাবলাম আমাকে মারতে আসছে!
একটা ভুল বোঝাবুঝি, তবে আমি নিশ্চিত যে, খাদ্য, শুকনো পোশাক আর বিশ্রাম আমাদের ক্ষমা করতে সন্দেহ নেই তোমাকে সাহায্য করবে?

দু'ঘণ্টা বিশ্রামের পর কৌশিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাবতে বসলো...
যদি ক্রুগার আমার ছাড়া পোশাক এখনো পরীক্ষা না করে থাকে তবে আমি যোষেফ!

কৌশিকের অনুমান সঠিক...
খবরের কাগজের এই কাটা অংশটা ওর জামার ভেতরে সেলাই করে রাখা ছিলো, মিঃ ক্রুগার! ওর আসল নাম কুলতার... একজন অপরাধী মানুষ খুনের জন্যে ওকে খোঁজা হচ্ছে!
চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, হেইনি! সন্দেহ নেই আমাদের এই উগ্র বন্ধুটি কোন জাহাজে উঠেছিলো— আর ধরা পড়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি জাহাজ ত্যাগ করেছে!

ওকে নিয়ে কি করা যায় তা ঠিক করতে হবে, হেইনি। ও আমাদের প্রয়োজনে লাগতে পারে। এর মধ্যে ওর দরজায় তালা আটকে দেওয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়াটা বুদ্ধির কাজ হবে!

কিছু পরে, কৌশিক যা আবিষ্কার করলো সেটা ওকে মোটেই অবাক করলো না...
তালা বন্ধ, এঃ? তাহলে ওরা টোপ গিলেছে! যাই হোক, তালাবন্ধ দরজা খুবই অসুবিধাজনক...

কৌশিকের কোমরের জল প্রতিরোধক বেলটটি একটি অসাধারণ চাতুর্যপূর্ণ জিনিসের আধার...
দেখি যদি এটা খুলতে পারি...

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

এই একবার সতর্কতার ব্যাপারে কৌশিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো...
একটা ছোট দেয়াল আয়না পরীক্ষা করা হলো না...

পাশের কামরা থেকে কৌশিকের প্রতিটি নড়াচড়ার দিকে নজর রাখা হচ্ছিলো।

একটা দৈত্যাকৃতি দেহ অবিশ্বাস্য গতিতে এসে হাজির হলো...
মশাই কি কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন ?

গুপ্ত চাতুর্যপূর্ণ জিনিসটি তালা থেকে মুচড়ে খুলে নেওয়া হলো...
আমার মনে হয় না মিঃ ক্রুগার এটা পছন্দ করবেন- আর তিনি জানতে চাইবেন আর কত রকমের কৌশল তোমার ঐ বেল্টের মধ্যে আছে!

যে ভাবেই হোক এই বনমানুষটা সবকিছু দেখেছে! আমি হয়তো গুলিবিদ্ধ হতে পারি!

কিন্তু কৌশিকের জুতোতেও অন্য চমক ছিলো। গোড়ালির নিচের দিকে জোরে ঠুকতেই সুঁচের মতো একটা তীক্ষ্ণফলা ডগা দিয়ে বেরিয়ে এলো...

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

বিদ্যুতের গতিতে ডোপসিক্ত ছুঁচ লোকটার পায়ে বিদ্ধ হলো...
এটা পরখ করে দেখো, বন্ধু!

ও কিছু সময় শান্ত থাকবে–কিন্তু আমাকে সব তাড়াতাড়ি করতে হবে!

দরজা বন্ধ করে, কৌশিক তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করলো।
তলায় যাও, বাছাধন! তুমি আমার অনেক কিছু দেখেছো!

তার দুঃসাহসিক জীবনে এটাই প্রথম নয় যে মুহূর্ত সময়ও কৌশিক রক্ষা পেয়েছে...
চলো, হেইনি, আমাদের এই চিত্তাকর্ষক বন্ধুর সঙ্গে কিছু খোসগলপ করে আসি! দরজাটা খোলো...

বেশ, বেশ! বিশ্বাস করি আপনি পূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছেন মিঃ কুলতার সিং?
আপনি জানেন আমি কে?

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

কৌশিক পরবর্তী কাজ করলো দুই উদ্দেশ্যে নিজের নকল পরিচয় নিশ্চিত করতে আর স্নুগারের মনোভাব বাইরে আনতে!
সরে দাঁড়াও,স্যাঙাৎ! তুমি আমাকে পুলিশের হাতে দিতে পারবে না!
হেইনি...

একটা বাড়ানো পা কৌশিককে সজোরে আছড়ে ফেললো...
সত্যি, মিঃ কুলতার! এটা খুবই বোকামির কাজ ছিলো!

খবরের কাগজের কাটা অংশটা কৌশিকের চোখের সামনে ধরা হলো...
দেখো, তোমার অবৈধ কাজের একটা ছোট্ট দলিল আমরা পেয়েছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এর থেকে আমরা কোন সুবিধে নেবো!

শুধু একটা কথা। এই ঘরের মধ্যে একজন আছে—যাকে আর আবশ্যক নেই! মিঃ কুলতারকে পিস্তলটা দাও হেইনি!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

কৌশিক আর বিস্ময়ের ভান করলো না...
রাখো! তুমি কাউকে গুলি করতে বলতে পারো না?
অবশ্যই! তুমি এর মধ্যেই একজনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করোনি? আরএকটায় দোষ কি?

পিছনে দরজা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলো...

একটা আচমকা সজোর ধাক্কা কৌশিককে সামনে এগিয়ে দিলো...
এই হচ্ছে ফেলিক্স, মিঃ কুলতার! যদি তুমি ওকে খুন করতে না পারো — আমি তোমাকে নিশ্চয়ই খুন করবো!

মানুষটির মুখ থেকে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এলো...
না...না! তুমি এটা করতে পারো না — ক্রুগার একটা উন্মাদ...
এসো, হেইনি! সন্দেহ নেই মিঃ কুলতার সুবুদ্ধি সম্পন্ন... আর এরকম সুন্দর ঘটনায় দর্শক থাকা পছন্দ করবে না।

তিক্ত ক্রোধ কৌশিককে জ্বরের মতো উত্তপ্ত করে তুললো। অতর্কিত পরিস্থিতি তার প্রত্যেকটা পরিকল্পনা নষ্ট করলো...
কিন্তু আমি তো আর সত্যি সত্যি লোকটিকে গুলি করতে পারবো না... কিন্তু যদি না করি...
একমাত্র অপ্রত্যাশিত কিছু এ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে...

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

দুটো গুলির শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো.. দুটো গুলিই সীলিং তাক করে ছোঁড়া...
দুঃখিত মহাশয়, ব্যাখ্যা করতে অনেক সময়ের দরকার!

গুলির শব্দে ক্রুগারের লৌহকঠিন ঠোঁটে স্মিত হাসি দেখা দিলো...
বেশ, বেশ! আমাদের ছোট্ট হেঁয়ালি চমৎকার কাজ করলো, হেইনি! আমাদের ফেলিক্স সুন্দর নাটক অভিনয় করেছে... আশা করি ফাঁকা গুলি ওর কোন ক্ষতি করে নি!
কুলতারের ব্যাপারে আপনি সঠিক, মিঃ ক্রুগার। ও ভয়ানক নির্মম স্বভাবের, ওকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো!

কৌশিকের ধারণাই হয়নি যে, ক্রুগার ক পরীক্ষা করছে...
ঠিক আছে, মহাশয় আপনার কথামতো কাজ আমি শেষ করেছি...
আপনি কি ঠিকই করেছেন মিঃ কুলতার? এটা কিন্তু খুবই চালাকির ব্যাপার ছিলো।

কৌশিকের পিছনে দরজা সশব্দে খুলে গেলো...
ও এ ফাঁকা বুলেট সীলিংএর দিকে ছুঁড়েছে মিঃ ক্রুগার। আমাকে গুলি করার কোন চেষ্টাই ও করে নি!
প্রতারণা, মিঃ কুলতার সিং? মনে হয় এটা আমি ভুলতে পারবো না!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

প্রতারিত হয়েছে জেনে, কৌশিক সব সতর্কতা ঝেড়ে ফেলে দিলো...
আপনার বন্দুক! রাখুন! আমি চলে যাচ্ছি!

ক্রুগারের আঙ্গুল তড়িৎগতিতে দেয়ালে একটা বোতামের দিকে গেলো...
ওর পিছু নাও! আমি বিপদ-ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছি!

কৌশিক ঐ বাড়ি থেকে ছুটে বেরোতেই একটা কর্ণবিদারী ঝনঝনানির শব্দ ছড়িয়ে পড়লো...

জেটির দিকে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তার পিছনে বন্দুক উঁচিয়ে উঠলো...
থামো! হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও!

কৌশিক ঘুরে দু'হাত তুলে ডান হাতের লৌহ মুষ্টিতে সামান্য চাপ দিতেই একটা বিষাক্ত কাঁটা ছিটকে গিয়ে বন্দুকধারীর কপালে গেঁথে গেলো...
নিজের বিপদ তুমি নিজেই ডেকে আনলে বন্ধু
আহ!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

আবার সেই সামনে এগিয়েছে জেটিতে লাগানো বোটের পিছন থেকে একটা মূর্তি উঠে এলো…
ওদের আর একজন! সামনে থেকে সরে যাও!

সজোর ধাক্কায় টলমলে পায়ে মানুষটা নীচে রাখা শক্তিশালী স্পীডবোটটার দিকে গেলো…
মনে হচ্ছে একজন যাত্রী জুটলো যা চাই না। ঠিক আছে উঠে পড়ি পরে ওর সঙ্গে বোঝা পড়া করা যাবে!

ইঞ্জিন সচল করেই কৌশিক একটা ছোট জিনিস অন্য বোটে ছুঁড়ে দিলো..
এটা ওদের আমাকে অনুসরন করা থেকে কিছু সময় বিরত রাখবে। ততক্ষণে আমি পুরো গতিতে বেরিয়ে যাবো!

এই গ্যাসবোমাগুলো সবসময় বেশ ভালো কাজ দেয়!

দ্বীপ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এবার আমার বেহুঁশ সহযাত্রীকে একবার দেখা যাক…

বিস্ময়ে কৌশিক সজোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলো…
কি আশ্চর্য! এতো স্টিফেন জেনেক–ড্রিলিং রিগ থেকে নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানী!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

এই ক্রুগার লোকটা... বিরাট এই প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্প সম্বন্ধে বোধহয় কোন খারাপ অভিসন্ধি আছে। যাক, জেনেকের যখন জ্ঞান ফিরে আসবে তখন সত্যি ঘটনা জানা যাবে!

বোট যখন কাছাকাছি ডেনিশ বন্দরে পৌঁছোল...
যা ভেবেছিলাম ওর মাথার আঘাত তার চেয়েও গুরুতর! জেনেক যুবক নয় আর ওর হার্ট সাংঘাতিক ভাবে ওঠানামা করছে!

কৌশিককে ডেনিশ বন্দর কর্তৃপক্ষের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হলো।
ঠিক আছে, স্যার, আপনি পরে ব্যাখ্যা করবেন। আমরা অবশ্যই লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো...
আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকি!

কৌশিক জানতে পারলো না যে, ক্রুগারের দুজন বিশ্বস্ত অনুচর বন্দরে পৌঁছে খোঁজ খবর নিচ্ছে...
আহত লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, স্যার। সেটা এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

তুমি জানো কি করতে হবে! মিঃ ক্রুগার ভুল পছন্দ করেন না!
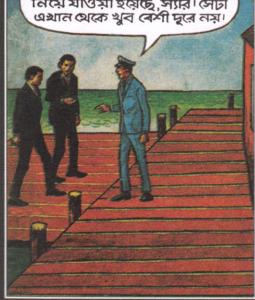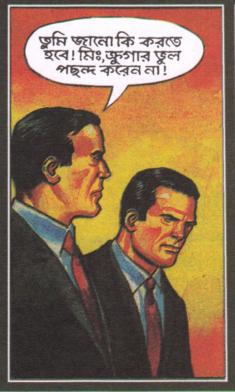
ইত্যবসরে হাসপাতালের মধ্যে...
দেখুন আমরা ওপর মহল থেকে নির্দেশ পেয়েছি হাসপাতালের সাধারণ নিয়ম কানুনগুলো এড়িয়ে যেতে– কিন্তু আপনি যদি দয়া করে কয়েকটা দলিলে সই করে দেন...
ঠিক আছে, কিন্তু দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

সই করার জন্যে সামান্য কাগজ পত্র আনতে এতো সময় লাগে...

আচমকা দ্রুত আক্রমণ কৌশিককে হতচকিত করে দিলো...
এবার!

একটা ভারী জুতো সবেগে নেমে এলো...
ওকে শেষ করতে দাও আমাকে, হেইনি!

যদিও তার হুঁশ টলমলে কিন্তু হেইনি নামটা কৌশিকের মধ্যে তড়িৎগতিতে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করলো...
কি সাংঘাতিক— ক্রুগারের ঠ্যাঙাড়ে!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

তড়িৎগতিতে লৌহমুষ্টির আঘাত হানলো কৌশিক...

আক্রমণ যেমন আচমকা শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো...
ওকে ছেড়ে দাও, বোকারাম! আমরা যা করতে এসেছিলাম তা হয়ে গেছে!

বিছানার নিশ্চল মূর্তি থেকে একটা ক্ষীণ শ্বাসরোধক শব্দ ভেসে এলো...
...জেনেককে গুলি করা হয়েছে! ও যাতে আর কথা না বলে সেটা ক্রুগারের ঠ্যাঙাড়েরা নিশ্চিত করে গেছে!

মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির চোখদুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো...
আ-আমার কাজের পুরস্কার যা পাওনা ছিলো তা পেয়েছি ক্রুগার...ওকে করতে দিও না...
সহজভাবে, জেনেক! আপনি কি বলতে চেষ্টা করছেন?

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

আ- আমি 'এমপ্রেসএর নীচে পুঁতে রেখেছি – প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী নিউক্লিয়ার ডিভাইস...আ-আ...

নিউক্লিয়ার ডিভাইস? জেনেক – জেনেক... নাঃ, মারা গেছে!

মৃত লোকটির কাছ থেকে সরে এলো কৌশিক, মনশ্চক্ষে দেখতে পেলো কি ঘটতে চলেছে, যদি জেনেকের কথা সত্যি হয়!

ঘর থেকে ছিটকে বেরোলো কৌশিক...
যা করার এখনি করতে হবে!

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

রাতের অন্ধকারে রিগের কাছে পৌঁছে গেলো কৌশিক।
এসে গেছি। এবার খুঁজে দেখতে হবে জেনেক ওটা কোথায় রেখেছে!

এবার এদিকটা দেখা যাক— এই তো, এখানেই তাহলে ওটা রেখেছে জেনেক। এই তারের সাহায্যে সময় বুঝে জুগার তার গোপন ঘাঁটি থেকে এটা উড়িয়ে দিতো।
সহসা...

সর্বনাশ! এযে দেখছি অক্টোপাস!

ওর কাছ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ওর চোখে আঘাত করা।

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

ওটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এ ছাড়া কোন উপায় ছিলো না।

ক্রুগারের গোপন ঘাঁটির সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকের সংযোগ খুলে দিয়েছি।

যাক, এটাকে এখন একেবারে নিষ্ক্রিয় করা গেছে।

এবার ওপরে গিয়ে দপ্তর প্রধানকে সব জানাতে হবে।
শেষ

পাপের হাতছানি

কমলেশ ঐ রাত্রে কাগজ পত্র নিয়ে ছক করতে লাগলো কি করে খুব তাড়াতাড়ি অর্থ সংগ্রহ করা যায়!

ন্যাশনালটাই নির্ভুল পরিকল্পনা। আমি কোনদিন অপরাধ করি নি। কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না। আমি একলাই কাজ করবো কোন হদিশ রেখে যাবো না।

লক্ষমাণিক, ১৯৮৫

সেদিনই সকালে কমলেশ কালো মুখোশ আর চশমা এঁটে দৃঢ়পায়ে ব্যাঙ্কে ঢুকে গেলো! তারপর আচমকা একমাত্র প্রহরীকে নিরস্ত্র করে সে কর্কশ কন্ঠে হুকুম করলো!
সবাই হাত তুলে এক জায়গায় দাঁড়ান! এবার সকলে ভল্টের দিকে চলুন!
মিঃ ঘোষ! ও যে রকম বলছে করুন!
চমৎকার! এবার থলির মুখ তাড়াতাড়ি বেঁধে দিন... ট্রেনটা আমি মিস্ করতে চাই না!
এর জন্যে তোমাকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে!
যদি কোন রকমে অ্যালার্মের বোতামটার কাছে পৌঁছোতে পারতাম...
ধন্যবাদ, দয়ালু ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের অকুন্ঠ সহযোগিতায় কাজে খুব আনন্দ পেয়েছি! শুভদিন!
আমরা একেবারে অসহায়... ও নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যাচ্ছে
যথাসময়ে পুলিশ এসে দেখলো অপরাধী কোন চিহ্নই রেখে যায় নি! উত্তেজিত কর্মচারীদের এলোমেলো বর্ণনায় কোন সাহায্যই হলো না...
সে প্রায় ছ' ফুটের মতো লম্বা আর নীল টুপি পরা ছিলো!
না... সে সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশী না, আর তার টুপিটা নীলের চেয়ে সবুজই বেশী
তার চোখে কালো চশমা ছিলো!
পরে পুলিশের প্রধান দপ্তরে...
আমরা এমন কিছুই পাই নি, যা নিয়ে আমরা এগোতে পারি!
কিন্তু যে ভাবেই হোক এই চতুর ব্যাঙ্ক ডাকাতের পাত্তা করতেই হবে!

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বলেছিলো সে একগাদা একেবারে নতুন একশো টাকার নোট থলির মধ্যে পুরে দিয়েছিলো! হয়তো তার দু'এক তাড়া ফিরে আসতে পারে!
সে সুযোগ খুবই ক্ষীণ! এ নিশ্চয় কোন পুরোনো পার্টি! সে এখানে ওসব লেনদেন করার কোন ঝুঁকিই নেবে না!

ওদিকে কমলেশ চৌধুরী তার মোটর মেরামতের কারখানায় নজুন কাজে ব্যস্ত...
হুমম... ৩০ হাজার টাকা ছোট নোটে! বড় নোট নিয়েই প্রকৃতপক্ষে সমস্যা!

আমি এই পঞ্চাশ আর একশো টাকার নোট এই পুতুল ভালুকটার পেটের ভেতরে সেলাই করে রাখি। পরে সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

জন্মদিনে তোর জন্যে কি এনেছি দ্যাখ্ মিনু!
ওঃ, দাদা! কি দারুণ সুন্দর ওটা!
এতো অনেক টাকার ব্যাপার কমলেশ! এতো টাকা কোথায় পেলি?

একটা বড় কাজ পেয়েছি। তা ছাড়া ব্যবসায় ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে! এর বেশী আর কিছু প্রশ্ন করো না মা!

আমার বন্ধুরা এটা দেখলে অবাক হয়ে যাবে!

কমলেশ চৌধুরী খুব বুদ্ধিমান...সে তার মোটর সারাই কারখানাকে চমৎকার শিখণ্ডী রূপে দাঁড় করালো, এবং এটা তার সৌভাগ্যের দৃশ্যত: একটি যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত হলো!
এই যে, কমলেশ! নতুন গাড়ি দেখছি! ব্যবসা নিশ্চয় ভালো চলছে!
তা হ্যাঁ! আপনাদের শুভ কামনায় চলছে! ভাবছি একটা ব্রাঞ্চ খুলবো!

বিলাস বহুল জীবন যাপনের ফলে তার জমানো টাকা নিঃশেষ হয়ে এলো! তাই আবার সে নতুন করে মতলব আঁটতে বসলো...
পুবদিকের এই এটা মনে হয় জনতা ব্যাঙ্কের একটা শাখা। আর এদিকে রাস্তাঘাটও বেশ ফাঁকা!

পরদিন দুপুরে...
ঠিক আছে, যে যেমন আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন। একটুও নড়াচড়া করবেন না!
গুলি চা-চালাবেন না!

এটাতে ভরে দিন! বড় দেবেন না! চটপট খরচ করতে পারি এরকম ক্যাশ আমার চাই!
আমি বুঝতে পেরেছি!

ধন্যবাদ, মহাশয়েরা! পরের মিটিংএ বোর্ড অব ডিরেক্টরদের আমার অভিনন্দন জানাবেন!
তাড়াতাড়ি অ্যালার্ম বাজান! আমি ওর গাড়ির নম্বর নেবার চেষ্টা করি!

কো-কোথায়… চলে গেছে! নিশ্চয় খুব কাছেই গাড়ি রাখা ছিলো!
পুলিশ-পুলিশ! ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেলো!
অ্যাঁ! ডাকাতি!

আরো একবার পুলিশ উপযুক্ত সূত্রের অভাবে একই পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো…
একটাও সূত্র নেই! কিন্তু কোনই সন্দেহ নেই এ হচ্ছে সেই একই পাখী যে এর আগেরটায় ছোঁ মেরেছিলো!
তুমি একটু ভালো করে নজর দাও সৌমেন। এই লোকটা এর মধ্যেই অনেক টাকা হাতিয়েছে!

আমরা শুধু এটুকুই জানি যে তার বয়স বছর চল্লিশের মতো, ছ'ফুটের মতো লম্বা চেহারা ভালো মুখে মুখোশ, কালো চশমা।
এ নিয়ে তদন্তে এগোনো যায় না। ঘুরে ঘুরে আমাদের আরো সাক্ষী সংগ্রহ করা দরকার।

তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে– পুলিশ যেখানে ছিলো সেখানেই আছে! কিছু সংবাদ পত্র বিরূপ সমালোচনায় মুখর…
বর্ণনার ভিত্তিতে ওর একটা ছবি আঁকিয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা সমস্ত অপরাধ জগতের ভিতরে অনুসন্ধান করছি!
আমাদের একমাত্র আশা ও কোন ভুল করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা!

কিন্তু কমলেশ যে অনেক ভুল করবে। এমন পাত্রই সে নয়। সে অনেক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে। এই মুহূর্তে সে অত্যন্ত সতর্কভাবে সে তার পরের শিকারের পরিকল্পনা করছে…
সহরতলীর এই ব্যাঙ্কটা চমৎকার লুট করতে পারতাম যদি আমার একজন গাড়ি চালাবার লোক থাকতো। কিন্তু এখান থেকে কাউকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া যায় না… এক যদি আমার চৌখশ ভাগ্নে শঙ্করকে আমার এই অভিযানে সঙ্গী করে নেওয়া যায়।

কমলেশ! এতো পরিশ্রম করিস না। কিছুদিন বিশ্রাম নে!
কতকগুলি ভীষণ জরুরী কাজ আছে। সেগুলি শেষ করে তারপর যাবো!
শঙ্করকে আসতে বলেছি মা। ও এলে ওকে দিয়ে অনেক সাহায্য হবে।
ভালো করেছিস কমল। এতে তোর পরিশ্রমের লাঘব হবে!
ব্যাপারটা ভালো করে বুঝেছিস তো? যেমন ভাবে বললুম ঠিক সেই ভাবে হবে।
তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ঝড়ের বেগে তোমাকে নিয়ে আসবো।
সহযোগী পাওয়ার পর ব্যাপকহারে লুণ্ঠনের কাজ শুরু হয়ে গেলো!
চটপট! ছোট নোটে!
অ্যালার্মের দিকে যেতে চাইলে গুলি ছুটে যাবে!
তাড়াতাড়ি! আমার সময় খুবই কম।

এবার পুলিশ দিবারাত্র হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলো...
লোকটা পুলিশকে একেবারে নাজেহাল করে দিলো... এতো কাণ্ড ঘটিয়েও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।
এবার আমি নিশ্চিত যে, এই লোক অপরাধ জগতে নতুন...না হলে এতো ব্যাঙ্ক ডাকাতি অপরাধ জগতে চাপা থাকতো না।
তবে ভুল ও করবেই আর সেই ভুলের খেসারতও ওকে দিতে হবে।

কিন্তু পুলিশ জানে না যে, কমলেশ চৌধুরী ইতিমধ্যেই মারাত্মক ভুল করছে যা এতোদিন তারা চাইছিলো, শঙ্কর এখন কমলেশের সক্রিয় সহচর...
গত কাজটায় তুই দারুণ করেছিস শঙ্কর! ঐ দুর্দান্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে না এলে ওরা আমাদের ফাঁদে ফেলতো! খুশী হয়ে এটা তোকে বাড়তি দিলুম।
ওহ্! আরো কুড়ি হাজার! জীও চাচা!

শঙ্কর অতো বুদ্ধি ধরে না। সে অতো টাকা পেয়ে ব্যাদনহল গাড়ি কিনে এক পানশালা থেকে আর এক পানশালায় হুল্লোড় করে বেড়াতে লাগলো...এবং একদিন এক পানশালায়...
এখানে এসব কি হচ্ছে?

হাঙ্গামার অপরাধে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।
থা-থানায় যেতে হবে কেন?

কিছু মামুলী প্রশ্নতেই বেরিয়ে পড়লো যে, শঙ্কর কর্মহীন, অথচ প্রচুর টাকার সম্পত্তি আছে এবং সম্প্রতি নগদ মোটা টাকায় একটা গাড়ি কিনেছে...
সোজা কথায় এসো শঙ্কর! তোমার কোন কাজ নেই অথচ এতো টাকা তুমি কোথায় পেয়েছো?
বলছি, আ... আমি আমার এক কাকার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। তিনি বোম্বাই থাকতেন।
তাঁর নাম কি? কবে তিনি মারা গেছেন?

সে পরস্পর বিরোধী কথা বলতে লাগলো...
না...আসলে এ টাকা আমি জিতেছি... রেসের মাঠ থেকে!
তোমার বুকি কে ছিলো?
কোন ঘোড়া ধরেছিলে?

একটু একটু করে ধূর্ত অফিসাররা শঙ্করকে ফাঁদে জড়িয়ে ফেললো শেষ পর্যন্ত তার মনোবল ভেঙে দিলো...
থামান... এসব থামান! আমি বলছি... আমি কমলেশ চৌধুরীর গাড়ি চালিয়েছি!
কমলেশ চৌধুরী? কে সে?

আ-আমার মামা... মতো ব্যাঙ্ক লুট সেই করেছে! আমি শুধু ঐ গাড়ির চালক ছিলাম তিনি আমাকে এ কাজে করাচ্ছিলেন সত্যি বলছি
কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে!

পুলিশ যখন কমলেশকে তার বাড়িতে গিয়ে গ্রেপ্তার করলো তখন সে অবাক হবার ভান করলো কিন্তু যখন শঙ্করের স্বীকারোক্তির কথা সব জানানো হলো তখন বুঝলো সব শেষ হয়ে গেছে!
না, মা! এতে কোন ভুল নেই! ভেবেছিলাম ঠিক বেরিয়ে যেতে পারবো!
না, না! নিশ্চয় কোথাও কিছু ভুল হয়েছে! কমলেশ কখনো কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না।
চলুন, এবার যাওয়া যাক!

আমি যত ব্যাঙ্ক ডাকাত দেখেছি তার মধ্যে এই হচ্ছে সব থেকে চতুর! যদি আমরা ঐ বুদ্ধুটাকে না পেতাম তাহলে কখনও ওর নাগাল পেতাম না!
চতুর? তাই বুঝি? উঁচু মানের জীবন কাটানোর জন্যে সে সব কিছু হারালো... বাকী জীবনটা বেশীর ভাগই জেলের ভিতর কাটাতে হবে!

কোর্টে যখন মামলা উঠলো...
কমলেশ চৌধুরী! আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তাতে আপনার কি বলার আছে?
দোষী ধর্মাবতার!
এখনো কি মনে হয় এটা ঠিক রাস্তা?
না ধর্মাবতার!

সন্ধ্যার মহুয়ামিলন
দেবভাষার অবমাননা করিওনা মাতৃভাষায় উত্তর দাও। কিজন্য এখানে আসিয়াছ?
ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে ধরিতে।

গরিবের কথা বাসী হলে মনে ধরে! আমি স্বয়ং শ্রীচন্দ্রকালী দাস 'সাহিত্যশ্রী' প্রথমাবধি যে কথা বলে আসছি তা আপনারা এখন কানে তুলছেন না বটে—
ভূমিকা না করে আসল কথাটা বলে ফেললেই তো হয়।

লোকে বলে, আমার তুল্য প্রেত-বিশেষজ্ঞ ভারতে দুটি নেই। লোকে এও বলে—

আহ, লোকে কী বলে তা কে শুনতে চাইছে? লোকে তো আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। আপনি কী বলেন সেটাই শুনতে চাই।

হেঁহেঁহেঁ, ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোয়েন্দা যে আমার কথা শুনতে পেলে আর কিছুই চান না, তা কি আর আমি জানি না? তবে কি জানেন, আত্মপ্রচারে আমি বরাবরই পরাঙ্মুখ। যাক, যে কথা বলছিলাম। মিস্টার পাণ্ডের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি, সব কিছুর পেছনে এক খলস্বভাবের ভূতের কারসাজি বিদ্যমান।

এখানেও ভূত!
আজ্ঞে হ্যাঁ, অতি দুষ্টপ্রকৃতির ভূত। আমার 'প্রেতের অনিষ্ট' গ্রন্থে আমি এবম্প্রকার ভূতের লক্ষণ বর্ণনা করেছি। এখানেও দেখুন, অমাবস্যার রাতে মুণ্ডমালাগলে কাপালিকের আবির্ভাব, বণিকের কবন্ধ।

পড়ুন।

দৈনিক বার্তা

ইন্দ্রজিৎ রায়কে তারবার্তা প্রেরণ
মহুয়ামিলন, ১লা সেপ্টেম্বর, প্রসিদ্ধ লৌহব্যবসায়ী দীননাথ ঘোষকে গতকাল ভোরে নিজশয়নকক্ষে মুণ্ডহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীঘোষ দিন কয়েক পূর্বে ব্ল্যাক ডায়মন্ডের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকার একটি দাবী-পত্র পান। ঐ পত্রে তাঁহাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেখানো হয়। স্থানীয় সাক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ যে, কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা জনৈক কাপালিককে ঘটনার দিবসে ব্যবসায়ীর বাসভবনের সম্মুখে ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়।

হুম্! তা আমরা কি এখন ?
হ্যাঁ, দীননাথ ঘোষের বাড়িতেই যাচ্ছি।

সন্ধ্যার মহুয়ামিলন
কাহিনী•চিত্রনাট্য•সংলাপ
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
চিত্ররূপায়ণ
নারায়ণ দেবনাথ

আচ্ছা ব্রজবিলাসবাবু, দীননাথবাবুর সঙ্গে আপনার টার্মস্ কি রকম ছিল?
পিতা-পুত্রের মতো। বাবার অভাব উনি কোন দিনই আমাকে টের পেতে দেননি। জানেনই তো, কাকা ছিলেন নিঃসন্তান, কাকীমাও বহুদিন আগে গত হয়েছেন। তাই কোন ব্যাপারেই আমাকে না হলে কাকার চলত না।

অথচ একটু আগেই আপনি বললেন যে, ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠির বিষয়ে আপনার কাকা আপনাকে বিন্দু-বিসর্গও জানান নি। তাই না?
হ্যাঁ। এবং সেটাই আমার কাছে বিরাট একটা হেঁয়ালি, মিস্টার রায়। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আদৌ কোন চিঠি দিয়েছিলো কিনা।

সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ব্রজবিলাসবাবু, কারণ সে চিঠি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আচ্ছা আপনার চোখে কি—
কনজাংটিভাইটিস! আমাকেও ধরেছে হাজারিবাগে পা দেওয়া মাত্র!

আপনি চুপ করুন। আচ্ছা ব্রজবিলাসবাবু, আপনার কাকা কি কোন উইল করে গেছেন?
হ্যাঁ। আমাকেই তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন।

কানাঘুষায় কানে এসেছে আপনি নাকি তান্ত্রিক-সংসর্গ করেন। একি সত্যি?
হ্যাঁ। দেখুন, আমি বিয়ে-থা করিনি। ছেলেবেলা থেকেই আমার সাধু-সংসর্গের দিকে ঝোঁক। কোন দিন শেষে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করি, এই ভয়েই সম্ভবত কাকা আমাকে বৈষয়িক বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছিলেন — ব্যবসার একটা বড় অংশ আমিই দেখতাম।

দুর্ঘটনার দিন যে কাপালিককে এ বাড়ীর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, তিনিই কি……
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমি অন্তত ঐ ধরনের কাউকে সেদিন দেখিনি।

আচ্ছা আপনি আসতে পারেন। অনুগ্রহ করে আপনার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্টার তলাপাত্রকে পাঠিয়ে দেবেন।
এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কেমন বুঝছেন পাণ্ডেজী?
কই, আমি তো তেমন……

বুঝবেন, বুঝবেন! আমাদের মতো সাধু-সংসর্গে কিছুদিন থাকলেই সব বুঝতে পারবেন! আমি আর ইন্দ্রজিৎবাবু, বুঝলেন কিনা, যাকে বলে অভিন্ন—

আসতে পারি?
আসুন মি: তলাপাত্র। বি সিটেড প্লীজ।

আচ্ছা মিস্টার তলাপাত্র, ব্রজবিলাসবাবুর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে আপনি কত দিন কাজ করছেন?
এই অক্টোবরে তিন বছর পূর্ণ হবে।

দীননাথ ঘোষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল?
ও শিওর! ওভারঅল সুপারভাইজ অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন দেখাশোনা উনিই করতেন কিনা!

ওঁর সঙ্গে মেলামেশার ফলে ওঁর চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা ধারণা আপনার জন্মেছে। খুব খোলামনেই বলুন তো, ওঁকে কী প্রকৃতির মানুষ বলে আপনার মনে হয়েছে।

টু বি ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ খোলাখুলি বলতে গেলে, লেট সিনিয়ার ঘোষের মধ্যে যে ডেপ্‌থ অ্যাণ্ড উইটিনেস অর্থাৎ গভীরতা এবং রসবোধ আমি মার্ক করেছি, তা এই প্রফেশনের লোকের মধ্যে ইউজুয়ালি দেখা যায় না। ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠি পাবার পর ওঁর রিঅ্যাকশান দেখে আমি তো স্টানড্ হয়ে গেছলাম!

কেন?
চিঠি পাবার পরদিন সকালে আমাকে ডেকে পাঠালেন উনি তারপর হাসিমুখে বললেন, 'শোনো হে ফুটোপাত্র'— আমাকে এই বলে সম্বোধন করতেন উনি— 'কালকে আমি ভেবেছি সারারাত্র, মগজে ঘিলু নেই কো কণামাত্র তার, যে লেখে আমাকে অমন পত্র।'

চমৎকার! এমন ব্যঙ্গপূর্ণ ছড়া আমি বহুকাল শুনিনি। 'শোনো হে ফুটোপাত্র। কালকে আমি ভেবেছি সারারাত্র। মগজে ঘিলু নেই কো কণামাত্র। তার, যে লেখে আমাকে অমন পত্র।' চমৎকার!
আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, এটা বুঝি নেহাতই হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার। কিন্তু চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিতে সেটা পড়ে আমার তো হার্ট-বিট মানে হৃৎস্পন্দন রীতিমতো বেড়ে যাবার জোগাড়!

আশ্চর্য তো! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠি আপনাকে দেখিয়েছেন, অথচ ব্রজবিলাসবাবুকে····
দেখানো দূরের কথা, জুনিয়ার ঘোষকে এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাতে বার বার আমাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন উনি।

কেন বলুন তো? ওঁদের মধ্যে সম্পর্ক তো খুবই ভাল ছিল শুনেছি।
জুনিয়ার ঘোষ অবশ্য সেইরকমই বলে থাকেন।
আপনি কী বলেন?

দেখুন, এইসব ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্সে মানে পারিবারিক বিষয়ে আমার কিছু বলা....
আপনি নির্ভাবনায় সবকিছু খুলে বলতে পারেন মিস্টার তলাপাত্র। আপনার চাকরির ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

না, ও ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আগেই রেজিগনেশন লেটার সাবমিট করে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।
বলেন কি? কেন?
না, মানে ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।

আসুন ডক্টর দে! আমরা আপনার জন্যেই ওয়েট করছি।
সো কাইণ্ড অব ইউ। নমস্কার মিস্টার রায়, অধমের নাম বনবিহারী দে।

মিস্টার রায়কে আপনি চিনলেন কেমন করে? আগে থেকে পরিচয়-টরিচয়—
নট অ্যাটল। মিস্টার রায়ের মতো ওয়ার্ল্ড-ফেমাস মানুষকে দেখলেই চেনা যায়।
এখন তবে আসি।

বলুন ডক্টর
নতুন কিছু বলবার নেই। আমি প্রথম দিনই যা বলেছি এখনও তাই বলছি—ইট্‌স্ এ কেস অব ক্রুটাল মার্ডার। ক্লোরোফর্ম বা ঐ ধরনের কোন কিছু দিয়ে দীননাথবাবুকে বেহুঁশ করে আততায়ী ধারালো ছোরা দিয়ে তাঁর মাথাটি ধড় থেকে আলাদা করে ফেলেছে। সংজ্ঞাহীন থাকার ফলে দীননাথবাবু কোন রকম আওয়াজ করার সুযোগ পাননি।

আচ্ছা ডক্টর দে, আপনি জীবিত অবস্থায় দীননাথবাবুকে শেষ কবে দেখেছেন ?
খুনের দিন মৃত্যুর মাত্র ঘন্টাখানেক আগে। দীননাথবাবুর কাছ থেকে আর্জেন্ট কল পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসি। রাত তখন দশটা।
অত রাত্রে হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? কী ট্রাবল হয়েছিল ওঁর ?
সত্যি কথা বলতে কি, ফিজিক্যাল কোন ট্রাবলই ওঁর ছিলনা, মেন্টালি উনি খুবই উইক হয়ে পড়েছিলেন। কেবলই বলছিলেন, 'আমি বোধহয় আর বাঁচবনা ডাক্তার! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের ভূত চেপেছে আমার মাথায়!
কী শিশুসুলভ কথাবার্তা ! ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যোলো করবে যে, ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে !
ভালো কথা, পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটা তো আমাকে জানালেন না মিস্টার পাণ্ডে।
আপনার রিপোর্টের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।
কিন্তু খুনটা হয়েছে কখন্?
রাত এগারোটা থেকে সোয়া এগারোটার মধ্যে।
অত রাতে!···স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, খুনী এ বাড়িরই একজন, আগে থেকে এ বাড়ীতে ছিল সে।

এ বাড়ীরই লোক। অর্থাৎ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এ বাড়ীরই একজন সেজে— নাঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না! কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!
ডক্টর দে ঠিকই বলেছেন মিস্টার গাণ্ডে— খুনী খুনের বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই এ বাড়ীতে ছিল।
ওহে বাপু, কী নাম যেন তোমার?
এজ্ঞে গুরুচরণ।
তা বাবা গুরুচরণ, চলো দিকিনি বাথরুমটা একবার দেখিয়ে দেবে!

কস্ত্বম্ ?
তু-তু-

কস্ত্বম্ ?
শ্রীচন্দ্রকালী দাসং সাহিত্যশ্রীং !

দেবভাষার অবমাননা করিওনা মাতৃভাষায় উত্তর দাও। কিজন্য এখানে আসিয়াছ ?
ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে ধরিতে।

কেন? কী করিয়াছে সে?
দীননাথ ঘোষের মুণ্ডপাত করিয়া তাহার সিন্দুক ভাঙিয়া লক্ষাধিক টাকা হাতাইয়াছে।

টাকা হস্তগত করিয়াছে! আমি তো তাহাকে শুধু মুণ্ডচ্ছেদের নির্দেশ দিয়াছিলাম।

আপনি ! মুণ্ডচ্ছেদ !!
হ্যাঁ, মদীয় আদেশেই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড দীননাথের মুণ্ড কর্তন করিয়াছে। অমন একটি সুলক্ষণযুক্ত নরমুণ্ডের আমার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল।

মার দিয়া কেল্লা! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে আমিই ক্যাচ করবো!
প্রভু, নির্ভয়ে একটি প্রশ্ন করতে পারি?
করো।

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড কে প্রভু? সে কি এ বাড়িরই লোক?
রে পাষণ্ড! দ্বিতীয় বার এ কথা উচ্চারণ করিলে আমিই তোর মুণ্ড ছেদন করিব! নির্বোধ! ভাবিয়াছিস কী? আমারই প্রিয় শিষ্যকে আমি বিপদ-সাগরে নিক্ষেপ করিব!

ভুল হয়ে গেছে প্রভু! আমি নিতান্তই অবোধ ছাগশিশু প্রভু! এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন।

ক্ষমা করিলাম। তবে ইহাও জানিয়া রাখ, যে ব্যক্তি আমার শিষ্যের অমঙ্গল সাধনে লিপ্ত হইবেক, তাহাকে আমি কদাপি ক্ষমা করিব না— আমার রোষানলে সে ভস্মীভূত হইবেক! তোমার টিকটিকি বন্ধুকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিও। নহিলে—একী!

কী বুঝছেন 'সাহিত্যশ্রী'? নরমুণ্ড গল্পে কাপালিকের রহস্য টের পাচ্ছেন তো?
কাপালিক না কচু! ও বদমাইস একটা! আমাকে পর্যন্ত রীতিমত ভেবড়ে দিয়েছিল মশাই! কে লোকটা আন্দাজ করতে পারলেন?

তা একটু পারছি বইকি। তবে কিনা অন্ধকারে একপলকের দেখা, ভুলও হতে পারে। দেখতে যদি ভুল না করে থাকি, তবে লোকটা নির্ঘাত পাগলা শনি।
পাগলা শনি! সেটি কে?
শনিপ্রসাদ, পয়লা নম্বরের গাঁটকাটা পকেটমার। কিছুদিন ধরে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের দলে ভেড়বার আশায় তার পক্ষে বেগার খেটে যাচ্ছে। খাটছে অবশ্য ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের অনুমতি নিয়েই।
যাক গে, চলুন এবার মিস্টার পাণ্ডেকে নিয়ে নিহত ব্যক্তির ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।
আসুন মিস্টার রায়, এটাই দীননাথ ঘোষের শোবার ঘর।
নাঃ, এবার খুনের কোন ক্লুই রেখে যায়নি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
আরে বুক-শেলফের ওপর ওটা কী?
মুভি ক্যামেরা। বাঃ, দারুণ জিনিস তো!
ক্যামেরা... মুভি ক্যামেরা... মুভি... মুভ — মুভমেন্ট — ইউরেকা!

মিস্টার পাণ্ডে, এ বাড়ীতে যাঁরা থাকেন তাদের প্রত্যেককে মিনিট দশেকের মধ্যে এই ঘরে হাজির করার ব্যবস্থা করুন। খুবই ইন্টারেস্টিং খবর আছে।
খবর··· মানে দীননাথবাবুর মৃত্যুসংক্রান্ত?

ও শিওর!

পরিচয় করিয়ে দিই। স্বনামধন্য ইন্দ্রজিৎ রায়, সাহিত্যিক চন্দ্রকালী দাস—

উঁহু, হোলো না। শ্রীচন্দ্রকালী দাস 'সাহিত্যশ্রী', বিশুদ্ধ ভূতের—

ওই হোলো। ইনি হচ্ছেন পি.আর.ও ফণীন্দ্র নাগ, ইনি দীননাথবাবুর ভাইপো ব্রজবিলাস ঘোষ, পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অমল তলাপাত্র, প্রাইভেট সেক্রেটারি দানী ঘোষ, স্টেনোগ্রাফার মলয় চাকী, আর ইনি হলেন রবীন্দ্র সোম— দীননাথবাবুর সেল্‌স ম্যানেজার। এঁরা সকলেই এ বাড়ীতে থাকেন এবং দীননাথবাবুর ঘরে এঁদের সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল।
আরে আসুন, আসুন!

আমার বোধহয় অনধিকার প্রবেশ হয়ে গেল। অ্যাটাচি কেসটা ভুল করে ফেলে গেছলাম।

আরে তাতে কী হয়েছে? আপনিও বসুন বরং।

বন্ধুগণ! ইতিপূর্বে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের সঙ্গে বহুবার আমার মোলাকাত হয়েছে। প্রতিবারই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও প্রতিবারই সে একটা-না-একটা অতি সূক্ষ্ম ভুল নিজের অজান্তেই করে ফেলেছে। আর সেই ভুলের সূত্র ধরেই তাকে গ্রেপ্তার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবারই প্রথম ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এমন সতর্কভাবে কাজ করেছে যে, বিন্দুমাত্র সূত্রও সে খুনের পেছনে রেখে যায়নি—অমন কিছু আমার চোখে অন্তত পড়েনি। তাই এক্ষেত্রে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হোতো না যদি না—থাক সে কথা।

না না, থাকবে কেন? বলেই ফেলুন।
যদি না নিহত ব্যক্তি স্বয়ং খুনীকে ধরবার ব্যবস্থা পাকা করে যেতেন।

তার মানে!

অ্যাবসার্ড!

আশ্চর্য তো!

সত্যমেব জয়তে।

হাউ স্ট্রেঞ্জ!

ব্যাপারটা দয়া করে একটু খুলে বলুন তো মিস্টার রায়। আমি ঠিক····

খুলেই বলছি। দীননাথ ঘোষ ছিলেন আশ্চর্যরকমের তীক্ষ্ণধী। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড তাঁকে যাতে খুন করতে না পারে, সে ব্যাপারে তিনি সাধ্যমতো সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর খুন হবার সম্ভাবনা যে বিলুপ্ত হয়নি এটা তিনি অনুমান করেছিলেন,

কারণ কূট-কৌশলী ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের কীর্তি-কলাপের কিছু কিছু খবর তিনি রাখতেন। কিন্তু খুন করেও যাতে সে পার না পায় তার জন্যে অত্যন্ত চমকপ্রদ এক কৌশল আগেভাগেই অবলম্বন করেছিলেন তিনি, নিজের ঘরে এই অটোমেটিক মুভি ক্যামেরাটিকে এমনভাবে সেট করেছিলেন যে, এ ঘরে যা কিছু ঘটবে সবকিছুই তাতে ধরা পড়ে। এবং বলাই বাহুল্য, খুনের দৃশ্য এই ছোট্ট ক্যামেরাটিতে নিখুঁতভাবে বিধৃত আছে। এ কী!

বন্ধুগণ! আপনারা অহেতুক বিচলিত হয়ে এই ঘর থেকে বাইরে চালিত হবেন না। বন্ধুবর ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং যখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, তখন কোনক্রমেই সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারিবে না!

ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ী, আমার ওপর ভারি রাগ ওর প্রথম থেকেই। এই যে বলতে বলতেই এসে গেছেন ওঁরা।

এ কী! ডক্টর দে!!

হ্যাঁ, ডক্টর দে-ই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ডাক্তারই যে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড সেটা তাঁকে জেরা করতে গিয়েই আমি টের পেয়েছিলাম। ডাক্তারকে যখন আমি প্রশ্ন করি 'দীননাথবাবুকে জীবিত অবস্থায় শেষ কবে আপনি দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'খুন হবার ঠিক একঘন্টা আগে।' এবং এর কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তারই মিস্টার পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করেন 'খুনটা হয়েছে কখন?' কিন্তু নিছক কথার ভুলের ভিত্তিতে তো কাউকে অ্যারেস্ট করা চলে না — প্রমাণ চাই! অথচ, আগেও বলেছি, দীননাথ ঘোষকে খুন করতে গিয়ে কোন কুই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ফেলে যায়নি। তবে উপায়? সহসা মুভি ক্যামেরাটাই যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে আমাকে উপায় বাতলে দেয় — একটা চমৎকার ফন্দি খেলে যায় মাথায়। অবশ্য ব্ল্যাক ডায়মণ্ড মুভি ক্যামেরা ঘটিত আমার আষাঢ়ে গল্পের ফাঁদে পা দেবে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের মতো ক্ষুরধারবুদ্ধি লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হল — সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক অটোমেটিক মুভি ক্যামেরার অস্তিত্বে বিশ্বাস করল সে। যাই হোক, বেশী কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। রাতও কম হয়নি।

গুড নাইট!

কাছেই মোহানা

কাঁচেই মোহানা

কাহিনী • চিত্রনাট্য • সংলাপ
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্ররূপ
নারায়ণ দেবনাথ

শ্রেষ্ঠাংশে
ইন্দ্রজিৎ রায়
চন্দ্রকালী দাস মানিক বিশ্বাস
সুধন্য রক্ষিত হেরম্ব শর্মা
শশধর সামন্ত শ্রীধর সামন্ত
হলধর সামন্ত হারাধন পাল বিরিঞ্চি
এবং
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

শান্তি·নীড়

আমার এই শান্তি·নীড়ে এ কী অশান্তি বলুন দেখি! এ কী ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝাট!
ইচ্ছে করে ঝাঁট দিয়ে বিদায় করি এ দায়, কিন্তু—

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমার কণ্ঠার হাড় অবধি বেরিয়ে গেছে! এ কী বেগ-উদ্বেগ-ভাবাবেগ!
আপনার 'সুরসভার' খবর কী?

ও প্রসঙ্গ তুলে আমাকে আর শোকসাগরে মজ্জমান করবেন না!
মজ্জায় মজ্জায় মরে যাই লজ্জায়!

যেমন গুরু, তার তেমনি চেলা জুটেছে। বাংলা ভাষা দুটোতেই চিবিয়ে খেয়েছে দেখছি।
যখন সুরসভার 'অবলুপ্তির' কথা ভাবি, তখন আমার যা কিছু অনুভূতি-বিভূতি-ভবভূতি সবই জড়ীভূত হয়ে পড়ে

অবলুপ্ত? তার মানে 'সুরসভা' উঠে গেছে?

স্টেশন মুকুটমণিপুরের ঐ অঘটনের পর আর না উঠে পারে? সব থেকে আক্ষেপের কথা, সেই থেকে শয়তানটা চিনে জোঁকের মতো আমার পেছনে লেগে আছে।
চিনে নয়, ছিনে জোঁক। ছিনে মানে সরু।

মাঝে মাঝে চুপ করুন।....কলকাতা থেকে এত দূরে এই ডায়মণ্ডহারবারে এসেও দুষ্কৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। শয়তানটা বলে কিনা হোটেল ছেড়ে দিতে। একী অনুদার আবদার!
একী অন্যায় মাৎস্যন্যায়!

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যে আপনাকে হোটেল ছাড়তে বলেছে, চিঠিতে তা তো জানাননি।
শয়তানটার কোপনীমুতার কথা ভেবেই এই গোপনীমুতার আশ্রয় নিয়েছিলাম।

যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছে!
'কোপনীমুতার' কোন মানেই হয় না।
হয় না তো হয় না, আপনার তাতে কী মশাই? ভারী আমার ব্যাকরণশিং এসেছেন রে!

শ্রীমানিক বিশ্বাসভাজনেষু —

কিঞ্চিদধিক দুই বর্ষ পূর্বে মহাশয়ের সহিত এই অধমের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটিয়াছিল। সেইবার মুক্তমণিপুরের ঘটনা মহাশয় এত শীঘ্র আশা করি বিস্মৃত হয়েন নাই। যাহা হউক, অধমের একটি বিনীত নিবেদন মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে পঁহুচাইয়া দিবার নিমিত্ত বর্তমান পত্রের অবতারণা। এই পত্রপ্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে মহাশয় যদি মদীয় অনুরোধে তদীয় 'শান্তি-নীড়' ত্যাগ করিয়া অন্য কোন নীড়ে গমন করেন, তবে এই অধীন বিশেষ অনুগৃহীত হয়। অন্যথা অধমের অশান্তির সম্ভাবনা

ইতি

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

আচ্ছা মানিকবাবু, এ চিঠি পাবার পর কদিন কেটেছে?
আজ পঞ্চম দিন শেষ হতে চলেছে।
পঞ্চত্বপ্রাপ্তির আর মোটে দুটি দিন বাকি!
শয়তানটার মেজাজ সপ্তমে চড়বে সেই দিন!
আপনিও শূলে চড়বেন সেইদিন!
আ মোলো যা! এ যে দম-দেওয়া পুতুলের মতো আগড়ম-বাগড়ম বকেই যাচ্ছে!
আচ্ছা, গত দশ দিনে এখানে যে সব বোর্ডার এসেছেন তার একটা লিস্ট পাওয়া যাবে?
সে তো এই চিত্রগুপ্তের খাতাতেই আছে। আজ হচ্ছে এগারো। তার মানে পয়লা থেকে দেখলেই…
সাতুই সেপ্টেম্বরের আগে যাঁরা এখানে পদার্পণ করেছেন, তাঁরা সকলেই দেখছি গৃহে প্রত্যর্পণ করছেন। সাত তারিখে প্রাতঃকালে বাঁশবেড়িয়া থেকে এসেছেন তিন বাপ-ব্যাটা শশধর-শ্রীধর হলধর সামন্ত কঞ্চি বিরিঞ্চিসহ। এঁদের পেশা বাণিজ্য, অবসরগ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে হপ্তাদুয়েক কাটাবেন। ঐ দিনই বেলা এগারোটায় হেরম্ব শর্মা এসেছেন ছকু খানসামা লেন থেকে সঙ্গে কোন খানসামা না নিয়েই। ইনি পেশায় দালাল, থাকছেন আনুমানিক পনের তারিখ অবধি। এরও উদ্দেশ্য অবসরগ্রহণ।
অবসরগ্রহণে নয়, অবসরবিনোদন।

আর যারা এসেছিলেন তারা সবাই ইতিপূর্বেই গত হয়েছেন। আট তারিখে কেউ আসেনি… ন তারিখেও তথৈবচ। দশ— হ্যাঁ দশ তারিখে হরাধন পাল এসেছেন ঘুঘুডাঙা থেকে। পেশা লিখেছে, অর্থবান বেকার। সেইসঙ্গে নেশারও উল্লেখ করেছে : প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা। প্রত্নতত্ত্ব না পিণ্ডতত্ত্ব!
কেন, ওকথা বলছেন কেন?
বলছি কি আর সাধ করে? গভীর অনুতাপ-পরিতাপ-সন্তাপের সঙ্গেই বলছি, ঐ একটিমাত্র বোর্ডার তার অর্ডারে অর্ডারে আমাদের একেবারে ডিসর্ডার করে দিয়েছে!
তার এখানে আসার কারণ?
কারণ গোচারণ অর্থাৎ গবেষণা। আপাতত সিরাজের কোর্টই তার বিচরণস্থল।
সিরাজের কোর্ট! এখানে আবার সেটা এল কোত্থেকে?
কোত্থেকে এল, কবে থেকে এল, অতশত বুঝি না। লোকে বলে তাই বলছি। আজকাল আবার স্বয়ং সিরাজকেও নাকি মাঝে-মধ্যে দেখা যায়।
কী বললেন! সিরাজকে দেখা যায়! তার মানে সিরাজের প্রেতাত্মা! কী সাংঘাতিক!
পরদিন…
ঐ যে তিন গুণধরকে দেখছেন, ওঁরা হচ্ছেন শশধর শ্রীধর হলধর।

স্যার, চিকেন শাহীকোর্মা দেব, না ইলিশমাছের লটপটি খাবেন?
দুটোই খাবো। এইসঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাইস আনো দিকি।

আপনাদের এখানে ডিমের কোন প্রিপারেশান নেই?
হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বৈকি। এগ কারি, এগ গ্রীল। কোন্‌টা চাই?

দুটোই।
ঠিক আছে, দেখেছি। ইন্দ্রজিৎবাবু, এই যে হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক দিব্যি হৃষ্টচিত্তে মুরগীর ঠ্যাং কামড়ে ধরেছেন উনি হলেন হেরম্ব শর্মা।

হারাধন পাল কোন্‌ জন?
ক্ষেপেছেন! অন্তত দুটো বাজুক, তবে না—আরে, আরে! আজ কোন দিকে সুর্য উঠেছে? ঐ দেখুন, ঢুকছে।

তাই ভাবি, হারাধন পাল এত অকালে? দেখুন দেখুন, আসামাত্র বয়ের সঙ্গে কিরকম বিবাদ-বিসম্বাদ বেধে গেছে। এত বেলায় ওর জন্যে কে চায়ের কেটলি চাপাবে মশাই?

লোকটার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, পেজোমির ডিপো একটি। আচ্ছা আমরা, এত জায়গা থাকতে হঠাৎ শান্তি-নীড়ের ওপর সেই লক্ষ্মীছাড়াটার চোখ পড়ল কেন?
পড়বে না? এই গোটা এলাকাটা যে স্মাগলারদের স্বর্গ! কারণ, কাছেই মোহানা।

সেদিন বিকালে...
আশ্চর্য! কামানগুলো এখানে এইভাবে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তিনটে তো দেখাই যাচ্ছে, আর কটা যে মাটির নীচে আত্মগোপন করে আছে, কে জানে!

আমি জানি।
কে! কে বললে কথাটা?

আমি। আমি জানি, আরো পাঁচটি কামান মাটির নীচে অবস্থান করছে।
আপনিও কি এতক্ষণ সেগুলোর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন?

আপনার ব্যঙ্গোক্তির জবাব আমি দেব না। তারপর, মানিকবাবু এখানে?
এই এঁদের সিরাজের দুর্গ—

উহুঁ, সিরাজের নয়, আলিবর্দির দুর্গের ভগ্নাবশেষ এটি।
এখানেই বোধহয় আপনি আপনার দেহাবশেষ রেখে যেতে চান?

শুধু শুধু লোকটার পেছনে লেগেছিলেন কেন?
আপনার কটূক্তির জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

লাগব না? সেবার মহুয়ামিলনে এ ব্যাটা কাপালিক সেজে আমাকে কম ভেবড়ে দিয়েছিল?
নাঃ, চোখ আছে আপনার। ঠিকই ধরেছেন। এ পাগলা শনিই বটে। লোকটা স্বেচ্ছায় ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের কোমর খেটে বেড়ায় তার দলে স্থান পাবার আশায়।

আমাদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে ব্যাটা নির্ঘাৎ সটকান দেবে। কিন্তু এই শনিঠাকুরই একটু আগে ঢুকেছিল ঐ সুড়ঙ্গে। অর্থাৎ কিনা রক্তগত শনি। দুশ্চিন্তার বিষয়।
আসুন, সুড়ঙ্গ-রহস্য ভেদ করি।

দুঘন্টা পরে....
ওঃ, সুড়ঙ্গ বটে একখানা। যেমনি ধ্যাধ্বেড়ে লম্বা, তেমনি আঁকাবাঁকা।
আর ভেতরের সিঁড়িগুলো? এই তরতর করে উঠে গেল, পরক্ষণেই সরসর করে নেমে গেছে। খালি ওঠো আর নামো।

কিন্তু একটি ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। ভেতরে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মিদ্দে একটি চর্মচটিকা মানে চামচিকে দেখার আশা করেছিলাম।
একটা আয়না রাখলেই পারেন। তাহলে ইচ্ছেমতো চামচিকে-দর্শন হয়।

দেখুন বিশ্বাস, সব সময় ভাঁড়ামি ভালো লাগে না। যে কথা বলছিলাম। এমন একটি মনোরম জায়গা হাতে পেয়েও ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ছেড়ে দেবে এ তো আমার বিশ্বাস হয় না।
ও ব্যাপারে আমিও — ও কী!

ভ-ভয় পাবেন না। আ-আমি আপনাকে ধরে আছি!
কিন্তু লোকটা এলো কোন পথে?

ছা-ছায়াপথে!
আপনি দেখছি ভীতুর ডিম একটি। চলুন, লোকটার কাছে গিয়ে দেখি।

ক্ষেপেছেন! ও চিন্তা মনেও আনবেন না!
বেশ। আপনারা তাহলে হোটেলে ব্যাক করুন। আমি এদিকটা দেখে আসছি।

দু পা এগোতেই...
গোঁওওও

আধঘণ্টা পরে··
বিশ্বাস যে অমন ধ্যাড়ান ধ্যাড়াবে আগে বুঝলে কিছুতেই আমরা তাকে সঙ্গে নিতুম না। একটা জরদ্গব টাইপ! নিজে তো মোলোই, আমারও অমূল্য জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল।

বিশ্বাসমশাই এখন কোথায়?
মৃত্যু-গহ্বরে!

মৃত্যু-গহ্বর! সেটা আবার কোথায়?
দুর্গাভ্যন্তরে।

এখানে আবার দুর্গ কোথায়?
পিকনিকস্পটের কাছে সিরাজের আমলের একটা ফোর্ট আছে শুনেছি বটে। ডু ইউ মীন দ্যাট?

হুম্!
ওয়েল জেন্টলমেন, আমার মনে হয়, এখানে আননেসেসারি সময় নষ্ট না করে লেট্স্ স্টার্ট।

আমি অবশ্য হোটেল ছেড়ে যেতে পারব না।
দ্যাট ম্যাটারস্ লিটল।
যাও বাবা শ্রীধর হলধর বিরিঞ্চি, তোমরা ওঁর সঙ্গে যাও। আমি বুড়ো মানুষ, আমি বাপু যেতে পারব না।
ওয়েল, দ্যাট অলসো ম্যাটারস্ ভেরি লিটল।
কোর্টে যবার আগে একবার থানায় খবর দেওয়া উচিত নয় কি?
রাইট ইউ আর। কিন্তু পোলিস স্টেশনের এগজাক্ট লোকেশানটা—
যে কোন রিকশাওয়ালাই বলে দিতে পারবে।
ট্রু। ইউ বেটার গো দেয়ার উইথ কালীবাবু। উই পিপ্‌ল—
কে কালীবাবু? আমি?
সো হোয়াট?
আমি কালীবাবু নই, শ্রীচন্দ্রকালী দাস সাহিত্যশ্রী। আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।

সব শান্ত। এবার যাওয়া যেতে পারে।

কিছুক্ষণ এখানেই থাকি।... পায়ের আওয়াজ পেলাম যেন! হ্যাঁ, এদিকেই আসছে। আড়ালে যাই।

আর বাড়িয়ে লাভ কী বোস? মেড়াটাকে এখানেই জবাই করে দিলেই তো হয়।
সেটা কি ঠিক হবে ছোটবিবি? বড়বিবিকে না জানিয়ে...

ছোটবিবি? তার মানে হলধর হচ্ছে কানা বলরাম। আর হেরম্ব তাহলে ব্ল্যাকির আর এক শাগরেদ সেই ডাক্তার বাসু।

দেখ ভেবে সেটা। আমার তো মনে হয়, খামোকাই এই ছাগলটাকে কামানঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যা ব্যা করে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে শুধু!
আপনাদের কথাবার্তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। মেড়া, ছাগল- এসব কী? ছোটবিবি-বড়বিবিরই বা মানে কী?

মানে তোর তামরার কাছে আসছে জন্মে জেনে নিস। এখন চুপ মা।
কী অসম্মানসূচক উক্তি!

চুপ! বেশী ট্যাঁ-ফোঁ করলে একটি চড়ে বদন বিগড়ে দোব। তাই চল বোস, পাঁঠাটাকে নিয়েই চল। চল রে।

আবার পায়ের আওয়াজ। এবার বোধহয় স্বয়ং বড়বিবি আসছে। ছোটবিবি এ যাত্রা পাথরের চোখ দিয়ে ভালই ম্যানেজ করেছে।

হ্যাণ্ডস্ আপ!

ধীরে ধীরে পিছু হটে দড়ি টেনে পর্দা সরাও।... কী হল? যা বলছি কর।...

হ্যাণ্ডস্ আপ ইউ অল! চন্দ্রকালীদা, মানিকবাবুর হাত-মুখের বাঁধন খুলে দিন। কানা বলরাম, ডাক্তার বাসু, সিরাজ ওরফে ল্যাংড়া পানু এবং আরো যে কজন রয়েছ, সব্বাই হাত তোল। নড়াচড়ার কিছুমাত্র চেষ্টা করলেই চিরকালের মতো ওগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। চন্দ্রকালীদা, মানিকবাবু, আপনারা এপাশে চলে আসুন।... মানিকবাবু, আপনি এখুনি থানায় যান। চন্দ্রকালীদা, আপনিই বরং ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের মুখোদ্ঘাটনের গৌরব অর্জন করুন। কী দাদা, ভাষাটা সাহিত্যঘেঁষা হয়েছে তো?

এ কী! সুধন্যবাবু!

সুধন্য তুই! যণ্ড পাষণ্ড কর্কট মর্কট কোথাকার!
শুনুন মানিকবাবু, আপনার শান্তি-নীড়ে এখনও এক মূর্তিমান অশান্তি বিরাজ করছে। মনে রাখবেন, শ্রীধর-হলধরের পিতৃদেব শশধর বাহত হলেও কামত আদৌ অথর্ব নন। সুতরাং সেই চাঁদকে আগে অ্যারেস্ট করাবেন।
তথাস্তু।
বিটলে বিটকেল উল্লুক বেল্লিক কোথাকার!

এই কলকাতায়

খোকা! খোকা!

আজ সিঁদুর পর নি বৌমা?
পরেছি তো মা।
আর সিঁদুর পরা!
খোকা! খোকা!

দেখ তো বৌমা কে ডাকছে।
দেখেছি মা।

আমার খোকা, আমার খোকাকে আপনারা দেখেছেন!
তোমার খোকাকে? তোমাকেই তো আজ প্রথম দেখলুম মা। কী হয়েছে তোমার খোকার?

কদিন ধরে কী যে হয়েছে ওর! কেবল বলে 'আমায় ওই বাড়ীতে নিয়ে চল না মা, ও যে আমার আপন ঘর!'
কোথায় থাকো তোমরা?

এ পাড়াতেই। দিনকয়েক হল এসেছি মল্লিক-বাড়ীর ওপর তলা ভাড়া নিয়ে। এসে থেকে খোকার ওই উপসর্গ শুরু হয়েছে। কী যে করি!··· বাড়ী নেই দেখে ভাবলুম, চুপি চুপি এখানে চলে এলো বুঝি। দেখি আবার কোথায় গেল।

কোথাও যায় নি। বাড়ীতেই কোথাও লুকিয়ে আছে দেখ গে তোমাকে জব্দ করবে বলে।
তাই দেখি…
কাল একবার এসো না মা, আলাপ পরিচয় করা যাবে।
অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ. নিশ্চয়ই আসব।
পরদিন
এসো মা, এসো। কই তোমার ছেলে কোথায়?
আজ ওদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্টিবিউশান উৎসব। ওর বাবাকে নিয়ে সেখানে গেছে।
তা কাল বাড়ী গিয়ে পেলে ছেলেকে?
বাড়ী অব্দি যেতে হয় নি। আপনাদের গেট পেরিয়েই দেখি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।
সে কী! ভরসন্ধেবেলা কী করছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে?
আর বলবেন না, একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এ বাড়ীর দিকে।
তাই তো, এ তো ভাবনার কথা মা। কাল তুমি বলছিলে বটে, এ বাড়ী আসার জন্যে ও পাগল।
ওকে কী দোষ দেবো মাসীমা, কতই বা বয়স ওর? ওর মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছে ওর বাবা।

একটু খুলে বলবে মা?
এ কি পাঁচজনকে বলবার মাসীমা? আপনি গুরুজন তাই বলছি। খোকার বাবার কেন জানি না বদ্ধমূল ধারণা— তার ছেলে জাতিস্মর। যত্তসব আজগুবী ধারণা!
আজগুবী নয় মা, জাতিস্মর হয় বৈকি। আমার সেজোপিসির—
আপনি দেখেছেন?
দেখি নি, তবে স্বকর্ণে শুনেছি মা। ভালো কথা, কত বয়স তোমার খোকার?
এই ভাদ্রে দশে পড়েছে।
দশ বচ্ছর!
কী হল মাসীমা?
ও কিছু না মা।
বলুন না মাসীমা।
অর্পণের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল মা। বেঁচে থাকলে তারও বয়স আজ দশ বছর হত।
অর্পণ কে?
আমার একমাত্র নাতি। পাঁচ বছর আগে সে আমাদের মায়া কাটাল, আর সেই থেকে তার বাপও সংসার ছাড়ল।
ও।...তা এই পাঁচ বছরে একবারও আসেন নি অর্পণের বাবা?

এ ক বছরে তাঁর কোন খোঁজ-খবরও পান নি?
না মা, একটি বারের জন্যেও সে আর ফিরে আসে নি। বুড়ো মাকে নাহয় ভুলেই গেলি, কিন্তু বৌটা যে কেঁদে কেঁদে চোখ ক্ষইয়ে ফেললো।

কোথায় তার খোঁজ করব মা! তবে বছর দুই তার একটু দয়া হয়েছে, নমাসে-ছমাসে চিঠিপত্তর দিয়ে জানায় যে, সে মরে নি বেঁচে আছে।

কাঁদবেন না মাসীমা। দেখবেন, ছেলে আপনার একদিন না একদিন ঘরে ফিরে আসবে।
তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক মা!

এখন কোথায় আছে অর্পণের বাবা?
জায়গাটার নাম ... বৌমা, বৌমা!

ডাকছেন মা?
হ্যাঁ, বৌমা, পার্থ এখন কোথায় আছে যেন?
ক্যালিফোর্ণিয়ায়। কেন মা?

এই মেয়েটি — এই দেখ মা, তোমার নামটাই জানা হয় নি!
সুদীপ্তা।

আসুন ঠাকুরমশাই।
আসি মা।
কদিন পরে

তুমি আমার ঠাকুমা।
কে?

আমি গো আমি। একছুটে চলে এলুম। মায়া কি অত সহজে কাটে! মাকে আবার বলে দিও না যেন।
কে তোর মা?

অ্যাঁ!
ওমা, তাও জান না? মনোরমা গো মনোরমা।
ভুল বললুম? বেশ, তাহলে সুদীপ্তা... কী, কথা বলছ না যে? আমি আসায় রাগ করেছ? বেশ চলে যাচ্ছি।

অর্পণ!

কাকে ডাকছ? আমি তো শোভন।
শোভন! তুই তবে অর্পণ নোস?
কী যে বল! আমি অর্পণ হতে যাবো কেন?

তবে যে বললি তোর মায়ের নাম মনোরমা?
যাঃ, আমার মা তো সুদীপ্তা।...কে! কে তুমি?
তুমি আমার মামণি।
না।
আমায় চিনতে পারছ অর্পণ?
খোকা! খোকা!
কে খোকা?
শোভন, বাবা শোভন!
হচ্ছেটা কী! আমি শোভন নই, অর্পণ।
আমি তোর মা, আমায় চিনতে পারছিস না খোকা!
আরে আরে! এই তো আমার মোটর-বাইক!

আমার বাপি।

ওখানে একটা খাট ছিল। আমি শুয়ে ছিলাম···
হ্যাঁ দাদুভাই!

এই কলকাতায়
কাহিনী•চিত্রনাট্য•সংলাপ
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
চিত্ররূপ
নারায়ণ দেবনাথ
অ-নে-ক দিন শুয়ে ছিলাম··· ডাক্তারকাকা··· সিস্টার··· বাপি ঝুঁকে আছে··· শিয়রে মামণি··· ঘিয়ের প্রদীপ··· তারপর··· অন্ধকার···

অঘটন যে আজো ঘটে, এ ঘটনাই তার অকাট্য প্রমাণ। যার বাসভবনে এ অঘটন ঘটমান, ঘটনাচক্রে তিনি আমার পিতৃস্বসা।
কোথাকার শসা জামাইবাবু!

সিরিয়াস বিষয়ে পরিহাস ঠিক নয় সুবীরা। পিতৃস্বসা আর বাজারের শসা যে এক বস্তু নয়, পিতৃস্বসা বলতে যে পিসিকে বোঝায় এ নিশ্চয়ই তুমি জানো? যে কথা বলছিলাম। অঘটন—
এখনও ঘটে নি, তবে ঘটবে মনে হচ্ছে। মাসখানেক আগেকার একটা খবর মনে পড়ে গেল কেন জানি না। খবরটা হল: দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আবার স্বক্ষেত্রে ফিরে এসেছে।

সাতসকালে ঘড়বজ্জাতটার নাম করলেন তো! ওর নাম শুনলেই আজকাল আমার গাত্রদাহ হয়। তবে হ্যাঁ, এবার যদি বাছাধন আমার সঙ্গে ধ্যাস্টামো করতে আসে, তো তাকে নাকে খত দেওয়াব বলে রাখলাম।
সেটা পরে হবেখন, আপাতত নিজের নাকে রুমাল দিন। বরফ জমে আছে।
তাই কিছুক্ষণ যাবৎ শৈত্য অনুভব করছিলাম। যাই হোক, আলোচ্য ঘটনায় ব্ল্যাক ডায়মণ্ড কোনভাবেই আসতে পারে না। এটা বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত অলৌকিক কাণ্ড।
ওপর-ওপর সেরকম দেখালেও শেষপর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখুন!
সে কি দেখি নি আর? এত কাল এই ভূত-প্রেত নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা করলুম!
কি রকম?
না, সে রকম কিছু নয়। বরং আমি বলব, বেশ সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি প্রত্যাসন্ন।
একটু ঝেড়ে কাসুন না দাদা!
আমার ভ্রাতৃবধূ মনোরমার তো বটেই পিসীরও ইচ্ছে শোভনকে দত্তক নেন। এখন দু তরফের বাপের মত হলেই হয়। আমার ভাই তো মনে হয় অরাজী হবে না।
আপনার ভাইকে হাতের কাছে পাচ্ছেন কোথায়? তিনি তো বললেন ধ্যানেশ যোগী নাম নিয়ে বিস্তর ভক্ত জুটিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যোগাশ্রম খুলে বসেছেন।
তাতে কী? তার মতামত জেনে নেবার জন্যে সুদীপ্তা মানে শোভনের মা তার দাদাকে চিঠি লিখেছে। চিঠির সঙ্গে আমার ভাইয়ের একটা ফটোও পাঠানো হয়েছে যাতে করে চেহারা সনাক্ত করার সুবিধে হয়। সুদীপ্তার দাদা মিচিগান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।

আই সি! কাজ তাহলে ভালই এগিয়েছে।...আচ্ছা, শোভনের মা-বাবা তাঁদের ছেলেকে ছাড়তে রাজী হয়েছেন?
অনেক জপিয়ে জাপিয়ে ওর মাকে রাজী করানো গেছে। কিন্তু ওর বাপ কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।
তাহলে? শুধু মায়ের ইচ্ছেতেই তো হবে না। বাবারও কনসেন্ট চাই।...ওয়েল লেট আস ওয়েট অ্যাণ্ড সি।

ক্রিড়রিং ক্রিং! ক্রিড়রিং ক্রিং!
দৈনিক মর্মবাণী
ময়নাগরীতে মহাবিস্ময়
জাতিস্মর বালকের লোমহর্ষণ কার্যকলাপ
ধ্যানেশ যোগীর ধ্যানতত্ত্ব

হ্যালো, ইন্দ্রজিৎ রায় স্পিকিং।... চন্দ্রকালীদা?... হ্যাঁ, এইমাস দেখলাম।... আরে ফোনে কি এসব হয়? একবার... পিসীর ওখানে বেরুচ্ছেন?... একটু জোরে বলুন... অ্যাঁ?... ধ্যানেশ যোগী কাল ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন?... আসছে রোববারের পরের রোববার আসছেন?... কী মুশকিল, এর মধ্যে আবার আমাকে কেন?
আপনি না বললেও আমি যেতাম।
ঠিক আছে, যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুবীরাও যাবে। আচ্ছা, রাখছি।

কী ভাবছ অত?
আচ্ছা সুবীরা, সুরজিৎকে একটা ট্রাঙ্ক কল করলে কেমন হয়?

কোন্ সুরজিৎ? যে আমেরিকায় আছে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, সুরজিৎ শাসমল— ইন্দ্রজিৎ রায়ের একদা-দক্ষিণহস্ত।

তা হঠাৎ তাকে ট্রাঙ্ক কল করতে যাবে কেন?
তুমিই বল না কেন?

ধ্যানেশ যোগী?
ব্রেভো, ব্রেভো সুবীরা!

মনে রেখ শাসমল, এ লট ডিপেণ্ডস অন ইউ। তুমি যদি তাঁকে পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিকমতো বোঝাতে না পার, দেন এনিথিং মে হ্যাপেন।... এগজ্যাক্টলি সো। রাখলাম।
সেদিনই সন্ধ্যায়—

কী ব্যাপার?
আর ব্যাপার! যা আশঙ্কা করেছিলাম। এই দেখুন।

হুঁ, চালটা চেলেছে ভালোই।
সবকিছু বানচাল করে দেবার তালে আছে ঘাগীটা।

ঘাবড়াবেন না। আমি এখনো মরি নি।

সেই রবিবার

আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই দিদি। ওতে দাদার অকল্যাণ হয়।

তোমার নাম কী খোকা?... কী, নিজের নামটাই ভুলে গেলে!

ওকে ঘাঁটাবেন না খগেনদা। কদিন বেশ সুস্থ-স্বাভাবিক আছে।
ওঃ, নাম বটে একখানা দিয়েছেন চন্দ্রকালীদা!

খগেন ভাই, কটা বাজল?
বারোটা আটত্রিশ।

আমার ঘড়িতেও কাঁটায় কাঁটায় বারোটা আটত্রিশ।
এসে গেছে! এসে গেছে!
ভালো আছিস বাবা!
আয় বাবা, এ ঘরে আয়।

বুঝেচ খগেন, ভায়া আমার
কেশ শীর্ণ হয়েছেন।

যোগাভ্যাস তো আর চাট্টিখানি
ব্যাপার নয়। দেহ যে আছে
তা-ই ঢের!

ওকে যেতে বল মা।
আমি এসে গেছি।

আমার আসতে
যেটুকু বিলম্ব হয়েছে সেটুকু
আপনি যে এদের বুঝতে
দেন নি সেজন্যে আপনি
আমার ধন্যবাদভাজন।
আপনাকে আর সঙ
সেজে কষ্ট করতে হবে
না। একটু মিষ্টিমুখ
করে বিদায়গ্রহণ
করুন।

আপনি কি বাক্‌শক্তিহীন ?

তা হবে কেন? ওর মুদ্রার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। উনি বলতে চাইছেন আপনিই যে ধ্যানেশযোগী তার প্রমাণ কী?
তার মানে? আমি যে আমি তার আবার প্রমাণ দিতে হবে নাকি?

তা একটু দিতে হবে বৈকি। দুজনেই যখন যোগী সাজতে চাইছেন...
আপনি কে?

খগেন মানে খগেনানন্দ সরস্বতী। আমার বন্ধু।
দেখুন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সেটা হল— এক মিনিট, চন্দ্রকালীদা, আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?

একটা কুড়ি।

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ! যাঁদের হাতে ঘড়ি আছে, তাঁরা দয়া করে হাত তুলুন।

ধন্যবাদ! আর একটা অনুরোধ করব। যাদের ঘড়িতে একটা একুশ থেকে একটা পাঁচশ বেজেছে, তারা হাত তুলুন।
কটা বাজে আপনার ঘড়িতে?
বারোটা দশ।
ঠিক করে দেখে বলুন।
দেখেই বলছি। বারোটা দশ, ব্র্যাকেটে রাত্রি।
এখনো ওই ঘড়ি হাতে রেখেছেন! ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিন।
কেন, ছুঁড়ে ফেলে দেব কেন? কোত্থেকে আসছি সে খেয়াল আছে?
ওহো, তাই তো! না না, আপনি যেমন বসে আছেন তেমনি বসে থাকুন ধ্যানেশ যোগী নাম্বার ওয়ান ওরফে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!

পরদিন

হ্যাঁ, সুদীপ্তা ও শোভনকে মনে হয় ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ ওরা ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের দলের কেউ নয়, স্রেফ ভাড়া-করা। জাতিস্মর বালকের আগমন থেকে শুরু করে ধ্যানেশ যোগীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা ভারী চমৎকার সাজিয়েছিল ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। তবু ধরা পড়ে গেল গোড়ায় আর শেষে দু-দুটো একই ধরনের ভুল করে বসায়। জন্মান্তর কি জাতিস্মর ইত্যাদি তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নেওয়া গেল। কিন্তু বেঁচে থাকলে বয়স দশ হত এবং পাঁচ বছর বয়সে যে মারা গেছে, সে-ই দ্বিতীয় বার জন্মে দশ বছরে পা দেয় কী করে ? কোন অবস্থাতেই তার বয়স পাঁচের বেশী হতে পারে না। সুতরাং দশ বছরের শোভন কিছুতেই আগের জন্মে অর্পণ হতে পারে না। এ গেল গোড়ার গলদ। শেষের ভুলটাও সময়-ঘটিত। কলকাতার স্থানীয় সময় আর ক্যালিফোর্নিয়ার স্থানীয় সময়ের মধ্যে প্রায় দিন-রাতের পার্থক্য। দু জায়গার ঘড়িতেও তাই দু রকম সময়। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধ্যানেশ যোগীর সঙ্গে ঘড়ির সময়টাও যদি জাল করতে পারত, তবে হয়ত আমার জাল কেটে বেরোতে পারত। ভাগ্যিস পারে নি! তাইতো মা ফিরে পেলেন ছেলেকে, স্ত্রী পেল তার স্বামীকে। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে ?

হীরের চায়রা
পার্থ চৌধুরী বলছি---
কি বললেন– ভয়ানক বিপদ !--- আচ্ছা।
কিরে সকাল বেলাতেই আবার কার বিপদ ঘটলে।

তুই এসে গেছিস, ভালই হয়েছে। ভেতরে আয়।

কিন্তু বললি না তো কে ফোন করছিল। কার বিপদ !
কি বিপদ তা জানিনা। তবে কার তা বলছি।

বিখ্যাত জুয়েলার আর ব্যাঙ্কার, মুখার্জি এণ্ড মুখার্জির নাম শুনেছিস তো ! সেই মুখার্জি কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার গুণময় মুখার্জি আসছেন–

তিনি এলেই সবকিছু জানতে পারা যাবে। অতএব ধৈর্য ধরো বন্ধু !

একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।
বসতে বল। যাচ্ছি।

চল অজিত। মিঃ মুখার্জি কি বলেন, শোনা যাক।

হা-ভগবান।

মিঃ মুখার্জি।
এ্যাঁ।

ওঃ! কি দুর্ভাগ্য!
আপনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন মিঃ মুখার্জি!

আমাকে বাঁচান!

আপনি না বাঁচালে, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে!

আর এছাড়া কোন পথও নেই
আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন মি: মুখার্জি—

হ্যাঁ! ঠিক আছে। এবার আপনার সব ঘটনা খুলে বলুন।
সবই বলছি মি: চৌধুরী। শুনলে বুঝতে পারবেন, আমার মনের অবস্থা কি হতে পারে।

শুনুন তবে! আমাদের প্রতিষ্ঠান - মুখার্জি এণ্ড মুখার্জি কোম্পানির নাম নিশ্চই শুনেছেন-

হ্যাঁ! আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম সহরের সকলেরই জানা আছে। আপনারা কোন মূল্যবান জিনিষের পরিবর্তে টাকা দিয়ে থাকেন!
হ্যাঁ, ঠিক -

আপনি ঠিক বলেছেন মি: চৌধুরী। আমাদের প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত জিনিসের বিনিময়ে টাকা দিয়ে থাকে। যাক সে কথা— এবার আসল ঘটনা শুনুন।

একদিন- কাজের শেষে লোকজন সব চলে গেছে- আমি লেন-দেনের খাতা পত্রগুলি দেখছি। এমন সময়—

আমার বেয়ারা এসে ঢুকলো।
হুজুর! একজন বাবু দেখা করতে চাইছেন। এই যে, কার্ড।
কৈ দেখি কে এলো।

কার্ডে যে নাম রয়েছে, তা বিখ্যাত এক করদ রাজ্যের দেওয়ানের। আমার আদেশে বেয়ারা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এল-

নমস্কার! আমি নিশ্চই মি: মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছি?
নমস্কার! হ্যাঁ, আমিই মি: মুখার্জি।

বসুন।

মি: মুখার্জি, আমি জানতে পেরেছি আপনারা টাকা ধার দিয়ে থাকেন।
ভাল বন্ধক পেলে আমরা তা দিই।

আমি এখনি পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই, এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দরকার —

অবশ্য এই সামান্য টাকার দশগুণ হলেও আমি বন্ধুদের কাছে ধার করতে পারতাম—

কিন্তু এ-কাজটা আমি ব্যবসার হিসাবে করাটাই পছন্দ করি, এবং স্টেটের তরফে সে কাজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করব —

আর আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন, যে স্টেটের মর্যাদার পক্ষে কোন বাধ্য-বাধকতার মধ্যে যাওয়াটা অবিবেচনার কাজ হবে

কতদিনের জন্যে আপনি টাকাটা চান জানতে পারি কি ?
ঠিক সাতদিন পরে আমাদের একটা মোটা টাকা পাবার কথা, তখন নিশ্চয়ই আপনাদের টাকা শোধ করে দেব —

তখন আমি বললাম—
আমার নিজের টাকা থেকে দিতে পারলেই খুশী হতাম কিন্তু সেটা আমার পক্ষে বেশী হবে। কিন্তু আমাকে যদি ফার্মের নামে দিতে হয় তবে আমাকে ব্যবসায়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তিনি তখন উঠে পকেট থেকে একটা মরক্কো-চামড়ার কেস বের করলেন…
আমিও সেই রকমেই টাকাটা পেতে বেশী পছন্দ করি।

তাই এটা আপনার কাছে রাখতে চাই।

এই টায়রা আমাদের ষ্টেটের রাজবংশের অতি প্রাচীন সম্পত্তি। দুষ্প্রাপ্য সূর্য-কান্ত মণি দিয়ে এটি তৈরি—

সর্বাপেক্ষা কম মূল্য অনুমান করলেও এর দাম, আমি যে টাকা চেয়েছি তার চর্তুগুণ হবে। আশা করি আমার বন্ধক হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

মূল্যবান কেসটি তখন আমি তুলে নিলাম, এবং একটু ইতস্তত: করে মাননীয় দেওয়ানের দিকে চাইলাম—
আপনি কি এর মূল্য সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করছেন?

আমি বললাম—
ঠিক তা নয়— তবে আমার কথা হচ্ছে—
এটা রেখে যাওয়ার সম্বন্ধে? সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি রাজা বাহাদুরের প্রতিনিধি হিসাবেই এটা রাখছি। আর ঠিক সাত দিনের মধ্যেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

আর আমি নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হতে পারি, যে এই টায়রাটিকে যথা সম্ভব সাবধানে রক্ষা করবেন। যাতে এটার কোন রকম ক্ষতি না হয়।

তারপর উনি টাকা নিয়ে চলে গেলেন। তখন আমি চিন্তায় পড়লাম এই ভেবে- যে এখন আমি এই জিনিষটি কোথায় রাখি। অনেক ভেবে ঠিক করলাম যে- এই মূল্যবান কেসটি সঙ্গে নিয়েই রোজ যাতায়াত করব—

তারপর বাকি কাজকর্ম সেরে- সেই টায়রা সমেত চামড়ার কেসটি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম- কিন্তু- ওকি?

ঝনাৎ
ঝন

কি ব্যাপার বলুন তো মি: মুখার্জি
মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ আমাদের কথা শুনছিল—

তারপর ভয় দেখাবার জন্য কিছু ছুঁড়ে মেরেছে। দেখতো অজিত, লোকটাকে ধরতে পারিস কিনা।
ঠিক আছে দেখছি।

এ আবার কে?

যত পাগল-ভিখিরি এসে জোটে। এই কি করছো এখানে—
হিঃ হিঃ! হিঃ হিঃ!

চারটে পয়সা ভিক্ষে দিন না বাবু!
চার পয়সা কেন—তোমাকে একটা টাকাই দেবো।

এ-ক টা-কা !
হ্যাঁ আস্ত একটা টাকাই দেবো তোমাকে।

আপনার খুব দয়া বাবু! দিন তাহলে টাকাটা।
দিচ্ছি– কিন্তু তোমাকে যে একটা কথা বলতে হবে।

কথা হচ্ছে– তুমি এখানে আর কোন লোককে দেখেছ কি ?
হ্যাঁ– নিশ্চয়ই বলব ।

হ্যাঁ, বাবু দেখেছি। আপনাদের বাড়ি থেকেই তো বেরিয়ে এলো।
তারপর গেল কোনদিকে ?

ঐ দিকে চলে গেল। আপনার বন্ধু বুঝি বাবু–
এই নাও টাকা।

এই দিকে গেছে বললে না ?
হাঁ, ঐদিকে।

কিন্তু অনেক খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেলনা।
নাঃ, ছুটোছুটিই সার—কারও টিকির দেখা পেলুম না

পাগলের কথায় বিশ্বাস করে হয়রানির একশেষ!

তাড়াতাড়ি ফিরে পার্থকে সবকিছু জানাতে হবে—

পাঁচিলের মোড় ঘুরতেই—
দাঁড়া! যাবি কোথা—

আজই তোর শেষ দিন

এদিকে অজিত না ফেরায় পার্থ চৌধুরী খুব ভাবনায় পড়ল—
কি ব্যাপার বলুন তো—অজিত এখনো ফিরছেনা!

আপনি একটু বসুন মি: মুখার্জি, আমি এখুনি আসছি।

ফিরে এসে আপনার বাকী ঘটনাটা শোনা যাবে।

আর আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘরেই থাকবেন।

এ আবার কি ওখানে!

কী সর্বনাশ!

ওদিকে সুযোগ বুঝে পায়ে পা লাগিয়ে আততায়ীকে ফেলে দিল অজিত —
ওঃ!

ওফ্‌ !

থাক ব্যাটা ঘন্টাখানেক নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। পার্থকে তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া দরকার।

এদিকে অজিতকে খুঁজছে পার্থ চৌধুরী
কে যেন ছুটে এদিকে আসছে

খট্‌-খট্‌
দেখা যাক
কে –

শব্দটা এগিয়ে আসছে
খট্‌-খট্‌
খট্‌-খট্‌

দাঁড়াও!
একি –
অজিত!

ওঃ! পার্থ, যাক
বাঁচা গেল!

কি ব্যাপার
বলত?
বলছি।

একটু হাঁফ ছেড়ে নি,
দম বেরিয়ে গেছে
একেবারে-ওঃ!

অজিতের সব কথা শোনার পর—
তাড়াতাড়ি চল--যদি
একবার পাকড়াতে
পারি—

তাহলে অনেক খবর
ওর কাছ থেকে
পাওয়া যাবে।

লোকটার মুখ
দেখতে কেমন
বলতো?
মুখ দেখতে
পাইনি, টুপিতে
ঢাকা ছিল।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে—
দুজনে একসঙ্গে না গিয়ে
আমি আগে দেখি ও কি
অবস্থায় আছে।

একি!

কেউ নেই তো !

নেই কিরে !-

আশ্চর্য ব্যাপার ! যে ভাবে ওর মাথায় লেগেছিল– তাতে অন্তত: আধঘন্টা বেহুঁশ হয়ে থাকার কথা।

কিন্তু নেই যখন– তখন বুঝতে হবে যে– আশেপাশে আরো লোক ছিল তারা এসে ওকে তুলে নিয়ে গেছে ।

অতএব চল বন্ধু আপাততঃ ঘরে যাই। সেখানে মিঃ মুখার্জি একলা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন– তাঁর আবার না কোন কিছু ঘটে !

আঃ, এই যে আপনারা ফিরেছেন। কি ভাবনাতেই যে পড়েছিলাম!

আচ্ছা, কি ব্যাপার বলুন তো? অজিত বাবুর
কাকের মত অবস্থা কেন?

আজ অজিত খুব জোর বেঁচে গেছে!

দেখুন, শত্রুপক্ষ একেবারে প্রথম থেকেই হামলা চালিয়েছে—

যাতে আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাই।

কিন্তু তারা জানে না যে—ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াবার লোক পার্থ চৌধুরী নয়।

পার্থ চৌধুরীর পরিচয় ওরা খুব শিগগিরই পাবে।

চলুন মি: মুখার্জি - আপনার বাড়ি যেতে যেতে গাড়িতে বাকি ঘটনাটা শোনাবেন -
তাই চলুন।

আচ্ছা- এবার আপনি করুন
অনেকক্ষণ ভেবে জিনিসটা বাড়িতে নিয়ে রাখাই উচিত মনে হল -

তাই ওটাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলাম।

আচ্ছা মি: মুখার্জি - আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?
নিজের বলতে একটি মাত্র ছেলে - আর বাপ-মা মরা এক ভাগ্নী, আর সব ঝি চাকর।

শুনুন— রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন গল্প গুজব করছিলাম তখন, মণীশ আর অনিমা, অর্থাৎ আমার ছেলে আর ভাগ্নীকে হীরার টায়রাটি দেখালাম —

আর লোকটির পরিচয় বাদে সবই বললাম ওদের দুজনকে।
অদ্ভুত!

এত দামী জিনিসটা কোথায় রাখবে?
কেন আমার সিন্দুকে!

তোমার ও সিন্দুক যে কেউ খুলতে পারে।

যে কোন পুরোনো চাবি দিয়ে তোমার ও সিন্দুক খোলা যায়। আমি তো ছোটবেলায় কত খুলেছি।

ওরকম আজে-বাজে কথা বলা ওর স্বভাব ছিল, সেজন্য সে কথায় আমি কান দিলাম না।

মণীশ সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়নি- ইচ্ছা ছিল ওকে আমার অফিসেই বসাব, কিন্তু অতিরিক্ত আদরে, আর একটা ক্লাবে মিশে, বাজি রেখে তাস, এবং ঘোড়দৌড়ে টাকা ওড়াতে সুরু করে। আর ঐ বাজির ধার শোধ করবার জন্যে প্রায়ই আমার কাছ থেকে টাকা নিত। সেদিন রাত্রে সে খুব গম্ভীর ভাবে আমার পিছনে আমার ঘরে এলো।

কিছু বলবে?
হাজার খানেক টাকা আমার দরকার।

না, আর টাকা দিতে পারব না। তোমাকে এর মধ্যে অনেক টাকা দিয়েছি কিন্তু আর নয়।

কিন্তু এ টাকাটা যে আমার চাই-ই, নাহলে ক্লাবে আর আমি মুখ দেখাতে পারব না।
তাহলে তো খুব ভালই হবে।

তা ঠিক - কিন্তু অপমান মাথায় নিয়ে আমি ক্লাব ছাড়তে পারব না। কোন রকমে এ-টাকাটা আমাকে জোগাড় করতেই হবে—

আর তুমি যদি না দাও তবে আমি অন্য উপায়ে চেষ্টা করব।

ওর ঐ কথা শুনে আমার রাগ হলো। চেঁচিয়ে বললাম আমার কাছ থেকে তুমি আর এক পয়সাও পাবে না। শুনে আর একটা কথাও না বলে সে ঘর থেকে চলে গেল।

সে চলে গেলে আমি চেস্ট খুলে বহুমূল্য জিনিসটি নিরাপদ আছে কিনা দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর চারিদিক সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্য ঘুরতে লাগলাম। এ কাজটা সাধারণত: অনিতাই করে— কিন্তু সে রাত্রে আমি নিজে করাটাই ঠিক মনে করলাম।

আমি যখন নীচে নামলাম, তখন সিঁড়ির পাশে দালানের জানালার কাছে অনিতাকে দেখতে পেলাম —

আমি কাছে যেতেই ও তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলো।
মামা তুমি কি লালুকে আজ ছুটি দিয়েছিলে?
নিশ্চয়ই না।

সে এইমাত্র পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। পাশের গেটটার কাছে গুণ্ডামতো একটা লোকের সঙ্গে এতক্ষণ কি সব বলছিল, আর বাড়ির দিকে দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয় এটা খুব ভাল নয়।

এ সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কাল তোমার কথা বলা দরকার। যদি মনে কর তো আমিও বলতে পারি। আর দরজা জানলা সব ঠিকঠাক বন্ধ করা হয়েছে তো?

হ্যাঁ, আমি নিজে সব বন্ধ করেছি।

তখন আমি আমার শোবার ঘরে চলে গেলাম, এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘটনার সঙ্গে সংশ্রব থাকতে পারে এমন সব বিষয়ই আপনাকে বলতে চেষ্টা করছি - মি: মুখার্জি, কিন্তু ঠিক বোঝাতে পারছি না এমন কোন বিষয় থাকলে দয়া করে আমাকে প্রশ্ন করবেন।

আপনার বিবরণী অদ্ভুত পরিস্কার।

আমার ঘুম খুব গভীর নয় এবং উৎকণ্ঠা আমার ঘুম সাধারণ অবস্থার চেয়ে বোধ হয় কম হয়েছিল। রাত প্রায় দুটোর সময় একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল! ভাল করে সজাগ হবার আগেই শব্দটা থেমে গেল - কিন্তু তার মধ্যেই মনে হল যেন কোথাও জানালা আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

একেবারে কাণ খাড়া করে আমি শুনতে লাগলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম পাশের ঘরে কেউ যেন আস্তে আস্তে চলে বেড়াচ্ছে—

শুনে আমার ভীষণ ভয় হলো। আমি বিছানা থেকে নেমে পড়লাম, ভয়ে হৃৎকম্প হতে লাগলো - এবং আমার ড্রেসিং রুমের ধার দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম।

দেখলাম সেই টায়রা মণীশের হাতে। দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল।

আমি চিৎকার করে উঠলাম—
মণীশ! বদমাস-চোর কোথাকার! কোন সাহসে টায়রায় হাত দিয়েছ?

মনে হলো যেন সে ওটাকে মোচড়াচ্ছিল। আমার চিৎকারে ওর হাত থেকে ওটা পড়ে গেল, আর ওর মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। টায়রাটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখলাম। চারটে হীরে সমেত উপরের অংশটা নেই

রাগে, দুঃখে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম—
ওরে পাজী! জিনিসটা নষ্ট করেছ! সারাজীবনের মতো আমাকে অপদস্থ করেছ! যে হীরাগুলি চুরি করেছ সেগুলি কোথায়?

কী বলছেন? আমি চুরি করেছি!

হাঁ-চুরি করেছ, চোর কোথাকার।
কিছু হারায়নি। কোনটা হারাতে পারেনা।

চারটে হীরা নাই। এবং তুমি জান সেগুলি কোথায় আছে। তুমি চোর এবং মিথ্যাবাদী দুই-ই। আমি কি দেখিনি, যে তুমি আরও হীরা খুলতে চেষ্টা করছিলে?

আমাকে অনেক গালাগালি দিয়েছ, আর আমি সহ্য করব না। তুমি যখন আমাকে চোরই ভেবেছ, তখন এ সম্বন্ধে আমি আর একটা কথাও বলব না। সকালে আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

বাড়ি ছাড়বে তুমি পুলিশের জিম্মায়। ব্যাপারটা আমি তলা পর্যন্ত সন্ধান করাব।

আমার কাছ থেকে তুমি কিছুই জানতে পারবে না। তুমি যদি পুলিশ ডাকাই ঠিক করে থাক-তবে তারা এসে যা পারে করুক।

ততক্ষণে সমস্ত বাড়ি জেগে উঠেছে, কারণ রাগে আমি চেঁচামেচি করেছিলাম খুব। সবার আগে অনিতাই ছুটে এল আমার ঘরে-

আমার
চিৎকারে
অনিতাই
প্রথমে ছুটে
এল –
একি! না না
এ হতে
পারেনা!

তারপর মণীশের মুখ দেখে
এবং ব্যাপারটা বুঝে চিৎকার
করে অজ্ঞান
হয়ে গেল !
আঃ!

একজনকে দিয়ে পুলিশে খবর
দেওয়া হল, এবং পুলিশ এল।
তাহলে চুরির অপরাধে
আমাকেই অভিযুক্ত
করতে চাও ?

এ আর এখন ব্যক্তিগত
ব্যাপার নয় – সাধারণ
ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে, কারণ,
টায়রাটা একটা ষ্টেটের
সম্পত্তি। যা কিছু হয়
আইন অনুযায়ী
হবে।

অন্ততঃ এখনই আমাকে গ্রেপ্তার
করাবেন না। যদি আমি কয়েক
মিনিটের জন্যে বাড়ি থেকে যেতে
পারি, তবে আপনার আমার
দুজনেরই ভাল
হবে।

তাহলে তুমি পালাতে পার,
কিংবা যা চুরি করেছ তা লুকিয়ে
ফেলতে পার।

আমার অবস্থা ধারণা করে তাকে মিনতি করে বললাম—
যা করেছ তা তোমার স্বীকার করাই ভাল। চুরির সময়েই তুমি ধরা পরেছ, এখন স্বীকার করলে তোমার অপরাধ বেশি গর্হিত হবেনা। হীরাগুলি কোথায় আছে বল, তাহলে তোমার সব দোষ ক্ষমা করা হবে।
আপনার ক্ষমা যারা চায় তাদের জন্য রেখে দিন।

শেষে উপায়ান্তর না দেখে ওকে পুলিশের জিম্মা করে দিলাম।

তখনই সন্ধান করা হলো—
কিন্তু সেগুলির কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

প্ররোচনা এবং ভয় দেখানো সত্ত্বেও হতভাগা কোন কথা বলল না।
আমি কিছু জানিনা। আপনারা যা খুশি করতে পারেন।

আজ সকালে তাকে হাজতে নিয়ে গেছে, এবং পুলিশের যা কিছু করনীয় করে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

এই যে আমরা এসে গেছি, এই আমার বাড়ি চলুন ভেতরে।

পুলিশ এ সম্বন্ধে আপনাকে কি বলেছে?

পুলিশ বলেছে এখন তারা কিছুই ঠিক করতে পারছে না। আপনি আমাকে বাঁচান পার্থবাবু! যা খরচ লাগে আমি দেব। হায় ভগবান এক রাত্রিতে আমি সব হারিয়েছি।

কোন চিন্তা করবেন না। আমার যথাসাধ্য করবো, কিন্তু তার আগে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

আচ্ছা, আপনার বাড়িতে খুব বেশি লোক যাতায়াত করে কি?
আমার ব্যবসার অংশীদার এবং তার পরিবারের লোক ছাড়া কেউ না, আর মণীশের বন্ধুরা কখন কখন আসে।

আপনার অংশীদারের পরিবারের কে কে আছেন?
অংশীদার আমার বিশিষ্ট বন্ধু, তার স্ত্রী আর ছেলে। চমৎকার ছেলে দেবেশ! যেমন মিষ্টি ব্যবহার তেমনি কাজের।

নানা রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি বেশি যান কি?
না, আমি আর অনিতা যাই না আমরা কেউ ওটা পছন্দ করি না ওসবে মণীশই যায়।

এ ব্যাপারে আপনার ভাগনীর মনেও খুব আঘাত লেগেছে নিশ্চয়ই?
ভীষণ! আমার চাইতে বেশী। কারণ ও দাদাকে ভয়ানক ভালবাসে!

তাহলে ছেলের দোষ সম্বন্ধে আপনাদের কোন সন্দেহ নেই?
কি করে থাকবে, যখন আমি নিজের চোখে তাকে টায়রা হাতে দেখেছি?

এও হতে পারে— যে আপনার ছেলে দেখছিল ওটা ঠিক ঠাক আছে কিনা?
ভগবান আপনার ভাল করুন! আপনি আমার ছেলের জন্যে যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু কাজটা বড়ই শক্ত! সে ওখানে কি করছিল? আর ও যদি নির্দোষই তবে সে তা বলল না কেন?

তাহলে বলছি শুনুন, আপনি এবং পুলিশ এই ব্যাপার সম্বন্ধে যে ধারণা করেছেন, তার চাইতে এটা যে অনেক গভীর তা কি বুঝতে পারছেন না? আপনার কাছে কেসটা অতি সাধারণ মনে হলেও আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত জটিল। আপনার অনুমানে কি হয় তা শুনুন—

আপনি মনে করেন আপনার ছেলে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে আলমারি খুলে টায়রাটা বার করে নিয়ে তার একটু অংশ খুলে নিয়ে অন্য কোথাও গেল, এবং তা এমন জায়গায় লুকালো যে কেউ খুঁজে পাচ্ছেনা, তার বাকিটা নিয়ে ঘরে এল, যেখানে ধরা পড়বার সমূহ বিপদ আছে। এখন বলুন আপনার অনুমান ধর্তব্য কি?

অন্য অনুমান আর কি? তার উদ্দেশ্য যদি নির্দোষই হবে তবে তা খুলে বলে না কেন?

কেন, সেটাই তো আমাদের বার করতে হবে। তাহলে মি: মুখার্জি আপনার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।
দেখুন।

অজিত তুই একটু বোস। আমি একটু বাইরেটা ঘুরে দেখে আসি।

দেখা যাক যদি কোন হদিশ মেলে।

মনে হচ্ছে এখান দিয়ে কেউ যাতায়াত করেছে। দেখা যাক।

কিন্তু সে কে ?

এবারে জানালার নিচেটা একবার দেখি ভাল করে ।

জানালার ওপর কিছু চিহ্ন নেই দেখছি !

না এখানে কিছু নেই । আশপাশটা আর একটু দেখি !

আরে! এ আবার কি ?

পোড়া সিগারেটের টুকরো! — কিন্তু এ বাড়িতে তো কেউ এ সিগারেট খায় না !

এটা এখন রেখে দি, পরে হয়তো কাজে লাগতে পারে।

এখানে দেখছি একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে! কিন্তু কারা?

ঘাসের এখানে ওখানে কিছু কিছু রক্তের ছিটেও লেগে রয়েছে!

হীরে চুরির সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে!

পার্থবাবুতো অনেকক্ষণ গেছেন চারদিক ঘুরে দেখতে, এখনো ফিরছেন না। মনে হয় উনি অযথা সময় নষ্ট করছেন।

আপনি জানেননা মিঃ মুখার্জি! পার্থ এক মুহূর্ত বাজে নষ্ট করেনা। তার দেরি হবার নিশ্চয় কোন কারন আছে!

পার্থ চৌধুরী বাড়ির দিকে ফিরে আসছে এমন সময়—
?
বাবু! একজনে লোকে আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বললেন। এই নিন।

চিঠি খুলে পড়লেন পার্থ চৌধুরী–

তাতে লেখা
ওরে গোয়েন্দা!
যদি প্রাণের জন্যে
কিছুমাত্র মায়া থাকে,
তবে এ ব্যাপারে মাথা
গলাবি না—

তোমার হাতে এ চিঠি যে দিয়েছে— তাকে তুমি চেনো?

না বাবু! উনি বললেন যে—আপনাকে চিঠিটা দিলে আমাকে দুটো টাকা দেবেন।

তুমি আবার তাকে দেখলে চিনতে পারবে ?
না বাবু! উনি মুখ এমন ভাবে ঢেকে রেখেছিলেন, যে, আমি ভাল করে দেখতে পাইনি

আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পারো।

এইতো পার্থ এসে গেছে। কোন কিছুর হদিশ পেলি ? মিঃ মুখার্জি বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন !

হ্যা, মিঃ চৌধুরী! আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনা !
ব্যাস্ত হবেন না মিঃ মুখার্জি ! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনার জন্যে।

ভেতরে আসতে পারি কি ?
এসো, এসো! এ কদিন আসনি কেন ?

মিঃ মুখার্জি! ইনি কি আপনাদের কোন আত্মীয় ?

এ হচ্ছে মুখার্জি এণ্ড মুখার্জির অংশীদার এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধুর ছেলে দেবেশ! খুব চমৎকার বুদ্ধিমান ছেলে! মণীশের বন্ধু, অথচ দুজনে কত তফাৎ!
নমস্কার!
আর ইনি হলেন বিখ্যাত সত্য-সন্ধানী পার্থ চৌধুরী!

আপনারা দুজনে আলাপ করুন পার্থবাবু! আমি ভেতরে কাপড় জামা ছাড়তে যাই।

আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম!

আপনার সিগারেট চলে তো মি: চৌধুরী?
ধন্যবাদ!

বাঃ! আপনি বুঝি এই ব্র্যাণ্ডই পছন্দ করেন?

হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরী! আর জিনিসটা সত্যি ভালো!

মনে হয়— মিঃ মুখার্জি আপনাকে খুব ভালোবাসেন! না দেবেশবাবু?
হ্যাঁ! খুবই ভালবাসেন। আর ওঁর ছেলে মণীশ আমার বন্ধু!

আচ্ছা দেবেশবাবু! মণীশের সঙ্গে তো আপনার খুব বন্ধুত্ব উনি লোক কি রকম?
এমনি খুব ভালো, কিন্তু বড্ড একগুঁয়ে! ইদানীং নাকি একজন বদলোকের পাল্লায় পড়ে অনেক টাকা নষ্ট করেছে। আর—

আর?
আর বাইরে নাকি অনেক দেনা করে ফেলেছে! আমার কাছ থেকেও ও অনেক টাকা নিয়েছে, কেউ জানেনা।

কিন্তু হঠাৎ আপনি এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?
কারণ, মণীশ বাবু এখন পুলিশের হেপাজতে!

সে কি!

হ্যাঁ! মণীশবাবুকে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
খুবই দুঃখজনক ব্যাপার! আচ্ছা এখন চলি।

বেশ চটপটে, আর কথা বার্তায় খুব অমায়িক–কি বলিস অজিত?

সেদিন বিকালে
অজিত! একটু বোস আমি পাশের ঘর থেকে জামা কাপড় বদলে আসি।

একি! কে তুমি? এখানে এলে কি করে?

হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আঃ! তুই পার্থ! আমি কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারিনি!
যাক, তাহলে ছদ্মবেশ ভালই হয়েছে কি বলিস?

হঠাৎ এই ভোল পালটালি?
যে কাজে যাব তাতে ভোল পালটানো দরকার।

কখন ফিরবি?
ঠিক বলতে পারিনা। তুই শুয়ে পড়িস।

এইতো সেই বাড়ি!

পুরাণো জুতো বিক্রি আছে গো পুরাণো জুতো বিক্রি-ই-ই!
ওহে কত্তা! দাঁড়াও।

এই নাও দেখো—আর কি দাম দেবে বলো?
আর নেই?

আছে, প্রায় নতুনের মতো। ওর কিন্তু আলাদা দাম লাগবে বাপু! বলতো দেখাতে পারি।
ভালো হলে দাম দেব বৈকি।

ওদিকে
পার্থবাবু কোথায় গেলেন? আর মাত্র দু'দিন বাকি! আমার সব গেল অজিতবাবু!
আপনি কোন চিন্তা করবেননা মি: মুখার্জি!

আমি স্থির হতে পারছিনা অজিতবাবু! আর দুটো দিন পরেই তিনি টায়রা ফেরত নিতে আসবেন। এর মধ্যে কিনারা না হলে আমার সর্বস্য যাবে!

ছদ্মবেশে পার্থ চৌধুরী
দেখো, শুধু কাদা লাগাতে দাদাবাবু ফেলে দিয়েছে।

খুব সস্তায় পেয়ে গেলে হে বাপু!
হ্যা: তা পেয়েছি বটে!

মনে হচ্ছে আমার অনুমান নির্ভুল! যদি মেলে।

ফিরেছিস? কি আছে ওতে? মিঃ মুখার্জি খুব উতলা হয়ে পড়েছেন!
স্বাভাবিক! তবে—

—আমিও চুপ করে বসে নেই। বুঝলি অজিত! হীরে কে নিয়েছে আমি খানিকটা বুঝেছি। তবে আরো নিঃসন্দেহ হতে চাই।
সে কেরে পার্থ?

সময় হলে সবই জানতে পারবে বন্ধু!

এটা হচ্ছে বাগানে পাওয়া জুতো পরা পায়ের ছাপের ফটো। এবার দেখা যাক—

অমি যেসব পুরোণো জুতো সংগ্রহ করেছি! এটা তারই একপাটি। এবারে এর একটা ছাপ তুলে মিলিয়ে দেখব।
যদি মিলে যায়,— তাহলে?

তাহলে চোর ধরা পড়বে, আর চোরাই হীরেও পাওয়া যাবে।

দুটো ছাপই একেবারে এক। তাহলে আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই!

অজিত! মিঃ মুখার্জিকে ডেকে আন। তাঁকে কিছু বলতে চাই।
আচ্ছা।

বলুন মিঃ চৌধুরী!
মিঃ মুখার্জি! আপনাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই।
দেখুন, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস মণীশই হীরে চুরি করেছে। কারণ অনিতাকে নাকি ও বলেছিল যে— যে করেই হোক ওর কয়েক হাজার টাকা চাই-ই চাই!

না! মণীশবাবু হীরে চুরি করেনি! কে করেছে আমি জানি!

ক.স.III - ৬১

জানেন? কে? কে সে? তাকে এখনো ধরছেন না কেন?

অত উত্তেজিত হবেন না মিঃ মুখার্জি! তাতে কোন লাভ হবেনা। বা অপরাধীও ধরা পড়বেনা।

তাহলে মণীশ হীরে নেয়নি? কিন্তু—কিন্তু আমি যে নিজেরে চোখে দেখেছি, টায়রা হাতে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে।
ঠিকই দেখেছেন, তবে যা ভেবেছিলেন তা ঠিক নয়।

হ্যা—তা ঠিক নয়, বরং ঠিক তার উল্টো ব্যাপার। মণীশবাবু আপনার সম্মানই রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

মণীশ আমার সম্মান বাঁচাতে চেয়েছিল, আর আমি তাকে—এ আপনি কি বলছেন?

হ্যাঁ মিঃ মুখার্জি! ঠিক তাই! আপনি মণীশবাবুর উপর অবিচার করেছেন। শুনুন তবে সেদিন কি ঘটেছিল!

সেদিন আপনার কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে এবং সেজন্যে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে মণীশবাবুর মন খারাপ থাকাতে তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন।

হঠাৎ বারান্দায় পায়ের শব্দে বেরিয়ে দেখেন এক ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছে।
একি! এত রাত্রে কে যাচ্ছে! দেখতে হচ্ছে!

ছায়ামূর্তি সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের বারান্দার জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো। আর তাকে অনুসরণ করে মণীশবাবুও!
কে এ? এত রাত্রে জানলার ধারে করছেই বা কি? একটু ভালো করে দেখিতো!

একি এযে— কিন্তু ও এখানে এত রাত্রে কেন এলো? সঙ্গে যেন কথা বলছে মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনা! মনে হচ্ছে কাউকে কিছু দিচ্ছে। ওর হাতেও কি যেন চকচক করছে— **কী সর্বনাশ!**

এযে সেই হীরের টায়রা! ওটা ও কাকে দিয়ে দিচ্ছে। ওঃ! বাবার মান সম্মান সব যাবে। না-না- এ হতে পারেনা!

বাবার মানসম্মান সব যাবে এ হতে পারেনা! আমাকে ওটা ছিনিয়ে আনতে হবে।

তারপর মণীশবাবু ছুটলেন সেই টায়রা অপহরনকারীর পিছনে
!

কোথায়-কোনদিকে গেল সেই চোর?
ওই তো যাচ্ছে! চুপি চুপি ধরতে হবে।

এইবার!

মণীশবাবুর আচমকা আক্রমণে
চোরের হাত থেকে টায়রাটা
মাটিতে পড়তেই—

দুজনেই একসঙ্গে
ছুটে গেল টায়রাটা
তুলতে। তারপর দুজনে
একসঙ্গেই টায়রাটার
দুদিক ধরে ফেলল।

তারপর চলল
দুজনে টানাটানি।

হঠাৎ চোর মণীশবাবুকে ধাক্কা
দিতেই—

তিনি পড়ে গেলেন।
কিন্তু টায়রাটা ছিঁড়ে
তিনটে হীরে চোরের
হাতে রয়ে গেল।
মণীশবাবু কিন্তু তখন
তা বুঝতে পারলেন না।
পালালো! যাক
টায়রাটা ছিনিয়ে
রেখেছি!

তারপর উনি ঘরে এসে যখন দেখছিলেন যে টায়রাটা ঠিক আছে কিনা, তখন সেই অবস্থায় আপনি মণীশ-বাবুকে দেখেন। তাহলে বুঝতে পারছেন যে— ছেলে বাবাকে রক্ষাই করতে চেয়েছিল।

আর আমি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে খুব প্রতিদান দিয়েছি!
অযথা দুঃখ করবেন না মিঃ মুখার্জি! অপরাধী সাজা পাবেই!

কিন্তু টায়রাটা ঘর থেকে নিয়ে বাইরের লোকের হাতে দিয়েছিল কে? সেটা জানতে পেরেছেন?
হ্যাঁ! পেরেছি! কিন্তু এখন আর আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না।

তবে একটা কথা। হীরা ফেরৎ পাবার পর আমি যা বলব তা আপনাকে রাখতে হবে।

বেশ আপনাকে কথা দিলাম।

কিন্তু মিঃ চৌধুরী?
বলেছি তো আর কোন প্রশ্ন নয়। যান এবার বিশ্রাম করুন গিয়ে।

কালই তো সেই হীরের টায়রা ফেরৎ নিতে আসবে নারে পার্থ ?
হ্যাঁ! কালকেই সেই দিন।

তাই আজ রাতের মধ্যেই ওগুলো চোরের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।
তুই তাহলে সেখানেই যাচ্ছিস ?

একাই যাবি নাকি ?
হ্যাঁ! তবে ঠিক একা নয়। এটা থাকবে আমার সঙ্গে! যদিও মনে হয় এটার কোন দরকার হবে না।

ঝুঁকি নিয়ে একলাই গেল। অবশ্য ওর অসাধ্য কিছুই নেই!

ওদিকে পার্থ চৌধুরী–
ওহে! বাড়িতে কে আছেন ? খবর দাও।
আজ্ঞে বড় বাবু তো নেই। ছোটবাবু আছেন।

তাকেই খবর দাও।
তিনি এখন কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

সোজা পথে যখন হলনা, তখন এ ছাড়া উপায় নেই !

এদিকে ঐ বাড়ির একটা ঘরে —
তোমাকে যা বলেছিলাম, তার বন্দোবস্ত করেছ তো?
হাঁ সাব ! কোনো চিন্তা নেই। সব ঠিক করা আছে।

তাহলে ঠিক সময়েই এসেছি- কি বলেন দেবেশ বাবু?
?
!

কি বলছেন আপনি পার্থবাবু! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা
বুঝতে আপনি ঠিকই পারছেন। আমি আপনার কাছ থেকে টায়রার হীরেগুলি ফেরৎ চাই!

আচ্ছা! আপনি তাহলে হীরের সন্ধানেই এখানে এসেছেন।
ঠিক তাই!

তাহলে এই নিন!

ওসব আমারও জানা আছে।

শুনুন দেবেশবাবু! ভাল চান তো হীরেগুলি ফিরিয়ে দিন। আমি জানি ওগুলো আপনার কাছেই আছে!

আপনার এই হঠকারিতার জন্যে আপনার পিতৃতুল্য পিতৃবন্ধুর সর্বনাশ ডেকে আনছেন! আর সেই সঙ্গে নিজেদেরও। এখনও সে ভুল শোধরাবার সময় আছে। তাই আবার বলছি হীরেগুলি ফিরিয়ে দিন।

আর তুমি আশা করি বুঝতে পেরেছ যে এ ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হবেনা। অতএব এখান থেকে সরে পড়।
ঠিক আছে! কিন্তু এও শেষ নয় জানবেন!

যাক সহজেই আপদ বিদায় হয়েছে!
দেবেশবাবু! হীরেগুলি যদি এমনিতে ফেরৎ দেন তবে কাউকে আপনার কথা জানাবো না।

আমি আর পারছিনা। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।
এই ভালো হলো দেবেশ বাবু! হীরেগুলি এবার দিন।

পরদিন –
ডেকেছেন মিঃ চৌধুরী?
হ্যাঁ! আজই তো টায়রাটা ফেরৎ নিতে আসবেন!

হ্যাঁ, আসবেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার সব শেষ!

না মিঃ মুখার্জী! শেষ নয়। হীরে আপনি ঠিকই ফেরৎ দেবেন!
অ্যাঁ! ত-তবে কি!

হ্যাঁ! দেখুন সেই হীরে কিনা?
এই তো সেই হীরে! ওঃ! আপনি আমায় বাঁচালেন!

জানতে কৌতুহল হচ্ছে, কার থেকে এটা উদ্ধার করলেন?
ক্ষমা করবেন! আপনার কৌতুহল মেটাতে পারলাম না বলে দুঃখিত! আর আপনার জিনিষ তো আপনি পেয়ে গেছেন।

আর একটা কথা। আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন, আমি যা বলবো তা রাখবেন! আপনি আপনার বন্ধুপুত্র দেবেশের সঙ্গে অনিতার বিয়ে দিন।

আচ্ছা পার্থ! একটা কথা এবার বল— টায়রাটা কে চোরের হাতে দিয়েছিল?
এ কথাটা শুধু তোকে বলছি! অনিতা দেবী ওটা আলমারি থেকে বার করে চোরের হাতে দিয়েছিলেন—কারণ উনি ওকে ভালবাসতেন। তারপর চেঁচামেচি শুনে, এসে মণীশের হাতে আবার ঐ টায়রা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিন্তু মণীশবাবু আবার বোনকে ভালবাসতেন বলে সব জেনেও কিছু বলেননি
শেষ

বাঁটুল দি গ্রেট
সবাই পিকনিক করতে যাচ্ছে, বাঁটুলদা। চলো, আমরাও যাবো।
ভালো কথা, কিন্তু করবি কোথায়?
কাছাকাছি নদীর ধারেই করা যাবে। কিন্তু খাবারের কি হবে, বাঁটুলদা?
সে ভাবতে হবে না। রাস্তাতেই কিনে নেবো।
এইতো পিকনিকের ভালো খাবার।
কী বাক্স চাই?
কী বাক্স কি বলছেন? আপনার এই গোটা পাত্রটাই চাই।
আরে ওতো বাটুলদা একা
পিকনিকের জায়গায় এসে-
এবার খাওয়ার তোড়জোড় করা যাক বাটুলদা।
হ্যাঁ খাবার সামনে নিয়ে দেরি করার কোন মানে হয় না।

শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ কখনো নিজের অসমাপ্ত/অসম্পূর্ণ আঁকা সংরক্ষণ করতে রাখতেন না। তাঁর কিছু পুরানো বাতিল দস্তাবেজ-এর মধ্যে থেকে অতীতের কিছু দুর্লভ খসড়া ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক
ক
খ
খ
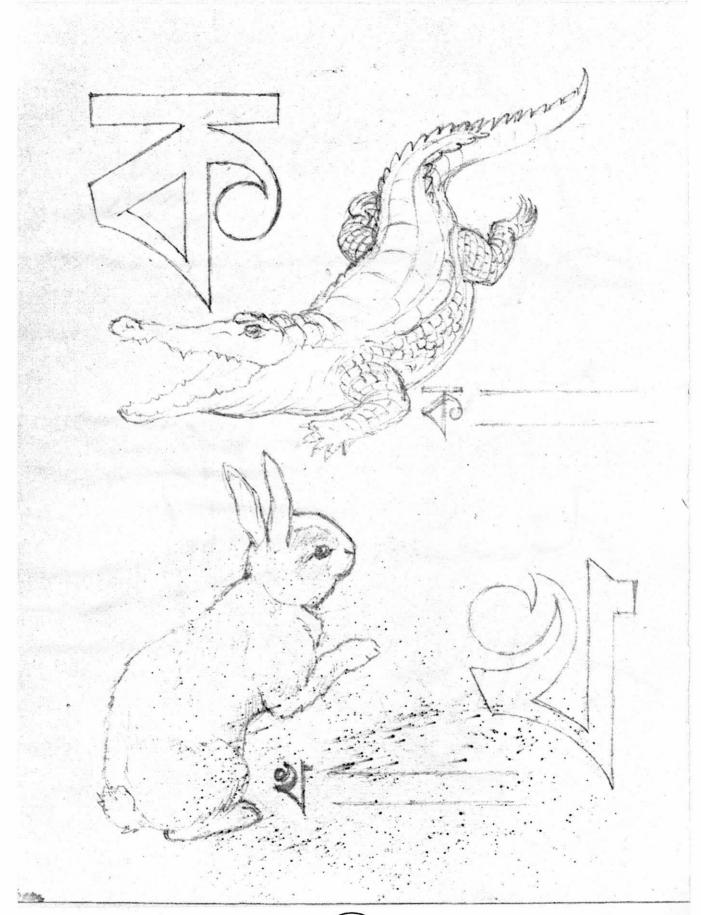
নারায়ণ দেবনাথ প্রতিকৃতি
শিল্পী-উদয় দেব

এক প্রজাপতির মৃত্যু

লেখা ও রেখা : নারায়ণ দেবনাথ

বয়স কত আর হবে? বছর ছয় সাত। গরিব ঘরের ছোট্ট একটি মেয়ে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে হয়েছে; তাই বাবা, মা আদর করে নাম রেখেছিল প্রজাপতি। আর প্রজাপতির মতোই সে যেন উড়ে উড়ে বেড়াত। গ্রামের সবাই ওকে ভালোবাসত। আর সবার বাড়িতেই ছিল ওর অবাধ যাতায়াত। একদিন কারোর বাড়িতে না গেলে সেই বাড়ির লোক এসে খোঁজ নিত, এসে ওর মাকে জিজ্ঞেস করত—

কি গো, প্রজাপতির মা তোমাদের প্রজাপতি কোথায়?

কী গো, প্রজাপতির মা, তোমাদের প্রজাপতি কোথায়?

মা ভয় পেয়ে বলত, কেন, কিছু করেছে প্রজাপতি?

না না, কিছু করেনি, আজ আমাদের বাড়িতে যায়নি তো, তাই খোঁজ নিতে এলাম। ওকে একবার না দেখতে পেলে মনটা খারাপ লাগে, তাই।

দ্রষ্টব্য : গল্পটি ২০১২ সালে লেখা এবং অলংকরণগুলি অতীতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে নেওয়া। যথা— কিশোর ভারতী (১৯৭৮), দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত পূজাবার্ষিকী 'সাগরিকা' (১৯৭১), 'অরুণাচল' (১৯৬৬), শুকতারা (১৯৫৩) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পাড়ার ছোটো ছেলে-মেয়েরা যখন একসঙ্গে খেলা করে তখন সেই দলের মধ্যে সবার নজর কাড়ে প্রজাপতি। অপরিচিত কেউ ওকে দেখলে বলে, এই মেয়েটিকে দেখতে ভারি সুন্দর তো। সবাই আদর করে ডেকে জিজ্ঞেস করে,

তোমার নাম কী খুকি?

আমি প্রজাপতি।

বাঃ, বেশ নাম। কিন্তু নাম প্রজাপতি হলে কী হবে, তুমি তো আর উড়তে পার না।

প্রজাপতি উত্তর দেয়, আমি উড়তে না পারলে কী হবে, যারা ওড়ে তারা কিন্তু আমার বন্ধু। আমি যখন বাবার সঙ্গে খেতে যাই, উড়ন্ত প্রজাপতিরা আমার সঙ্গে উড়ে উড়ে যায়। ওরাও আমাকে খুব ভালোবাসে।

পাড়ার ছোটো ছেলে-মেয়েরা যখন একসঙ্গে খেলা করে

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু একদিন দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এল প্রজাপতিদের ঘরে। একদিন যথারীতি ওর বাবা সকালে খেতের কাজ করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল।

—এ কী! তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? প্রজাপতির মা জিজ্ঞেস করে।

—আর বোধ হয় আমার ওই সামান্য জমিটুকু রাখা গেল না।

—কেন কী হয়েছে? উদ্‌বিগ্ন মুখে প্রশ্ন।

—ওই জমির সঙ্গে আরও কিছু জমি নিয়ে ওখানে নাকি কীসের বিল্ডিং তৈরি হবে।

—সে কী! ওই জমি চলে গেলে আমাদের চলবে কী করে? ও ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই।

—তা, তুমি কী বলেছ ওদের? প্রশ্ন করে প্রজাপতির মা।

—বলেছি যে দিতে পারব না। কারণ ওটুকুই আমার সম্বল, ওই জায়গা ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তা, শুনে ওরা কী বলল?

—কিছুই বলল না। যাবার আগে শুধু বলল, দিলে ভালো করতে।
তারপর কিছুদিন চুপচাপ কাটল। এর মধ্যে একদিন বিকেলে একজন পরিচিত লোক এসে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু
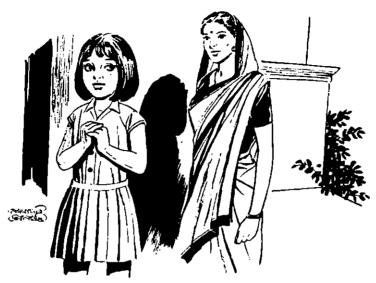
প্রজাপতির মা মেয়েকে নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লো।

সারারাতেও না ফেরায় প্রজাপতির মা উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল, যে-লোকটা সকাল হলে খেতে তদারক করতে যায় সে গেল কোথায়? কিন্তু খবর আসতে দেরি হল না। কে একজন এসে খবর দিল যে কে বা কারা প্রজাপতির বাবাকে খুন করে তারই খেতে ফেলে রেখে গেছে। জানা গেল কোনো দলের সমর্থক ছিল না, তাই এই নিয়ে কোনো হইচই হল না।

ততক্ষণে প্রজাতি ঝিলের ধারে পৌছে গেছে।

কয়েকদিন পরে দেখা গেল সেই জমিতে ইট বালি এসে পড়েছে। এই আঘাতে প্রজাপতির মা মেয়েকে নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু গ্রামের লোকেরা ওদের খুব ভালোবাসত। তাই সবাই পাশে এসে দাঁড়াল। প্রজাপতির মাকে বলল,

প্রজাপতিকে আমরা খুবই ভালোবাসি, তুমি ওর জন্যে কোনো চিন্তা কোরো না। আমরা তো আছি, আমরাই ওকে দেখব। বাবার ওইভাবে মৃত্যুর পর দু-দিন গুম মেরে ছিল, কিন্তু ওর খেলার সঙ্গীরা যাদের ওকে ছাড়া চলে না তারা ওকে ছাড়ল না, বলল, মন খারাপ না করে আমাদের সঙ্গে খেলবি চল। আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল প্রজাপতি। এভাবেই দিন কাটছিল।

আস্তে আস্তে পাড় ছেড়ে নামল

গ্রামের প্রান্তে প্রাচীন শিবমন্দির, সেই মন্দিরে রোজই ফুল দিয়ে আসত প্রজাপতি। মন্দিরের পূজারি খুবই ভালোবাসতেন ওকে, খোঁজখবর নিতেন। এভাবেই দিন মাস গড়িয়ে এসে গেল দুর্গোৎসবের দিন। সারা গ্রামে একটাই পুজো। সকলেই উৎসবে মাতোয়ারা। আর এই পূজার প্রধান পূজারি হচ্ছেন গ্রামেরই শিবমন্দিরের পূজারি জনার্দন ঠাকুর। পুজোর আগের দিন পূজারি জনার্দন ঠাকুর প্রজাপতিকে ডেকে বললেন,

—তোকে আমি খুঁজছিলাম রে প্রজাপতি।

—কেন ঠাকুরদাদু?

জনার্দন ঠাকুরকে ঠাকুরদাদু বলেই ডাকে প্রজাপতি।

—কাল যে অনেক ফুলের দরকার রে। দুর্গাপুজোয় আবার পদ্মফুল চাই।

—আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, ঠাকুরদাদু। আমি আপনাকে ফুল এনে দেব। খুব ছোটো হলেও দুর্গাপুজোয় ও অংশ নিতে পারছে এতেই ও খুশি। সঙ্গীসাথিদের সে বলে রাখল যে কাল খুব সকালে উঠে ফুলের জোগাড়ে যেতে হবে। দেরি হলে অন্য লোকেরা এসে ফুল তুলে নিয়ে যাবে। রাতে মাকে বলে রাখল খুব ভোরে ডেকে দিতে। কিন্তু

সারাদিনের খাটুনির পর অত ভোরে মায়ের ঘুম ভাঙল না। মা না ডাকলেও প্রজাপতির ঘুম ভাঙল, আসল কথা ফুল তুলে ঠাকুরকে দেবার উত্তেজনায় ওর ভালো ঘুমই হয়নি। অত ভোরে সঙ্গীদেরও পেল না। তাই ফুল তোলার বড়ো সাজি নিয়ে একাই চলল ফুলের সন্ধানে। তখনও সূর্যদেব ভালোভাবে উঁকি দেয়নি কিন্তু তাতে ওর কিছু যায় আসে না, ও জানে সবাই ওকে ভালোবাসে। সারাগ্রাম ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে সাজি ভরিয়ে ফেলল। কিন্তু ঠাকুরদাদু বলেছে যে

ঝপ করে অথই জলে পড়ে গেল

পুজোয় পদ্মফুল চাই। কোথায় পাওয়া যাবে? মনে পড়ল গ্রামের একবারে শেষ প্রান্তে একটা ঝিলে ও পদ্মফুল দেখেছিল। মনে হতেই পা বাড়াল সেইদিকে। যেতে যেতেই সূর্যদেব ভালোভাবেই উঁকি দিলেন। চারদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল। আর ওর চোখে পড়েছে কয়েকটা পদ্ম ফুটে আছে, কয়েকটা তখনও ফোটেনি। ফুলগুলি পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সঙ্গের ফুলের সাজিটা রেখে আস্তে আস্তে পাড় ছেড়ে নামল। কোমরজলে নামতেই ঝপ করে অথই জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে চিৎকার করে উঠল কিন্তু অত সকালে নির্জন ঝিলের ধারে ওর চিৎকার কারোর কানেই পৌঁছোল না। হাবুডুবু খেতে খেতে এক সময়ে তলিয়ে গেল ছোট্ট মেয়ে প্রজাপতি।

বেলা হয়ে গেল অথচ মেয়ে এখনও ফিরল না, তাই উদ্‌বিগ্ন প্রজাপতির মা মেয়ের খোঁজে বেরোল। ওর সাথিদের জিজ্ঞেস করে জানল, ওরা জানে না। অন্যরাও জানাল যে কেউ ওকে দেখেনি। অনেক বেলায় খবর এল গ্রামের শেষ

অন্যরাও জানাল যে কেউ ওকে দেখেনি।

প্রান্তের ঝিলে একটা মেয়ের মৃতদেহ নাকি ভেসে উঠেছে, কে একজন পুলিশে খবর দিয়েছে। তারা এসে মৃতদেহ তুলে পাড়ে রেখেছে পরিচিতির জন্যে। শুনে প্রজাপতির মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল। পাড়ার সকলের সঙ্গে গিয়ে পৌছোল ঝিলের ধারে। দেখল তারই আদরের প্রজাপতির নিথর দেহ পড়ে আছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এক ঝাঁক প্রজাপতি ওর শরীর ঘিরে উড়ছে, যেন বলতে চাইছে, শুয়ে আছ কেন? ওঠো, আমাদের সঙ্গে উড়বে চলো।

কৌতূহলের বিপদ

লেখা ও রেখা : নারায়ণ দেবনাথ

কৌতূহল মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। কৌতূহল জিনিসটা প্রায় সকলের মধ্যেই কমবেশি বর্তমান। রাস্তায় হয়তো কোনো গণ্ডগোল বা জটলা হয়েছে অমনি কৌতূহল জেগে উঠল, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? হয়তো পকেটমার ধরা পড়ায় লোকে ভিড় করে উত্তমমধ্যম দিচ্ছে অমনি পথচলতি কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠল। কে পকেট মেরেছে, কার পকেট মেরেছে, জানতে সেই মারমুখী জনতার মধ্যে মাথা সেঁধিয়ে দিল। সেই জনতার কিলঘুসি তার মুখে পিঠেও পড়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে কে কাকে মারছে তা তো বোঝার উপায় নেই। কৌতূহল অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে, তবু মানুষ তা ছাড়তে পারে না।

একবার আমরা তিন বন্ধু এইরকম এক কৌতূহলের বশে সাংঘাতিক বিপদের মুখে প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম। সেই ঘটনার কথাই এখানে বলছি। তখন ব্রিটিশ আমল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। তখন এখনকার মতো রাস্তায় লোকজন ছিল না। এখন যেমন রাস্তায় লোক আর গাড়ি-টাড়ির জন্যে রাস্তায় প্রায় হাঁটা যায় না তখন কিন্তু দুপুরেই রাস্তায় লোকজন কম, গাড়ি বলতে ঘোড়ার গাড়ি আর সাইকেল। আর সন্ধের পর রাস্তায় আর লোকজন প্রায় থাকে না। তার ওপর যুদ্ধের জন্যে রাস্তা নিষ্প্রদীপ অর্থাৎ আলোর মুখে ঠুলি লাগানো, যাতে আলো ছড়িয়ে না পড়ে।

সেইরকম এক সন্ধ্যায় আমরা তিন বন্ধুতে রাস্তার ধারে রোয়াকে বসে গল্প করছিলাম। এই সময় লক্ষ করলাম আমাদের সামনে দিয়ে একজন টলোমলো পায়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম যে লোকটা নেশাচ্ছন্ন হয়েছে। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠল, লোকটা ওই অবস্থায় কোথায় যায়? এর ফলে যে বিপদ হতে পারে সেটা তখন মাথায় এল না। তখন জানার কৌতূহলটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। দু-চারজন হয়তো যাতায়াত করছে। যা হোক আমরা কিছুটা দূরত্ব রেখে লোকটার পিছু নিলাম। লোকটা টলমল অবস্থায় হেঁটে চলল। আমরাও পিছন পিছন যাচ্ছি। রাস্তা বদল করতে করতে এমোড় ওমোড় ঘুরে হেঁটেই চলেছে। আমরাও নাছোড়বান্দা, জানতেই হবে এ অবস্থায় ও কোথায় যায়। শুধু কৌতূহলের বশে আমরা যে প্রায় মাইলখানেকের ওপর চলে এসেছি সেটা খেয়াল নেই। এইভাবে আমরা অপেক্ষাকৃত এক নির্জন জায়গায় এসে পড়েছি। তখনকার পরিস্থিতি এখনকার মতো হলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না। যখন হুঁশ হল যে ঝোঁকের বশে কোথায় এসে পড়েছি তখন আর ফেরার রাস্তা ছিল না। লোকটা এক জায়গায় গিয়ে থামল। সেখানে পাশাপাশি দু-তিনটে বাড়ি। ঝট করে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আমরা তখন তার থেকে পাঁচ ছ-হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল,

—তোমরা কারা? কী উদ্দেশ্যে আমার পিছু নিয়েছ?

আমরা একেবারে হকচকিয়ে গেলাম প্রশ্ন শুনে। তাহলে লোকটা জানতে পেরেছিল যে আমরা পিছু নিয়েছি, শুধু নিজের ডেরায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু বলেনি বা কিছু জানতে দেয়নি। তারপরই সে সামনের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় চিৎকার শুরু করে দিল,

—বাড়িতে কে আছেন আপনারা বেরিয়ে আসুন।

আমাদের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়, লোকটা কিন্তু সমানে চিৎকার করেই চলেছে।

—আপনারা বেরিয়ে এসে আমাকে বাঁচান। তিনটে ছেলে অসৎ উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ আমার পিছু নিয়েছে। আগে আমি ইচ্ছে করেই কিছু বলিনি, এখানে আমাদের ডেরায় নিয়ে আসার জন্যে।

চেঁচামেচিতে বাড়ি থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এল।

লোকটাকে দেখে বলল, কী হরেনদা, আজও নেশা করেছ?

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করল, তোমরা কী উদ্দেশ্যে এর পিছু নিয়েছ?

নেশাগ্রস্ত একজন লোক কোথায় যায় আমরা যে সেটা জানতেই পিছু নিয়েছি এ-কথা বললে বিশ্বাস করবে না সেটা জানি। আমাদের একজনের উপস্থিত বুদ্ধি খুলে গেল। বলল, আমরা ওর পিছু নিইনি। প্রশ্ন এল, তাহলে কেন এসেছ? তখন বলা হল, এখানে গজাননবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিশেষ দরকার, একটা খবর দেবার ছিল। তিনি কি এ-পাড়ায় থাকেন? আমাদের এ-জায়গার কথাই বলে দিয়েছিল।

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, দিনের বেলায় এসে খুঁজো। না, ও নামে এখানে কেউ থাকে বলে জানি না। কাল খোঁজ নিয়ো। আমাদের তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। আমরাও ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম, সেই ভালো। কালই ভালো করে জেনে তারপর আসব।

বাঁটুল রহস্যের সন্ধানে
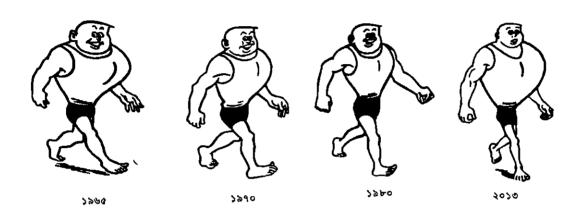
বাঁটুল দি গ্রেট— যাকে নিয়ে গত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বাঙালি পাঠকেরা বড়ো হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে আছে, হাঁদা-ভোঁদা ও নন্টে-ফন্টে। তবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে গোলাপি স্যান্ডো গেঞ্জি ও কালো হাফ প্যান্ট পরা বাঙালি কমিক-হিরো বাঁটুল দি গ্রেট। নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্ট এই কমিক্সের কথা আপামর বাংলা পাঠকসমাজ জানলেও জানা যায় না এই কমিক্সের জন্মের গোড়ার কথা। কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই বাঁটুল কমিক্স?

সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হাজির হয়েছিলাম স্বয়ং স্রষ্টা নারায়ণবাবুর বাড়িতে। সাতাশি বছর বয়সি প্রাণোচ্ছল যুবক নারায়ণ দেবনাথ, যাঁর তুলিতে আজও সজীব বাঁটুলের কাণ্ডকারখানা।

তিনি জানালেন তাঁর স্মরণে নেই যে ঠিক কবে থেকে তিনি এই কমিক্স করছেন। কারণ তখন তো জানতেন না যে আগামী দিনে কখনো সেসবের খোঁজ পড়বে। তবে দীর্ঘ আলাপে কিছু সূত্র পাওয়া গেল... (১) 'বাঁটুল কমিক্স প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় ততটা পাঠকমহলে সাড়া জাগায়নি এবং ভারত-পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি হওয়া বাঁটুল কাহিনি প্রথম পাঠকমহলে তুমুল জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে।' (২) 'বাঁটুল কমিক্সের কয়েক বছর আগে শুকতারা পত্রিকায় শুরু হয় হাঁদা-ভোঁদা কমিক্স।' এবং সেটাই নারায়ণবাবুর প্রথম মজার কাহিনি।

এই দুটি সময়ের তথ্যের উপর নির্ভর করে সন্ধান শুরু করার পর জানা গেল ১৯৬৫ সালে প্রথম ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। (পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে আবার যুদ্ধ হয়।) কিন্তু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল নারায়ণবাবুর দেওয়া আর একটি আনুষঙ্গিক তথ্য নিয়ে— যা উনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদমাধ্যমে বার বার বলেছেন। তা হল— সেই ভারত-পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি বাঁটুল কমিক্সে, বাঁটুল ল্যাসো দিয়ে ফাইটার প্লেন নামিয়েছিল এবং প্যাটন ট্যাঙ্ক হাতে তুলে শত্রুদের তাড়া করেছিল। কিন্তু একটু পুরোনো পাঠকমাত্রেই জানবে যে বাঁটুল দি গ্রেটের যাবতীয় কমিক্স বই-এ এ-রকম কোনো গল্পের উল্লেখ নেই! তবে কি নারায়ণবাবুর স্মৃতি ভুল বলছে?

এই রহস্যের একমাত্র সমাধান হতে পারে যদি সেই ১৯৬৫ সালের শুকতারা খুলে বাঁটুল কাহিনি দেখা যায়। কিন্তু চাইলেই তো আর আটচল্লিশ বছর আগের পুরোনো শুকতারা পাওয়া যায় না। জানা গেল নারায়ণবাবুর কাছেও কোনো পুরোনো বই সংগ্রহে নেই। নিরহংকার, প্রচারবিমুখ শিল্পীর নির্বিকার ভাষায় — 'কী হবে ওসব রেখে!' অগত্যা যাওয়া

হল শুকতারা পত্রিকার দপ্তরে। খোঁজ করে জানা গেল যে অত পুরোনো পত্রিকা আর পাওয়া যায় না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যাওয়া হল কিছু আঞ্চলিক লাইব্রেরিতে।

উত্তর কলকাতার দমদম গোরাবাজার, বাগবাজার বা রামমোহন লাইব্রেরিতেও যখন ১৯৬৫ সালের শুকতারার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে একক উদ্যোগে করা এই অনুসন্ধানপর্বটি হতাশা বা উৎসাহের অভাবে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিছুদিন পর আবার অন্য কারণে শুকতারার অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এবার উদ্দেশ্য নারায়ণ দেবনাথের করা অন্য দুটি রঙিন ও অগ্রন্থিত কমিক্‌স 'বাহাদুর বেড়াল' ও 'গুপ্তচর কৌশিক রায়'-এর সন্ধান।

এই সন্ধানটি শুরু হয়েছিল কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। বিভিন্ন সময়ে পুরোনো বই-এর দোকান থেকে সংগ্রহ করা পুরোনো দিনের বই ও পত্রিকা যেখানে নারায়ণবাবুর অলংকরণ বা কমিক্‌স আছে সেগুলি মাঝে মাঝে ওঁকে দেখাতে যেতাম। সেইভাবেই সংগ্রহ করা পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো শুকতারার একটি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রচ্ছদকাহিনি 'সর্পরাজের দ্বীপে'-র একটি অংশ দেখে নারায়ণবাবু মন্তব্য করেছিলেন যে এটি তাঁর করা প্রথম কৌশিক কাহিনি। এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন কোনো একটি কৌশিক কাহিনি মাঝপথে বন্ধ হয়েছিল পত্রিকা অফিসের লেবার স্ট্রাইকের জন্য। পত্রিকা বন্ধ থাকাকালীন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি থেকে পত্রিকা ছাপিয়ে আনা হবে এবং তখনই পত্রিকা প্রচ্ছদে শুরু হয় 'বাহাদুর বেড়াল' নামে নতুন কমিক্‌স।

অতএব কৌশিকের 'স্বর্পরাজের দ্বীপে' নামক প্রচ্ছদকাহিনির সন্ধানে হাজির হওয়া গেল পত্রিকা অফিসে। কিন্তু আবার পরাজয়।

পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন যে সেই সংখ্যা সব বিক্রি হয়ে গেছে; অতএব পাওয়া যাবে না। উপায় না দেখে হাজির হওয়া গেল পত্রিকার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। বারংবার যাওয়া আসার ফলে তাঁরা সহায়তা করতে রাজি হলেন এবং তাঁদের মূল লাইব্রেরি (যেখানে তাঁদের যাবতীয় বই-এর কপি রাখা থাকে) ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন। তাঁদের লাইব্রেরিতে সন্ধান করে পাওয়া গেল ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হওয়া প্রথম বাঁটুল কমিক্‌স। দেখা গেল ১৯৬৫ (বাংলা ১৩৭২, জ্যৈষ্ঠ মাস) সংখ্যায় প্রথম বাঁটুল প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার কয়েকটি সংখ্যা পর ভারত-পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের উপর বিখ্যাত কমিক্‌স প্রকাশিত হয় একই বছরের কার্তিক, পৌষ সংখ্যায়। এবং সেই কমিক্‌স কাহিনি হুবহু মিলে যায় নারায়ণবাবুর স্মৃতিনির্ভর বর্ণনার সঙ্গে! এবং চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল— বাঁটুলের প্রথম বছরের সেই সবকটি গল্পই কমিক্‌স বই আকারে অগ্রন্থিত!

১৯৬৫ সালের আগেকার বছরের শুকতারার সন্ধান করে জানা গেল নারায়ণবাবু সৃষ্ট প্রথম মজার কমিক্‌স 'হাঁদা-ভোঁদা' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে (বাংলা ১৩৬৯, আষাঢ় মাসে) এবং সেগুলিও একইভাবে অগ্রন্থিত। পরবর্তীকালে এ-রকম অসংখ্য অগ্রন্থিত বাঁটুল ও হাঁদা-ভোঁদা কমিক্‌সের সন্ধান পাওয়া গেছে।

শুধু তাই নয়, ধারাবাহিকভাবে এই শুকতারা অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া গেল নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১৯৬২), 'শুঁটকি-মুটকি' (১৯৬৪), 'বিজ্ঞাপনের কমিক্‌স' (১৯৭৩) ইত্যাদি অজানা কমিক্‌স! এবং আকর্ষণীয়ভাবে আরও অতীতে পঞ্চাশের দশকের পুরোনো শুকতারায় দেখা গেল অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত এবং পৃথক আঁকার ভঙ্গিতে করা আরও একটি 'হাঁদা আর ভোঁদা' নামক কমিক্‌স যা এক পাতায় চারটি সমান আকারের ছবিতে করা এবং সেখানে 'ছবি ও কথা'-র স্থানে দেওয়া হয়েছে 'বোলতা'র ছবি! রহস্য সমাধানে নারায়ণবাবুর দ্বারস্থ হওয়া গেল। তিনি জানালেন ওই বোলতা চিত্র সহযোগে চারটি ছবির 'হাঁদা আর ভোঁদা'-র শিল্পী তিনি নন কারণ কখনো তিনি বোলতা ছদ্মনামে (ছবিতে) কোনো কমিক্‌স করেননি।

প্রসঙ্গত পত্রিকা দপ্তরের লাইব্রেরিতে কিছু কিছু বছরের শুকতারা সংখ্যা পাওয়া যায়নি যা পরবর্তীকালে অন্যান্য লাইব্রেরি বা কলেজ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট প্রভৃতির পুরোনো বই-এর দোকান থেকে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করা হয়।

এইভাবে একে একে কৌশিক রায়, বাহাদুর বেড়াল, স্বামী বিবেকানন্দের গল্প, শুঁটকি-মুটকির সৃষ্টিরহস্যের খোঁজ পাওয়া গেল। নারায়ণবাবুর দেওয়া তথ্য থেকে এও জানতে পারা যায় যে শুকতারা অফিসের লেবার স্ট্রাইকের সময় 'ছোটোদের আসর' নামে পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু'। ইতিমধ্যে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গেল 'ডানপিটে খাঁদু' প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে।

এইভাবে বাঁটুলের রহস্যের সন্ধানে গিয়ে যে অন্যান্য কমিক্‌সের সন্ধান পাওয়া গেছে তার তালিকায় রয়েছে— পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান (১৯৬৯ সালে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায়), হীরের টায়রা (১৯৬৫ সালে 'নবকল্লোল' পত্রিকায়), পেটুক মাস্টার বটুকলাল (১৯৮৪ সালে 'কিশোরমন' পত্রিকায়), জাতকের গল্প (১৯৯৪ সালে 'শুকতারা' পত্রিকায়),

ইতিহাসে দ্বৈরথ (১৯৭৪ সালে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায়), ইন্দ্রজিৎ রায় ও ব্ল্যাক ডায়মন্ড (১৯৬৯ সালে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায়), প্রায় ১২০ টি কার্টুন স্ট্রিপ (পাদপূরণ) ছাড়াও আরও বহু মজার ও সিরিয়াস কমিক্স যা বই আকারে অগ্রস্থিত।

বছরের পর বছর পথে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা এসব কমিক্সের পাশাপাশি নারায়ণবাবুর ছেলের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে তাঁর প্রথম সিরিয়াস কমিক্স বই 'রবিছবি' যা ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বারাণসী থেকে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। বহু বছর আগে প্রকাশনা সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেছে।

খুশির খবর সেই বিশাল সংখ্যক অগ্রস্থিত ও দুষ্প্রাপ্য নারায়ণবাবুর কমিক্সগুলিকে একত্রিত করে বই আকারে লালমাটি প্রকাশনা সংস্থা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে চলেছে।

পরিশেষে জানাই, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বই-এর ভাণ্ডার থেকে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে ১৯৫০ সালে শুকতারায় প্রকাশিত নারায়ণ দেবনাথের কর্মজীবনের প্রথম বছরের অলংকরণ। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ এবং এই তথ্য সকলকে বিস্মিত করে যে ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাষট্টি বছরের বেশি সময় ধরে সমান দক্ষতায় ছবি এঁকে চলেছেন বাংলার বিস্ময় প্রতিভা নারায়ণ দেবনাথ।

শান্তনু ঘোষ

প্রচ্ছদশিল্পীর কথা

বাঁটুল দি গ্রেট আর হাঁদা-ভোঁদা— নারায়ণ দেবনাথের এই দুটি চরিত্রের সঙ্গে সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমার পরিচয়। ছোটোবেলায় একটা দীর্ঘ সময় আমরা থাকতাম ঝাড়গ্রামে। আমি তখন বেশ ছোটো, একবার বাজার থেকে ফেরার পথে বাবা আমার জন্য রাস্তার বইয়ের দোকান থেকে কয়েকটা বাংলা কমিক্সের বই এনে দিলেন। বইগুলো ছিল নারায়ণ দেবনাথের বাঁটুল দি গ্রেট এবং হাঁদাভোঁদার কাণ্ডকারখানা, নন্টে-ফন্টে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। জলরঙে আঁকা অনবদ্য সব প্রচ্ছদ। শুধু প্রচ্ছদ দেখেই কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে— চরিত্রগুলো যতই আপন হোক, তাদের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ কিন্তু তখন, অন্তত সেই বয়সে আমার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রচ্ছদের নামটাও অনেক সময় চোখে পড়ত না। সেটাই তো হওয়া উচিত। সৃষ্টি যখন স্রষ্টাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, সার্থক হয় সেই সৃষ্টি।

ঝাড়গ্রামের পাট চুকিয়ে আমরা তখন কলকাতাবাসী। ছবি আঁকার পাঠ নিতে ভরতি হলাম সরকারি চারু ও কারুবালা মহাবিদ্যালয় (গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট), ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাপাই-চিত্র বিভাগে। আমাদের শিল্পকলার শিক্ষায় সবরকমের আঁকার পাঠই দেওয়া হয় প্রথমে। তার পরে নিজের পছন্দমতো বিষয় নিয়ে একটু বেশি পড়তে হয় ছাত্রছাত্রীদের। ভারতের কোনো শিল্পশিক্ষালয়ে কার্টুন বা কমিক্স আঁকার আলাদা পাঠক্রম থাকে না। এটা যার যার নিজস্ব।

আর্ট কলেজের পাঠ শেষ করে প্রবেশ করলাম কর্মজীবনে। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকে সিনিয়র ইলাস্ট্রেটর হয়ে ঢুকলেও ক্রমে কার্টুনই আমার বিষয় হয়ে উঠল। সেখানে কাজ করতে করতেই একদিন অগ্রজ সহকর্মী দেবাশীষ দেব আমাকে নিয়ে গেলেন হাওড়ার শিবপুরে নারায়ণ দেবনাথের বাড়ি।

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অত্যন্ত সদাশয় এবং আলাপী মানুষ। অল্পক্ষণের মধ্যেই আপন করে নিলেন আমাকে। এর আগেও অন্য বিখ্যাত শিল্পীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে কিন্তু কখনো তাঁদের কাছ থেকে খোঁজার চেষ্টা করিনি। আমার মনে হত, আমি যাঁদের শ্রদ্ধা করি, তাঁরা যত দূরে থাকবেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেশি গভীর হয়ে থাকবে। কিন্তু নারায়ণবাবুকে সামনে থেকে দেখে আমার একটা অন্যরকম অনুভূতি হল। সারাটা শৈশব এবং কৈশোর যে মানুষটার কার্টুন-কমিক্স দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, আজ সেই মানুষটার সামনেই বসে আছি!

আরও অবাক হলাম ওঁর স্টুডিয়োতে ঢুকে। দেবাশীষদার অনুরোধে নারায়ণবাবু ছবি আঁকতে বসলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে ওঁর হাত কাঁপে সেটা খেয়াল করেছিলাম। কিন্তু যখন ছবি আঁকতে বসলেন, সেই কম্পনের কোনো চিহ্নই রইল না।

তার পরেও ওঁর বাড়িতে গিয়েছি। পরিচিত হয়েছি ওঁর পরিজনদের সঙ্গে এবং নারায়ণবাবুর একনিষ্ঠ ভক্ত শান্তনু ঘোষের সঙ্গে। সেই সূত্রেই আমার এই প্রচ্ছদ আঁকার সূচনা। বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় নারায়ণ দেবনাথের মতো এমন অনেক শিল্পী ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁদের কাজের মান এদেশের আরও পাঁচজন বড়ো শিল্পীর থেকে কম নয়। কিন্তু সময়োপযোগী প্রচারের অভাবে তাঁরা অন্তরালেই রয়ে গেলেন। জানি না, গলদটা কার!

ধন্যবাদ জানাই শান্তনুবাবুকে, তাঁর অনুরোধেই এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকবার ভার নিতে হয়েছে আমাকে। ধন্যবাদ লালমাটির প্রকাশক নিমাই গরাইকে, তিনি উদ্যোগী না হলে এই সংকলন প্রকাশিত হত কি না সন্দেহ। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই এই প্রচ্ছদ আঁকবার কাজে আরও যাঁরা সহায়তা করেছেন সেই মৃন্ময়ী দেব, সোমনাথ ঘোষ, সুব্রত ভৌমিক এবং গৌতম বসুমল্লিককে। সবশেষে, যাঁর কমিক্স পড়ে আমার বড়ো হওয়া, তাঁরই বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকবার সুযোগ পাওয়ার জন্য সেই নারায়ণ দেবনাথকে জানাই আমার প্রণাম।

উদয় দেব

বাবাকে যেমন পেয়েছি

ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে দেখেছি আঁকতে। বাবা ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ড্রাফটম্যানশিপ-এর ছাত্র ছিলেন (যেটা আগে লেনিন সরণিতে ছিল)। আমার দাদুর একদম ইচ্ছাই ছিল না যে বাবা আর্টিস্ট হোন, তাই দাদু বার বার বলতেন আর্টিস্ট হয়ে লাভ নেই কারণ আমাদের এখানে আর্টিস্টদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না।

দাদুর কথায় কর্ণপাত না করে বাবা তাঁর আঁকার সাধনা করে গেছেন। বাবা ছিলেন ইলাস্ট্রেটর। বাবার ইলাস্ট্রেশন এত প্রাণবন্ত এবং নিখুঁত হত— তার কারণ অ্যানাটমি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। সেটা টারজান, আরব্য রজনী, বেন হুর— এ-রকম অনেক গল্পের ছবি দেখলে বোঝা যায়। শুধু মানুষের ছবিই নয়— গাছ, জীবজন্তু এ-রকম যেকোনো জিনিসকে ভীষণভাবে স্টাডি করতেন। একজন লেখকের যেমন সব কিছুর জ্ঞান থাকতে হয়, না হলে একটা গল্প সম্পূর্ণ হয় না, তেমনই একজন শিল্পীকে অনেক কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হয়। তবেই একজন ভালো ইলাস্ট্রেটর হওয়া যায়। বাবা ছিলেন ফাইন আর্টসের ছাত্র। কিন্তু আমি দেখেছি যে উনি কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের মতো টাইপোগ্রাফিতে সমান দক্ষ ছিলেন।

প্রথম জীবনে বাবা আলতা, সিঁদুরের লেবেল, সিনেমার স্লাইড করে উপার্জন করেছেন। এরপর দেবসাহিত্য কুটীরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং 'আদর্শ লিপি' নামে বইটির ছবি এবং লেখা পুরোটাই করেন। বাবা যে কলেজে পড়েছিলেন সেই কলেজেরই আমি ছাত্র ছিলাম। তখন দেখেছি যাঁরা ফাইন আর্টসের ছাত্র তাঁরা কিন্তু টাইপোগ্রাফি করতে পারতেন না। আবার যাঁরা কমার্শিয়ালের ছাত্র তাদের ফিগার ড্রয়িং করতে বেশ অসুবিধা হত। দুটো লাইন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কিন্তু বাবার মধ্যে একটা ভগবানপ্রদত্ত গুণ ছিল– উনি অনায়াসেই ফাইন আর্টস এবং কমার্শিয়াল আর্টস— এই দুটিকে সমানভাবে করায়ত্ত করেছিলেন।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় অনেক ছোটো বড়ো প্রকাশকের বইয়ের প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি করেছেন। যেমন টারজান, বেনহুর, রবিনহুড, গোপাল ভাঁড়, স্বপনকুমারের গল্পের বইয়ের প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় বাবার ইলাস্ট্রেশনের এত চাহিদা ছিল যে প্রকাশকরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে থেকে ছবি আঁকিয়ে নিয়ে যেতেন।

দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো সংখ্যার বই বেরোত ঠিক পুজোর আগে, সেই সময় বাবাকে দেখেছিলাম ২টো -৩টে পর্যন্ত ছবি এঁকে যাচ্ছেন, আর মা বাবার একটু দূরে বসে উল বুনে যাচ্ছেন। কারণ মা জানতেন মা যদি ঘুমিয়ে পড়েন বাবা আঁকা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বেন। তাই এখানে মা-র অবদান ছিল অনেক বেশি, মা-র প্রেরণাতে বাবা এই জায়গায় পৌঁছেছেন।

বাবা যখন ক্ষীরোদ মজুমদারের কথায় শুকতারায় কমিক্স স্ট্রিপ শুরু করলেন, প্রথমে করলেন হাঁদা-ভোঁদা যা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ছোটো, বড়ো সবার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এটা বেশ কিছু বছর চলার পর আবার দেব সাহিত্য কুটীরের কর্ণধার বললেন নারায়ণবাবু হাঁদা-ভোঁদা তো ভালোভাবেই পাঠকরা নিয়েছেন এবার এমন একটা চরিত্র করুন যা সবার মধ্যে সাড়া জাগিয়ে দেয়। এরপর বাবা অনেক ভাবনাচিন্তা করে জন্ম দিলেন বাঁটুলকে। এই কমিক্স সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বাঁটুলকে তৈরি করলেন সর্বশক্তিমান। শত্রুপক্ষের কামানের গোলা বন্দুকের গুলি কোনো কিছুতেই কাবু করতে পারে না। 'বাঁটুল দি গ্রেট' খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় বাঁটুল ছোটো বড়ো সবার কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এর জনপ্রিয়তা দেখে পত্রভারতীর কর্ণধার দীনেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবাকে বললেন, 'আপনি আমার পত্রিকার (কিশোর ভারতী) জন্য ভিন্ন ধরনের কিছু করে দিন।' তখন লেখক মনোরঞ্জন ঘোষের লেখা একটি বই 'পরিবর্তন' এর জন্য ছবি আঁকলেন বাবা। এই গল্পের কিছু চরিত্রের সঙ্গে নন্টে-ফন্টের মিল আছে। এটিও পাঠকমহলে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপরে দেবসাহিত্য কুটীরের শুকতারায় জায়গা পেল 'বাহাদুর বেড়াল'। আমার ভাবতে অবাক লাগে এতগুলো চরিত্রকে বাবা প্রত্যেক মাসে কীভাবে অলংকরণ করতেন?

আমি তখন আর্ট কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছি, সেই সময়ে দুইজন ভদ্রমহিলা প্রকাশক বাবার কাছে এসে বললেন তাঁদের পত্রিকার জন্য একটা কমিক্স করে দিতে হবে। বাবা বললেন যে আর ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরাও নাছোড়বান্দা। তখন বাবা আমাকে ওই দায়িত্ব নিতে বললেন। তাঁদের অনুরোধে অগত্যা আমি রাজি হলাম। এরপর বাবাকে বললাম, কী ধরনের গল্প করব? বাবা খানিক ভেবে বললেন, একটা সায়েন্স ফিকশনের ওপর তৈরি করো। বাবা-ই নামকরণ করলেন 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু'। গল্পের ফিচারটাও বাবা পেনসিল স্কেচ করে দিলেন আর আমি সেটাকে ফিনিশ করতাম। এভাবে গোটা তিনেক 'ছবিতে গল্প' করে আর চালাতে পারিনি। পরবর্তীকালে বাবা-ই ওটা করেছিলেন। একাধারে গল্প এবং ছবি। এই দুটিই বাবার দ্বারা সম্ভব। কারণ গল্প এবং ছবি— এই দুটি পড়লে এবং দেখলেই ভেতর থেকে হাসি উঠে আসে।

যে-কথাটা বলা একান্তই দরকার সেটা হল— একজন কার্টুনিস্টকে যদি বলা হয় যে আপনি একটা ইলাস্ট্রেশন (রিয়েলিস্টিক) করে দিন দেখবেন তাঁর পক্ষে সেটা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে, আবার যাঁরা রিয়েলিস্টিক ছবি করেন তাঁদের কার্টুন করতে বললে একটু অসুবিধায় পড়েন। যেমন বাবার প্রথম দিককার 'হাঁদা-ভোঁদা'র ড্রয়িং দেখবেন এবং পরবর্তীকালের ড্রয়িং দেখবেন দুটোর মধ্যে অনেক অনেক পরিবর্তন। তবে আমি জোর গলায় বলব যে বাবার মধ্যে কার্টুন, ইলাস্ট্রেশন এবং তার ওপর গল্প রচনা করা এটা ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং আমার দাদু, ঠাকুমার আশীর্বাদ না থাকলে হয় না। তার সঙ্গে আমার মা-র অনুপ্রেরণা। আজ বাবা এই সাতাশি বছরে যে শিখরে পৌঁছেছেন তার জন্য আমি ওঁর সন্তান হিসেবে গর্বিত।

স্বপন দেবনাথ

হাওড়া

আপনজনের কথা

আজ যাঁর সম্বন্ধে লিখতে বসেছি তাঁকে নিয়ে লেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। এ ব্যাপারে আমার মায়েরও ভীষণ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমার লেখা হয়ে ওঠেনি। তারপর কেটে গিয়েছে অনেকদিন। তবু মনের কোণে ইচ্ছেটা হয়তো ছিলই। তাঁর কর্মজীবন নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। আমার এক ভাই শান্তনু ঘোষের কল্যাণে তাঁর জীবনবোধ সম্বন্ধে মানুষ প্রায় অনেকটাই জেনে গেছে। নতুন করে আমার লেখার আর প্রায় কিছুই বাকি রাখেনি। রিসার্চ ওয়ার্কের মতো করে শান্তনু বাবার জীবনের প্রায় পুরো দিকটাই উন্মোচিত করেছে তাঁর পাঠকদের কাছে। তবু আমার ভাই সেই শান্তনুর তাগিদে আমি লিখছি সেই মানুষটির কথা। তিনি আমার বাবা শ্রীনারায়ণ দেবনাথ।

আমার ঠাকুমা ও দাদু ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল তাঁদের আদর্শ। দাদুকে আমরা বেশিদিন কাছে পাইনি। ধুতি ও বুক খোলা একটা ফতুয়া পরা চেহারাটাই আমার মনে আছে। দেবদূত বলে মনে হয়। বাবা ও মায়ের কাছে শুনেছি তিনি পরিশ্রমী ছিলেন। আমার ঠাকুমাও প্রচণ্ড পরিশ্রমী ছিলেন। বাড়িতে একটা গোরু ছিল, মানে আমার দাদুকে ভালোবেসে কেউ উপহার দিয়েছিল। সেই গোরুর খাওয়ার খড় ঠাকুমাকে নিজের হাতে কাটতে, দুধ দুইতে দেখেছি। ছোটোবেলায় আমরা ভাইবোনেরা, বিশেষ করে আমি ও আমার পরের ভাই স্বপন ঠাকুমার কাছেই বেশি থাকতাম। আমি ঠাকুমার কাছেই শুতাম। রাতে শুয়ে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতাম। না, কোনো রূপকথার গল্প নয়। ঠাকুমার সংসার তীর্থের গল্প, সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প, আমার বাবার কথা। ছোটোবেলায় সাংঘাতিকভাবে জলবসন্ত হয়ে দৈবকৃপায় বাবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা। ঠাকুমার দেশের বাড়ির কথা। এ-রকম কত কথাই যে শুনতাম। এমনও হয়েছে রোজই হয়তো ঠাকুমার কাছে একই কথা শুনেছি। এগুলোই তখন আমার কাছে রূপকথা।

সংসার ছিল আমার ঠাকুমার কাছে তীর্থ। কোনো তীর্থে যাওয়া পছন্দ করেননি কোনোদিন। কেউ এ নিয়ে কথা বললে বলতেন, ছেলের সংসারই আমার তীর্থ। তা এ-রকম দুই মানুষের সন্তান আমার বাবা।

ঠাকুমার কাছে শুনেছি বাবার বিয়ের জন্য এক মেয়ের অভিভাবকের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তারা আমার পাশের বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন, মানে আমাদেরই ভাড়াটে। আমার বাবা তখন সামান্য আঁকার কাজ শুরু করেছেন, তাও প্রায় বিনা পয়সায়। আর বিয়ের প্রস্তাব যাদের কাছে গিয়েছিল তাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও ছিল অহংকার। তারা আমার ঠাকুমা ও দাদুকে আপত্তিকর কথা বলে অপমান করে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার বেশ কিছুদিন পরে ঢাকা থেকে (এখন বাংলাদেশ) ছিন্নমূল এক পরিবার তাদের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে আসার পর সেই পরিবারেরই এক মেয়ের সঙ্গে তারা আমার বাবার বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কীরকম অদ্ভুত না! নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে তারা অস্বীকার করল অথচ সম্পর্কে তাদের বোন অসহায় এক পরিবারের মেয়ের সঙ্গে তাঁদের বিয়ে দিতে আপত্তি রইল না। আমার দাদু ও ঠাকুমা রাজি হয়ে সেই আশ্রিতা মেয়েটির সঙ্গেই আমার বাবার বিয়ে দেন। তিনি আমার মা 'তারা'। আমি এখন ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই বাবার জীবনে মাকে এনে দেওয়ার জন্য। তবে এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে যারা আমার বাবাকে একদিন তাচ্ছিল্য করেছিল তারাই সুবিধে মতো বাবার নামটাকে কাজে লাগায়!

ছোটোবেলায় দেখেছি বাবাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাকতে। সংসার সম্বন্ধে উদাসীন বাবাকে আমরা এভাবেই দেখেছি। ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে কথা খুব কম হত। আমাদের সময়ে আমরা পড়তাম কম খেলতাম বেশি। এখন যেমন ঠিক তার উলটো। বাবাকে আঁকার টেবিলেই বেশি দেখতাম। তখন মাঝে মাঝে কলেজস্ট্রিট যেতেন।

সংসার সমুদ্রে জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন আমার মা। কোনো দুঃখ কষ্টের আঁচ আমার বাবার গায়ে কোনোদিন পড়তে দেননি। মায়ের কাছে শুনেছি, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসতেন। এখনও ভালোবাসেন, তবে এক বন্ধু ছাড়া আর কেউ নেই। যাইহোক, বাজার করতে যাচ্ছি বলে ব্যাগ হাতে সকালে বেরিয়ে বন্ধুর বাড়ি চলে গেলেন একটু গল্প করতে। অনেক বেলায় যখন ফিরলেন তখন তাঁর ব্যাগ খালি। গল্প করতে করতে বাজার ভুলেছেন। মায়ের কাছে এসব কথা আমার বার বার শুনতে ভালো লাগত। মায়ের এসব নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না। চিরদিনই বাবার কাজে উৎসাহ বা প্রেরণা দিয়েছেন।

বেশ একটু বড়ো হয়েই বাবার সঙ্গে আমার একটু বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়। তখন বাবার মুখে শুনেছি, দাদুর সঙ্গে ঢাকায় যাবার কথা। সেখানে বাবার মামার বাড়িতে গিয়ে মামার সঙ্গে নদীতে নৌকা চালাবার কথা, নদীতে মাছ ধরার কথা। আর এখনও আমাদের বাড়ির সদর দরজায় ছোটো ছোটো গর্তের দাগ। সেগুলো বাবার ছুরি দিয়ে লক্ষ্যভেদ শেখার দাগ। আমাদের বাড়ির সামনে পুকুর ছিল। কোমরে ছুরি বেঁধে টারজান হয়ে বাবার ঝাঁপ দেওয়ার গল্পও শুনেছি। বাংলাদেশ মানে ঢাকা বাবার জন্মস্থান নয়, তবুও ঢাকার কথা বলার সময় বাবার মনটা যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। কী বলব, একটা অদ্ভুত নস্টালজিয়া বাবার মধ্যে দেখি। এখনও ওদেশের আলোচনা হলে বাবা আমাকে ঠিক সেই কথাগুলোই বলবে যা আমি অনেক বছর আগেও শুনেছি। মনের ভিতরে বাবার একটা সুপ্ত ইচ্ছে ছিল যা হয়তো পূর্ণ হবার নয়, তা হল বাংলাদেশে যাওয়া।

আমার গায়ের রং কালো। বাবার কী খেয়াল হল হঠাৎ হয়তো একটা ক্রিম বা ওই জাতীয় কিছু এনে মাকে বললেন, মিনুকে মাখতে বোলো, রং ফরসা হবে। হয়তো কৌটোটির মধ্যে ওই জাতীয় কিছু লেখা থাকত। কী সরল ছেলেমানুষ মন! ছোটো বয়সে আমিও কিছু বুঝতাম না, তাই মাখতাম। বাবা খুব চড়া রং পছন্দ করেন। যখন শাড়ি পরতে শুরু করেছি তখন প্রত্যেক পুজোয় সোজা কলেজ স্ট্রিট চলে যেতেন ও ওখানকার নামকরা দোকান থেকে সিল্কের শাড়ি আনতেন আমার জন্য। এখনও বাবার আনা সিল্ক শাড়ি আমার আলমারিতে। কত বছর হয়ে গেল।

ইংরেজি সিনেমা দেখতে প্রচণ্ড ভালোবাসেন, বিশেষ করে অ্যাকশন ছবি। টারজান, লরেল হার্ডি, চ্যাপলিনের প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই দেখেছেন। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা হলে রবিবার মর্নিং শো হত। বাবার আগ্রহেই আমিও পুরোনো দিনের ওই ছবিগুলো দেখেছি। বই পড়তে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন গোয়েন্দা গল্প। বই পড়ার নেশাটাও আমি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। সেই সময় বাবার প্রচ্ছদ আঁকার সূত্রে অনেক বই বাড়িতে আসত। তার মধ্যে উপন্যাসও থাকত। আমার ওই ছোটোবয়সে উপন্যাস পড়াটা মা পছন্দ করতেন না। বুঝতামও না অনেক কিছু। তবু লুকিয়ে পড়তাম। মা দেখলে বই কেড়ে নিতেন। কিন্তু আমার বাবার কেড়ে নেওয়াতে আপত্তি ছিল। বইটি নিজের হাতে আমাকে আবার পড়তে দিতেন। মাকে বলতেন, বই পড়তে বাধা দেবে না। সবরকম বই পড়ার ব্যাপারে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি। এইরকম সম্পূর্ণ মুক্তমনের, সরল, ক্ষোভহীন মানুষ আমি কমই দেখেছি। এত বছরের শিল্পী বা সাহিত্যজীবনে অনেক কিছু পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েও বাবার মনে এতটুকু ক্ষোভ দেখিনি কোনোদিন। অসংখ্য মানুষের ভালোবাসাতেই বাবার জীবন ধন্য, মানুষের ভালোবাসাই তাঁর একমাত্র কাম্য, তাই তাঁর ক্ষোভহীন মন। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও একইরকম মানুষ রয়ে গেছেন যিনি এখনও মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন। বলেন, মানুষ তো মানুষকেই বিশ্বাস করবে, না কি?

বাবার আজ এই সকলের পরিচিত নারায়ণ দেবনাথ হয়ে ওঠার পেছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, সেই অনেক বছরের সঙ্গী, মাঝে মাঝেই বাবার কাজের ঘরে গিয়ে কাছে বসে গল্প করার প্রিয়জনটি আজ নেই। তিনি হলেন আমার মা। মা না থাকার যন্ত্রণা বাবাকে অনেকটাই অসহায় করে দিয়েছে। সংসারের যে হাল মাকেই সারাজীবন ধরে থাকতে দেখেছি, সেই হাল ধরতে গিয়ে বাবা বিপর্যস্ত, ক্লান্ত অসহায় এক পুরুষ। আমি ভয় পাই, চিন্তা হয়। তারপরেই হয়তো দেখি রং, তুলি নিয়ে বাবা ডুব দিয়েছেন সৃষ্টির কাজে। তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি বাবাকে বাবার মতোই থাকতে দাও।

দুঃখ, কষ্ট পেতে বাবাকে অনেকবারই দেখেছি। কিন্তু তাঁর মুখে বা আচরণে কোনো প্রকাশ কোনোদিন দেখিনি। মুখ তাঁর নির্লিপ্ত থাকত। ভেতরে ভেতরে হয়তো ভেঙেচুরে যেতেন, তবু কাউকে বুঝতে দিতেন না। এখনও তাই। ২০১১ তে মা চলে গেলেন। আমার মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল আমার বাবা আগে যাবেন। তার কারণ আছে। আমি ছোটো থেকে বাবাকে তাঁর আঁকা ছাড়া কোনো কাজ করতে দেখিনি। মা বলতেন, তোর বাবা এক গ্লাস জল নিয়েও খেতে পারে না, তাই আমি আগে গেলে তোর বাবার কষ্ট হবে। বাড়িতে তাঁর ছেলেরা, তাদের স্ত্রী, মেয়ে, নাতি, নাতনি সবাই রয়েছে তবু মায়ের এই ইচ্ছে থেকেই গিয়েছিল। তাই আমরা ভাবতে পারিনি তাঁর এতদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী হঠাৎ চলে যাওয়ায় বাবা আর কোনোদিন তাঁর সাধনার জায়গায় আবার বসতে পারবেন। কিন্তু ওই যে বলেছি দুঃখের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই তাঁর। তাই সব কিছু সামলে আবার বাবা ডুব দিলেন তাঁর সৃষ্টির কাজে। থামলে চলবে না যে। এখনও

তাঁর মুখে আমি আলোর মতো হাসি দেখি, আরও যেন শিশুর মতো সরল মন, এখনও তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে কোনো বয়সের ছাপ নেই। অনেক পুরোনো দিনের কথা এখনও মনে করে বলতে পারেন। তাই ঈশ্বর নয়, বাবা এত বছর ধরে যাদের অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছেন ও এখনও পাচ্ছেন তাদের কাছেই প্রার্থনা আমার বাবা যেন আরও অনেক, অনেকদিন এভাবেই থাকেন। কোনো দুঃখ যেন বাবাকে আঘাত না করে। বাবার আদর্শে আমরা হয়তো তৈরি হতে পারিনি, না হলে বাবার না পাওয়ার ক্ষোভ আমার মনে স্থান পেত না। মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদা বোধ ও ব্যক্তিত্ব আমার বাবাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে আমরা ওখানে হাজার চেষ্টা করলেও পৌঁছোতে পারব না। এই বাবার জন্য আমি গর্বিত। জন্ম-জন্মান্তরেও যেন এই বাবাকেই আমি পাই।

বাবার সঙ্গে আর একজনের কথা না লিখলে লেখাটা একটু অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে আমার। আমরা চার ভাই বোন ঠিকই। কিন্তু আমার আর এক ভাই শান্তনুর কথা বলছি, যার তাগিদে আমার এই লেখা, আমার বাবার একনিষ্ঠ গুণমুগ্ধ ভক্ত, যে কিনা নিঃস্বার্থভাবে বাবার সেবা করে চলেছে। অসংখ্য পাঠকের কাছে নারায়ণ দেবনাথ একটি অতি পরিচিত নাম। শান্তনুর তাতে মন ভরেনি। টিনটিন, অ্যাসটেরিক্সের স্রষ্টাদের মতো বাবার নাম আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিলে তবে তার মন ভরবে। দেশের মধ্যে একজন মানুষের কাছেও যাতে বাবা অপরিচিত না থাকেন সেই চেষ্টা সে করে চলেছে। আমরা তাঁর ছেলে-মেয়ে হয়ে যা কোনোদিন করতে পারিনি, শান্তনু তা করেছে। বাবার প্রাপ্য মর্যাদা, সম্মান যাতে পান তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে অনেকটা সে বাবাকে দিতে পেরেছে। তাই দিদি হয়েও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই লালমাটির প্রকাশক নিমাইদাকেও।

নমিতা দেবনাথ

নারায়ণ দেবনাথ প্রতিকৃতি
শিল্পী-প্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্তী